✽ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩১৬ সংখ্যা

মঙ্গলবার, ১২ মাঘ, ১৩৭৭ (৬ মাঘ, ১৮৯২ শক) Tuesday, January 26, 1971.

ESTD 1878 REGD NO. C 1080

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

বিবাহে ও গৃহসজ্জায়
সেগুন কাঠের আধুনিক ডিজাইনের
ফার্নিচার
প্রবর্ত্তক ফার্নিশার্স লিঃ
৬১, বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলি:-১২.ফোন:৩৪-৩০৮৮

কিউটিনা
স্নো, পাউডার, গ্লিসারিন সাবান

উপ-নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পরাজিত

লখনউ, ২৫ জানুয়ারি—উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং উপ-নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। গোরখপুরের মণিরামে গতকাল অনুষ্ঠিত এই গুরুত্বপূর্ণ উপ-নির্বাচনে ষোলো হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিবেদী—পেশায় সাংবাদিক, রাজনীতিতে এতাবৎ স্বল্পপরিচিত। প্রার্থী ছিলেন মোট সাতজন। পাঁচজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শ্রী সিং দুই-একদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করবেন। আপাতত নেতা বদল করে সংযুক্ত বিধায়ক দলকে রক্ষা করার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

ওই উপনির্বাচনের পূর্ণ ফলাফল এইরকম—শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিবেদী, নব কং, ৩৩,২৩০, নির্বাচিত। শ্রী টি এন সিং, আদি কং, ১৭,১৩৭। শ্রীহরি রাম, নির্দল, ৫৯৫৬। শ্রী চন্দ্রশেখর, নি, ২১১০। শ্রীপলটু রাম, নি, ১৭৫৪। শ্রী রামশংকর, নি, ৮৪১। শ্রীরাম আওয়াধ, নি, ৫৮২। বাতিল ভোট ১৯৪৮। মোট ভোট পড়েছিল ৬৩,৫৫৮। মোট ভোটদাতা ছিলেন ১০০,৫৬৩।

আসনটি এর আগে হিন্দু মহাসভার মহান্ত অবৈদ্যনাথের দখলে ছিল। তিনি গোরখনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মহান্তজী লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর বিধানসভার এই আসন থেকে পদত্যাগ করেন। তার ফলেই আসনটি শূন্য হয় এবং এই উপনির্বাচন হয়। ১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে মহান্তজী এই কেন্দ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে তিন হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তিনি শ্রী টি এন সিং-এর অনুকূলে প্রচারকার্য করেছিলেন।

শ্রী টি এন সিং গত অকটোবরে উত্তরপ্রদেশ সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সময় শ্রী টি এন সিং বারাণসীতে ছিলেন। সাংবাদিকেরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আপাতত কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। জানা যায় যে, তিনি আজ রাত্রেই লখনউ যাত্রা করবেন, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, তারপর হয়ত কোন বিবৃতি দেবেন।

ওদিকে নয়াদিল্লিতে সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিক দলগুলির নেতারা আজ রাত্রেই জরুরী বৈঠকে বসেন। তাঁরা নাকি ঠিক করেছেন যে, তাঁরা শ্রী টি এন সিংকে দু-একদিনের মধ্যে পদত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দেবেন। সেই সঙ্গে তাঁরা একজন নতুন নেতা নির্বাচন করে সংযুক্ত বিধায়ক দলকে (এবং উত্তরপ্রদেশে ওই দলের সরকারকে) বাঁচানোর জন্যও চেষ্টা করবেন। এই প্রসঙ্গে দুজনের নাম শোনা যাচ্ছে—বি কে ডি নেতা শ্রীচরণ সিং এবং শ্রীগিরিধারী লাল। শ্রী লাল আদি কংগ্রেস সদস্য এবং টি এন সিং-সরকারের অন্যতম মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন। গভীর রাত্রে জানা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে শ্রীদ্বিবেদীকে তাঁর জয়লাভের জন্য এবং মণিরামের অধিবাসীদের তাঁদের 'সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য' অভিনন্দন জানিয়েছেন।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

উপনির্বাচনে আদি কংগ্রেসের জয়

জামখণ্ড, ২৫ জানুয়ারি—বেসরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে যে, রাজ্য বিধানসভার বিজাপুর জেলায় জামখণ্ড উপনির্বাচনে মর্যাদার লড়াইয়ে আদি কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীশিলাপ্পা অ ধাস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নব কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী পি এম ভাংগীকে ১৪০০ ভোটে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

চারজন খুন, সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার রাত থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত বোমা ও ছুরিকাঘাতে তিনজন নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। সোমবার সকালে চব্বিশ পরগনার নোয়াপাড়া এলাকায় সি-পি-এম-নকশাল সংঘর্ষে বোমার টুকরোয় শ্রীরমেশ ঘোষ নামে একজন নিহত হন। আর একজন রবিবার রাত্রে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন জোড়াবাগান থানা এলাকায়। নাম শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সোম (৬০)। সোমবার সকালে বেহালায় ১২ বছরের একটি তরুণের মৃতদেহ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে উড়িবাড়ির ফুগবাড়ি অঞ্চলে

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পাকিস্তানের পালটা ব্যবস্থা

ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিবকে বহিষ্কারের আদেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব শ্রী বি এল ঘোশীকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে পাকিস্তান ত্যাগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র আজ ইসলামাবাদে বলেন ঃ পাক বেতারে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, 'গুপ্তচর বৃত্তির' কাজে ভারতীয় কূটনীতিক লিপ্ত রয়েছেন।

ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনারের হাতে একটি পত্র দেওয়া হয়। তাতে শ্রী ঘোশীর বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার' অভিযোগ করা হয়েছে। আর একটি পৃথক পত্রে পাকিস্তান তাঁদের প্রথম সচিব শ্রীজাফর ইকবাল রাঠোরকে বহিষ্কৃত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শ্রী রাঠোরকে ভারত গতকাল বহিষ্কৃত করার আদেশ দেন।

পাক নোটে শ্রী রাঠোরের বিরুদ্ধে আনীত ভারতের অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। গতকাল ভারতের নোটে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, শ্রী রাঠোর জম্মু ও কাশ্মীরে এক অবৈধ গুপ্ত সংস্থা 'অল্ ফাতাহ' সংগঠন ও কার্যকলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আরও বলা হয় যে, এই গুপ্ত সংস্থাটি অন্তর্ঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি এবং অন্যান্য হিংসাত্মক ও অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল।

—ইউ এন আই

ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে পাক-ভারত আলোচনার প্রস্তাব

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৫ জানুয়ারি—আজ এখানে সরকারীসূত্র থেকে বলা হয়েছে, ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বিরোধ সম্পর্কে পাকিস্তান যে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার প্রস্তাব করেছিল, ভারত তাতে সম্মত হয়েছে।

অবশ্য, ভারত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, মারচ মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরে এই বৈঠক হবে।

মন্ত্রী-পর্যায়ের বৈঠক সাপেক্ষে পাকিস্তান যদি সম্মত হয়, তাহলে ভারত একটি সেকরেটারি-পর্যায়ে বৈঠকের প্রস্তাব করেছে। পাকিস্তান এ সম্বন্ধে এখনও কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু আভাস পাওয়া যাচ্ছে ফেবরুয়ারি মাসে এই আলোচনা হতে পারে।

—এ এফ পি

আসানসোল ডাকঘরে ডাকাতি

আসানসোল, ২৫ জানুয়ারি—রিভলবার উঁচিয়ে তিনজন যুবক আজ আসানসোল বাজার ডাকঘর থেকে ৯ হাজারেরও বেশি টকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে দুপুর ৩টা নাগাদ দুর্বৃত্তরা ডাকঘরে ঢোকে। তাদের মধ্যে একজন রিভলবার বের করে তাক করে। ২।৩ মিনিটের মধ্যে তারা নগদ প্রায় ২৪০০ টাকা এবং ৭ হাজারেরও বেশি টাকার বীমা করা খামের বাণ্ডিল হস্তগত করে চম্পট দেয়।

পুলিশী অনুসন্ধান চলছে

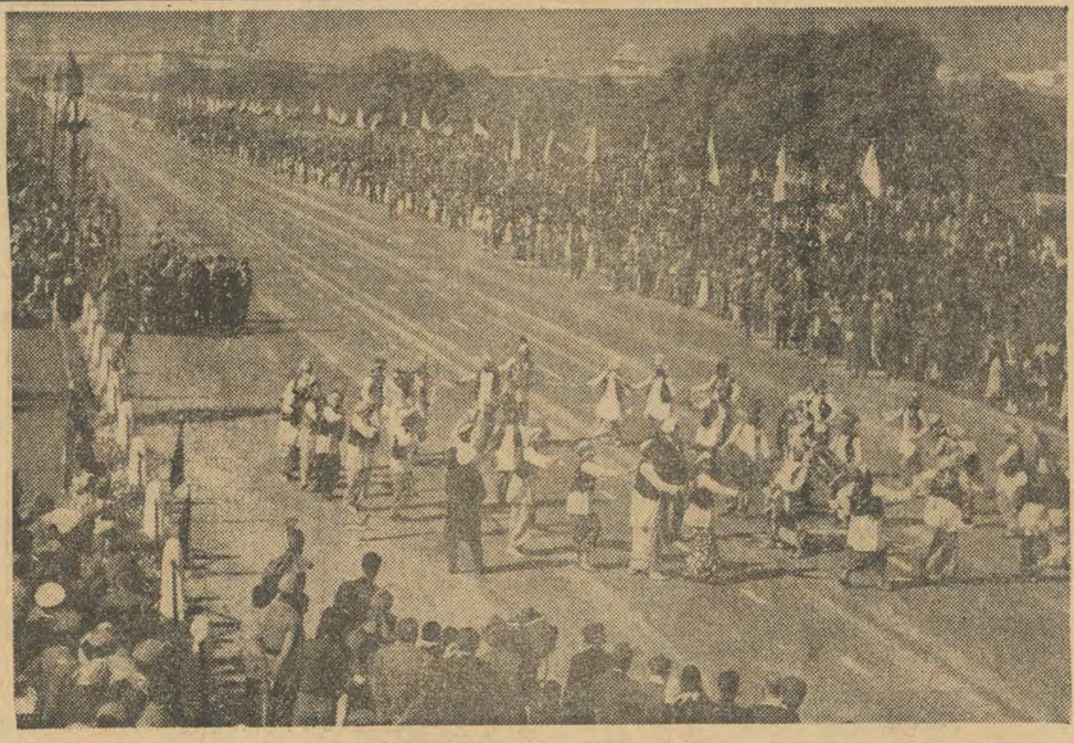

প্রজাতন্ত্রদিবসের আগের দিন, সোমবার নয়াদিল্লির রাজপথে কুচকাওয়াজের পুরো মহড়া। দুইদিকে উৎসুক জনতা, রাস্তার মাঝখানে চলছে পাঞ্জাবের ভাংড়া নাচ

নির্বাচনে হিংসা পরিহার করুন

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—ভারতের একবিংশতিতম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ এক বেতার ভাষণে ভোটদাতা ও রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে সর্বপ্রকার হিংসা পরিহারের জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় রাজনৈতিক দলগুলির তিক্ততা বা হিংসা বা ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত।

তিনি আরও বলেন আমাদের গণতন্ত্র অগ্রগতির পথে আর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে। আগামী দু' দিনের মধ্যে ভোটদাতাদের লোকসভায় সদস্য নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানানো হবে। আমাদের সংবিধানে সরকার তাদের কার্যকলাপের জন্য লোকসভার নিকটই দায়ী।

শ্রীগিরি সর্বক্ষেত্রে সদাচরণ বজায় রাখার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যেন এ কথা বলা না হয় যে, তিনি এমন কোন কাজ করেছেন যা সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থার বিরোধী।

জাতীয় দিবস উপলক্ষে জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি জাতীয় সংহতির কাজে সকলকে মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ করতে বলেন।

তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী যে শ্রেণীহীন ও জাতিবৈষম্যহীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজও রূপায়িত হয়নি।

রাষ্ট্রপতি সর্বজনীন স্বাধীনতার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে বলেন যে, এই স্বাধীনতা কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে হবে না। এরই ভিত্তি হবে সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও সাধারণ মানুষের বিকাশের পূর্ণতম সুযোগ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার গঠনের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের ওপর। এর শক্তি ও ক্ষমতার উৎস জনগণই। যথার্থই বলা হয়, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। আমাদের ভোটার সংখ্যা ২৭ কোটি ৫০ লক্ষের মত।

—পি টি আই, ইউ এন আই

> **ছুটি**
>
> আজ, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার সকল বিভাগে ছুটি। আগামীকাল, তাই পত্রিকার কোন সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

আই জি সংক্রান্ত আদেশ স্থগিত রাখার আবেদন মঞ্জুর

কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখারজি পশ্চিমবঙ্গের ইনসপেকটর-জেনারেল অব পুলিশ পদে শ্রীপ্রসাদকুমার বসুর নিয়োগ খারিজ করার যে আদেশ দেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই আদেশ স্থগিত রাখার জন্য কলকাতা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি শ্রী বি সি মিত্রের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার সংশিলষ্ট পক্ষের তরফে 'এফিডেভিট' দাখিলের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং এই আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রসাদ বসুর নিয়োগ খারিজের আদেশ স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান।

বিচারপতিগণ 'এফিডেভিট' দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন ও সেই সঙ্গে আগামী ৩ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত নিয়োগ খারিজের আদেশ স্থগিত রেখেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও আপীল ও আদেশ স্থগিতের আবেদন করা হয়েছে।

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ মঙ্গলবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে এবং তাপমাত্রারও বিশেষ কোন হেরফের হবে না বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছেন।

সোমবার কলকাতা ও শহরতলির সর্বোচ্চ তাপাঙ্ক ছিল স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিঃ সেঃ কম—২৫.৬ ডিঃ সেঃ বা ৭৮.১ ডিঃ ফারেনহাইট। সব থেকে কম তাপ কিন্তু ছিল স্বাভাবিকের অপেক্ষা ২ ডিঃ সেঃ বেশি—১৫.৩ ডিঃ সেঃ বা ৫৯.৫ ডিঃ ফারেনহাইট।

প্রিসাইডিং, পোলিং অফিসার নিয়োগে জেলায় নির্দেশ গেল

স্টাফ রিপোরটার

ন্যায়, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মীকে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার পদে নিয়োগ করুন।

সোমবার রাজ্য নির্বাচন দফতর থেকে জেলা কর্তৃপক্ষকে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে, অন্যান্য বারের মত এই রাজ্য থেকে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার এই রাজ্যের সরকারী কর্মী, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী, ডি ভি সি ও জীবন

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

চতুর্দলীয় জোট আসন রফায় ব্যর্থ

পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুকে স্থানীয়ভাবে বোঝাপড়ার নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আজ রাত্রে এখানে সাংবাদিকদের বলেন, চতুর্দলীয় ফ্রনট সমন্বয় কমিটি (আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও এস এস পি নিয়ে গঠিত) ওই দলগুলির পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু কমিটিকে লোকসভা ও বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিজ নিজ রাজ্যে আসন সমঝোতার কাজ চূড়ান্ত করে ফেলার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আজ এখানে সমন্বয় কমিটির দুবার বৈঠক হয়। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, কমিটি 'কার্যত' কাজ শেষ' করেছেন। আপাতত কমিটির আর কোন বৈঠক হবে না।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, চতুর্দলীয় ফ্রনট অন্যান্য রাজ্যেও কোন লোকসভা আসন সম্পর্কেই সমঝোতায় আসতে পারেন নি। দক্ষিণ বোমবাই লোকসভা আসন নিয়ে বিরোধেরও কোন মীমাংসা হয়নি। এই আসনে এস এস পি সাধারণ সম্পাদক শ্রীজরজ ফারনানডেজ ও আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী এস কে পাতিল—দুজনেই দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং কেউই এই কেন্দ্র ছাড়তে রাজি নন।

কমিটি ফ্রনটের শরিকদের মধ্যে প্রায় ৩০০টি আসন সম্পর্কে সমঝোতার মীমাংসা করেছেন। অবশিষ্ট আসনগুলির সমঝোতা কয়েকটি রাজ্যে স্থানীয় কমিটিগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আদি কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ফ্রনটের শরিকরা তাঁদের নির্বাচিত প্রার্থীদের সমর্থনে একযোগে কাজ করবেন।

কমিটি আজ বিহারের চার শরিক দলের মধ্যে আসন সমঝোতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে ২৮টি আসন সম্পর্কে মীমাংসা করেন। কমিটি ফ্রনটের রাজ্য দলগুলিকে পাটনায় মিলিত হয়ে বিহারের অবশিষ্ট লোকসভা আসনগুলিতে সমঝোতার চেষ্টা করার নির্দেশ দেন।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, বোমবেতে আসন সমঝোতার প্রশ্ন "জটিল" হয়ে পড়েছে। বোমবের তালিকা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

উত্তর প্রদেশে প্রায় ১২টি ও গুজরাটে ২।৩টি আসনে সমঝোতা

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

আদি কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ

হায়দরাবাদ, ২৫ জানুয়ারি—ভারতীয় আদি কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও অন্ধ্র প্রদেশ আদি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী পি বেংকটসুব্বায়া আজ দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

শ্রীবেংকটসুব্বায়া তাঁর পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করে এক বিবৃতিতে বলেন, 'সুবিধার খাতিরে আদর্শ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।'

আরেকজনের পদত্যাগ

মহীশূরে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী এম এল মানরাজা উরস আজ দল থেকে তাঁর পদত্যাগ ঘোষণা করেছেন।

—ইউ এন আই

ওড়িশায় নব কংগ্রেস ও তিন দলের সমঝোতার চেষ্টা

ভুবনেশ্বর, ২৫ জানুয়ারি—ওড়িশার আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে নব কংগ্রেস, জন কংগ্রেস, সি পি আই ও পি এস পি-র মধ্যে আসন বণ্টন সম্পর্কে বোঝাপড়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

আজ বিকালে সি পি আই-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রথম দফায় আলোচনার পর নব কংগ্রেসের আহ্বায়ক বিনায়ক আচার্য আজ সাংবাদিকদের এই কথা বলেন।

—ইউ এন আই

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধির সঙ্গে বি বি ঘোষের বৈঠক

স্টাফ রিপোরটার

বিশ্ব ব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ ডিরেকটর ডঃ সমররঞ্জন সেন সোমবার সকালে মহাকরণে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন। ডঃ সেন শ্রী ঘোষকে বলেছেন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রয়োজনে কলকাতার উন্নয়নে অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত।

ডঃ সেন এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও নয়াদিল্লিতে আলোচনা করবেন। আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকে ডঃ সেন তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডঃ সেনের উদ্যোগেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক দুর্যোগের ব্যাপারে আড়াই কোটি ডলার সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

উগানডায় সেনাদলের ক্ষমতা দখল

কামপালা, ২৫ জানুয়ারি—স্থানীয় সময় বিকাল ৪টের সময় 'রেডিও উগানডা' প্রচার করে যে, সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। প্রেসিডেন্ট ওবোটে তাঁর অনুপস্থিতিকালে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। সমস্ত ক্ষমতা এখন সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এই সংবাদে ঘোষক তার নাম প্রকাশ করেননি। তবে তিনি নাকি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার।

সশস্ত্র বাহিনীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের মধ্যে ১২ ঘণ্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সেনাবাহিনী নাকি ক্ষমতা দখল করেছে। যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁদের বিশ্বাস—প্রেসিডেন্ট মিলটন ওবোটে যে নীতি অনুসরণ করছিলেন, তা পরিণামে রক্তপাত ডেকে আনত।

কামপালা বেতার আরও জানিয়েছে যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে, জাতীয় নির্বাচন আবার অনুষ্ঠিত হবে এবং সরকার জনগণের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী হবেন। ওবোটের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, তাঁর সরকার দুর্নীতি ও গোষ্ঠিগত স্বার্থকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সরকারের আমলে নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল।

কামপালা বেতা থেকে আরও বলা হয় যে, এখন সরকারের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর প্রধান মেঃ জেঃ ইদি আমিনের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

রাস্তায় জনসাধারণ নাকি আনন্দ উল্লাস করছেন। জেনারেল আমিনকে পরিত্রাতা হিসাবে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। জেনারেল আমিন এক বেতারভাষণে বলেছেন যে, তিনি পেশায় সৈনিক, রাজ-

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

প্রফুল্লবাবু, অজয়বাবু, হেমন্তবাবুর বিরুদ্ধে নব কংগ্রেস প্রার্থী দেবে না

স্টাফ রিপোরটার

নব কংগ্রেস বিধানসভার আরামবাগ কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, তমলুক বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এবং কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রে ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না।

রাজ্যের নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিংহ নাহার সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়ে বলেন,—এই তিনজন আমাদের কাছে প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি জানান, এবার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা বিধানসভার ২৮০টির মধ্যে ২০০ আসনে এবং লোকসভার চল্লিশটির মধ্যে ত্রিশটিতে প্রার্থী দিচ্ছেন। এই সঙ্গে তিনি প্রথম কিস্তিতে বিধানসভার ১৮২টি আসন ও লোকসভায় ২২টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন। বিধানসভায় অন্তত একশজন প্রার্থীই নতুন মুখ এবং তাঁদের বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে ছাত্র ও যুব কর্মী ত্রিশজন। বিধানসভায় বাকি আঠারো এবং লোকসভায় আটটি আসনে প্রার্থীদের নাম তিন—চারদিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। গত বিধানসভায় নব কংগ্রেসের দশবার জন সদস্যকে এবার মনোনয়ন দেওয়া হয়নি বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত তিনি জানান, লোকসভার মুরশিদাবাদ আসনে তাঁরা সৈয়দ কাজেম আলি মিরজাকে সমর্থন করবেন। মিরজা সাহেবের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁদের নির্বাচনী বোঝাপড়া হয়েছে।

নব কংগ্রেস বিধানসভার বরানগর কেন্দ্রে প্রার্থী দিচ্ছে না। ওই কেন্দ্রে ইউ এল এফ-এর পক্ষে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং আট-পারটি জোটের তরফে স্থানীয় সি পি আই নেতা শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে স্থির হয়েছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তবে কি নব কংগ্রেস এই কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থীকে সমর্থন করবে? বিজয়বাবুর উত্তর—না। যেসব কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী থাকবে—না, সেখানে সি পি এম, আদি কংগ্রেস ও জনসংঘের মত উগ্রপন্থী বা দক্ষিণপন্থী দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁরা ভোটদাতাদের অনুরোধ করবেন। মেদিনীপুরের

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

> **দুই কংগ্রেসের জন্য নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ**
>
> **নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি**—নির্বাচন কমিশন নব কংগ্রেসের জন্য 'সবৎসা গাভী' নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করেছেন। আদি কংগ্রেসের প্রতীক নির্দিষ্ট হয়েছে 'চরকা হাতে মহিলা'।
>
> সুপ্রিম কোরট 'জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ' প্রতীক চিহ্নটি নব কংগ্রেসের জন্য নির্দিষ্ট করা থেকে বিরত থাকার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন সিদ্ধান্ত।
>
> —পি টি আই

শ্রীমতী গান্ধীর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সন্ধ্যায় চণ্ডীগড় থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে এসেছেন।

—ইউ এন আই

আলাউদ্দিন খাঁ ও উদয়শংকর পদ্মবিভূষণ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে ৬ জনকে 'পদ্মবিভূষণ' রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন—আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা, সংগীত শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শংকর।

এ বছর কাউকেই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারত-রত্ন' দেওয়া হয়নি। ৪১ জনকে 'পদ্মভূষণ' এবং ৮২ জনকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

যাঁরা পদ্মভূষণ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—সংগীতশিল্পী ডি কে পট্টমমাল গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, এম এস আয়ার এবং আমীর খাঁ। সাহিত্যিক ভগবতীচরণ ভার্মা জৈনেন্দ্রকুমার জৈন, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, কবি নামাক্কল, রামলিঙ্গম পিল্লাই, কথাকলি নৃত্যশিল্পী পি কে কুঞ্জুকুরুপ, ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী আর কে লক্ষ্মণ সাংবাদিক কে এম চেরিয়ান এবং শিক্ষাবিদ সুরেশ ভান।

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য
আমাদের
সঞ্চয় পরিকল্পনায়
যোগ দিন

দি
পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং, লিঃ
স্থাপিত ১৯৩২
রেজিস্টার্ড অফিস:
পিয়ারলেস হাউস
৫/২ ফকির দে লেন • কলিকাতা-১২

ইতিমধ্যেই ৭০,০০০-এর অধিক ব্যক্তি
আমাদের সহজ ও নিরাপদ
সঞ্চয় পরিকল্পনায়
যোগদান করিয়াছেন।

বিশদ বিবরণ ও লাভজনক এজেন্সীর শর্তাদির জন্য
কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে চিঠি লিখুন

আনন্দ বাজার পত্রিকা

(বিমান মাশুল অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O.

কর্মখালি

বাংলা পাকা খাতা লেখার জন্য ১৫।২০ বৎসরের অভিজ্ঞ সরকার আবশ্যক। আবেদনপত্র সহ জানুয়ারী মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন ২টা হইতে ৫টার মধ্যে (শনি ও রবিবার ছাড়া)। এম গড়ইন এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ১৭৭বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ৭। (৬৮০৪)

৪।৫ বৎসরের অভিজ্ঞ একজন ক্যাপস্টেনম্যান ও ডাইসম্যান চাই। বেলা ৩ হইতে ৫টা। দাসবাবু, ৩বি হলধর বর্ধন লেন, বহুবাজার, কলিকাতা-১২। (সি ৭১৬৮)

উপযুক্ত বেতনে ২ জন গ্র্যাজুঃ আবাসিক ৩০-এর ঊর্ধ্ব বয়স্কা অভিজ্ঞা মহিলা বোর্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সত্বর আবশ্যক। বক্স নং ৭০৫৯ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৫৫)

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ মহিলার সেবা ও সংসারের কাজে ভদ্রমহিলা আবশ্যক। মিসেস রায়চৌধুরী, ৯৫নং মিডিল রোড, কলি-১৪। (সি ৭১৮৯)

চাই:—দমদম মিউনিসিপ্যালিটির জন্য স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ৯-৪-৩৪ তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং ১৪৭০-এম অনুসারে যোগ্যতা এবং সরকার কর্তৃক ফুড ইন্সপেক্টররূপে নিযুক্ত হইবারও যোগ্যতা থাকা চাই। বেতনক্রম ১১৫-৫-১৪০-৬-২০০,-যোঃ বাঃ-৮-২৪০, টাকা তদুপরি প্রদেয় মহার্ঘ ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা। বয়স—৩০ এবং ৪০ বৎসরের মধ্যে, উত্তম স্বাস্থ্যসম্পন্ন হওয়া চাই। মিউনিসিপ্যাল চাকরীতে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। মনোনীত [illegible]

[illegible]

উল্লেখে ২৮-১-৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন করুন: সেক্রেটারি, দুর্গাপুর গার্লস হাই স্কুল, দুর্গাপুর-২, জেলা বর্ধমান। অন্যভাবে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ইত্যাদি হইলে যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। (৭০৮১)

এজেন্ট ক্যানভাসার্স

চাই—১৩৭৮ বাংলা সনের ক্যালেণ্ডারের জন্য আকর্ষণীয় কমিশনে এজেন্ট। আসাম বেঙ্গল ক্যালেণ্ডার কোং, বি-১৩, বাবুবাজার, গৌহাটি। (সি ৭২০১)

অভিনেতা-অভিনেত্রী

পরিচালকের নিকট ১ বৎসর শিক্ষান্তে নূতন ছবিতে নায়ক নায়িকা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ। ভর্তি বিকাল ৫—৭টা, "সি ডি এস," রঙমহলের বহির্ভাগস্থ দ্বিতল। (সি ৭০১৯)

মেদিনীপুরের বিপ্লবী কাহিনী অবলম্বনে বাংলা চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাই। লিখুন বক্স নং ৭০১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯০৮)

কর্মপ্রার্থী

অঙ্কের অধ্যাপক। অঙ্কে ডবল এম এস-সি। হাঃ সেঃ, প্রি ইউ, অনার্স ও এম এস-সি পড়াবেন। বক্স নং ৭০৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৫৭)

প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বি এস-সি অঙ্কে অনার্স, হাঃ সেঃ স্কুল শিক্ষক। হাঃ সেঃ প্রি ইউঃ ছাত্রদের দায়িত্ব সহ পড়াই। সুজিত গুহঠাকুরতা, ৪৫বি, গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৬৯০৮)

ইংরেজী ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষারতদের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ অনার্সসহ এম-এ টিউশনি চান। ফোন—৪৬-৩৭৭০। (সি ৬৯৫৩)

সংস্কৃত ছাড়া একাদশ পর্যন্ত (কলা) পাশের দায়িত্বে টিউসন চাই, বক্স নং ৬৯৪৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০৩)

আশ্রয়প্রার্থী

এম কম ছাত্র, থাকা খাওয়ার বিনিময়ে ভাইবোনদের পড়াই। বক্স নং ৭১৩৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। [illegible]

[illegible]

অফিস-গুদাম-দোকান

পূর্ণ সিনেমার পিছনে গুদাম, অফিসের উপযোগী ১১'×১০' ঘর ভাড়া। ব্যানার্জি, ১১বি, কালীঘাট রোড। ফোন: ৪৭-৬৭১৫ (সি ৬৯৩৫)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

গৃহ নির্মাণের যাবতীয় কাজের জন্য—মেসার্স অজিতকুমার নায়ক এণ্ড কোং ১৪নং নবীন দত্ত রো, কলিকাতা-১২। ৩৫-০৮০২ (৭০৫৭এ)

হালতু রামলাল বাজারে উত্তম পরিবেশে ৩ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। ব্যাংক, বাজার, বাস আধ মিনিট। সত্বর যোগাযোগ করুন। ঠিকানা—কে এন সরকার, ২৩নং গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-১৪। (সি ৭০৯৬)

বাড়ী-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

উত্তর কলিকাতায় ১০/১২ কামরা যুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ী ভাড়া অথবা খরিদ করিতে চাই। এ সি কেমিক্যালস (রিপোনেক্স) ৮২/২/ই, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪। (৭২০৪এ)

বড় একখানি ঘর, পৃথক কল, পায়খানা ও রান্নাঘর। সরকারী চাকুরীয়া ছোট পরিবার বাঞ্ছনীয়। বিশ্বাস। ২২ই, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা-৩০। (৭২০২এ)

মধ্য কলিকাতায় কম-বেশী ১০০্‌ দুই কামরার ঘর/ফ্ল্যাট আবশ্যক। (৩৫-৮৯৩৪)। বক্স নং ৭০৬১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৯৫৮)

পাইকপাড়ায় দ্বিতলে মাসিক ২৫০্‌ টাকায় চার ঘরের মোজেক ফ্ল্যাট। ২৪ ঘণ্টা জল। ফোন: ৫৬-২৫১৩। (৪৯৬২ এ)

ব্যক্তিগত

বৃহস্পতিবার ও রবিবার বাদে নিউ আলিপুরের ব্লক 'ও' হইতে সেন্ট জেভিয়ার্সে আসা-যাওয়ার জন্য (সকাল ৯টা ও বেলা ৩টায়) কার-লিফট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ফোন নং ৪৫-৪৩১১। (সি ৭৩১০)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

বাপি (বিদ্যুৎ), যেখানে থাক শীঘ্র ফিরে এসো, মা খুব অসুস্থ, পরে আপশোস [illegible]

[illegible]

পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, তিন কন্যা, জামাতাগণ, সাতটি নাতি-নাতনী ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন এবং গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। মাত্র অল্পদিন পূর্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। (সি ৭১৪৮)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

প্রকাশিত হয়েছে রাশিবিচার ১৯৭১ সাল, কেমন যাবে? দাম এক টাকা, ভট্টাচার্য, ৪৩, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলি-৪। (সি ৭১৫০)

ওঁ কামাখ্যামাতা আশ্রম
নাগাসন্ন্যাসীপ্রদত্ত অমূল্যরত্ন দান

বিশ্বাস হারিয়েছেন? মানসিক, সাংসারিক অশান্তি? চাকুরিস্থলে ব্যবসায়ে শত্রু বৃদ্ধি? সমাধানের জন্য সাক্ষাৎ করুন।

বেতাল সিদ্ধতান্ত্রিকাচার্য পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ, ১বি, কুটেগার ক্যাশল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬—ভক্তবৃন্দ। (সি ৬৬৬৫)

মোটর কার-লরী

আলফা মোটর ট্রেনিং স্কুল

মোটর চালনা শিক্ষা যে কোন সময়ে ভর্তি। অবসর সময়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। ৬০এ, গরচা রোড, কলিঃ-১৯, ফোন: ৪৭-৭০৭৯, ৪৭-২৯৫৫। (সি ৬৭৯৬)

পশুপক্ষী

একদিনের লেগহর্ন, রোডস, অস্ট্রালোপ মুরগীর বাচ্চা বিক্রয়। হোম পোলট্রি ফার্ম, ২৪০ নেতাজী কলোনী, বরানগর, টবিন রোড, কলিকাতা-৫০। (সি ৭৩৪২)

সঙ্গীত-কলা

কাজী অনিরুদ্ধের শিষ্যা শর্মিষ্ঠা বর্মন গীটার শেখাতে চান। ২৪১এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-৬। (সি ৬৯১৯)

টিসপতক গীটার কোর্সে ও এ্যাকোর্ডিয়ানে ভর্তি চলছে। ১৪/১বি, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৯। (ঠনঠনিয়া কালীতলা), ৩৪-১২২৭। (সি ৭০৮৫)

বেতার/এইচ এম ভি রেকর্ডের সুগায়ক সপ্তাহে একদিন শিক্ষার্থীর বাড়ীতে যাইয়া মাসিক ৪০্‌ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখান, বক্স নং ৬৪৭৪, আনন্দবাজার [illegible]

[illegible]

ভ্রমণচঞ্চু ॥ পশুপতিনাথ ২০০্‌ দাক্ষিণাত্য। বৃন্দাবন-দ্বারিকা-রাজস্থান-সৌরাষ্ট্র-দাক্ষিণাত্য। ভ্রমণচঞ্চু, ১০/১৯ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। (শিয়ালদহ) তিনতলা, কলি-৯। (সি ৬৯৬৬)

ক্রয়-বিক্রয়

চাই—জমি, বাড়ী, বাগান, সম্পত্তি, ব্যবসা, স্কুটার, [illegible] দোকান, ফার্নিচার। [illegible] আনন্দবাজার, কলি-১ (সি ৬৯০৪)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

সিনেমা পত্রিকা রূপসীতে কবিতা পাঠান। পরিমল দাস, পোঃ দিগনগর, জেঃ নদীয়া। (৭০২০)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

আগামী ৭-২-৭১ বড়িশা প্রাইমারী (কেঃ কেঃ রায়চৌধুরী রোড) স্কুলের পরিচালক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ভোটার তালিকা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য সূচী বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে দেখুন। —প্রধান শিক্ষিকা—হেমলতা মণ্ডল। (সি ৭১৮৮)

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ
মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ

পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত ৩টি কলেজই বন্ধ থাকিবে এবং ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান আপাততঃ স্থগিত থাকিবে। (৭২০৩)

নলগোড়াধাম বৈকুণ্ঠ বিদ্যাপীঠ

পোঃ সোনাটিকরী (জয়নগর) ২৪ পরগণা। কলকাতা থেকে ৪০ মাইল দূরে কলা ও বিজ্ঞানে উচ্চতর আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি চলছে। পাশের হার ১০০%। বোর্ডিংয়ের খরচ অল্প। (৭০৮৩)

প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ
গোল পার্ক, কলি-১৯

প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল পদত্যাগ করায় এবং কয়েকজন শিক্ষক ছুটি লওয়ায় পুনর্ব্যবস্থা সাপেক্ষে পুনরায় নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ থাকবে।

পি ইউ প্রার্থীদের (রেগুলার এবং কলেজ-য়ল) নিকট হইতে কলিকাতা [illegible]

[illegible]

নীলাম

জুয়েলারী নীলাম

আগামী বৃহস্পতিবার, বেলা দুই ঘটিকায় সাল টরস, মেসার্স শশীশেখর ব্যানার্জী কোম্পানীর অফিসে, ৬ ওল্ড কোর্ট হাউস অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা, হীরা-পান্নার মূল্যবান জড়োয়া গহনা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে। কল্য বুধবার, বেলা দুইটা হইতে জিনিস দেখা যাইবে। (সি ৭১৭৫)

নোটিস

নোটিস

কালনা মিউনিসিপ্যালিটির ফেরীঘাট ইজারা বিলি এক বৎসরের জন্য ১।৪।৭১ হইতে ৩১।৩।৭২ নিয়মাবলী অফিসে দ্রষ্টব্য। ইজারা বিলির তারিখ ১৫।২।৭১ সোমবার অপরাহ্ন দুই ঘটিকা।

চেয়ারম্যান
কালনা মিউনিসিপ্যালিটি।
(৭০৮৫)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

১৯৭০ সালের ৩৫নং টেণ্ডার নোটিস (দফা নং ১) বাতিল করা সম্পর্কে

নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ১টি নলকূপ ১৫০ এম এম ব্যাস ৮০ এম পর্যন্ত গভীর এর বোরিং এর জন্য আহূত টেণ্ডার, যাহা ৩-২-৭১ তারিখে খোলার কথা ছিল, তাহা এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

চীফ এঞ্জিনীয়ার (কন)
জি ১০।৯এ।পি আর ও।কনস—৫৪
(৭২২৯)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস ট্রাফিকের বুকিং

১। আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে অন্যান্য গন্তব্য স্থানের জন্য 'স্মলস' ট্রাফিকের বুকিং-এর উপর আরোপিত বিধিনিষেধ [illegible]

[illegible]

টেণ্ডার

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অফিস: হাওড়া সার্কেল:
১, হেস্টিংস স্ট্রীট (৮ম তল), কলিকাতা-১

টেণ্ডার নোটিস

বিষয়: ডিজেল জেনারেটিং সেট ক্রয়

উত্তরবঙ্গের বর্তমান ডিজেল পাওয়ার হাউসগুলির শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নোক্ত ক্যাপাসিটির নূতন বা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড এ সি ৩-ফেজ ৫০ সাইকলস ডিজেল জেনারেটিং সেট ক্রয়ের নিমিত্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

ক। ১০০০-১৫০০ কে ডবলিউ দুইটি—একই প্রকার সেট বাঞ্ছনীয়

খ। ৫০০—৭৫০ কে ডবলিউ দুইটি বা ততোধিক একই প্রকার সেট বাঞ্ছনীয়

প্রদত্ত সেটগুলি সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হওয়া চাই, নিখুঁত চালু অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়, এইরূপ এবং লাইট ডিজেল তেলে চলে, এইরূপ স্লো বা মিডিয়াম স্পীড টাইপ চাই।

অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে, অপেক্ষাকৃত হাল সময়ে প্রস্তুত বা অপেক্ষাকৃত কম ঘণ্টা চলিয়াছে, এইরূপ এবং এক বৎসরের জন্য সেটগুলি রক্ষণাবেক্ষণের মতো যথেষ্ট স্পেয়ার আছে, এইরূপ সেটকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

টেণ্ডারে প্রাপ্তব্য সেটের সংখ্যা, বর্তমানে সেটগুলি যে স্থানে আছে, প্রত্যেক সেটের মূল্য, ক্যাপাসিটি জেনারেশন ভোল্টেজ, প্রস্তুত হওয়ার বা প্রথম সংস্থাপনের বৎসর, হাল সময় পর্যন্ত মোট কত ঘণ্টা চলিয়াছে, সেটটির অবস্থা, এঞ্জিনের ধরন ও মেক, অল্টারনেটর, এক্সাইটার সুইচ গীয়ার, কাপলিং ট্রান্সফর্মার (যদি থাকে) স্পেয়ার্স পাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহার মূল্য এবং অন্যান্য বিবরণ থাকা চাই।

টেণ্ডারদাতা আমাদের পুরাপুরি সন্তুষ্টিমত সেটটি দেখার এবং বিনা [illegible]

[illegible]

হইবে, অন্যথা তাহাদিগকে টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না। উপরোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত তাঁহার অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৩৫৪(২) আই পি আর/এ/৭১
(৭২২৩)

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

দুর্গাপুর ডিভিশন
দুর্গাপুর-১১

টেণ্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ডেঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দুর্গাপুর ডিভিশন, মুচিপাড়া, দুর্গাপুর-১১ কর্তৃক প্রকৃত, সঙ্গতিপন্ন এবং ইলেকট্রিক্যাল সংস্থাপনের কাজ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ইস্যু করা কণ্ট্রাক্টর্স লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ 'এ' শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে এতদ্দ্বারা সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য পাওয়া গেলে (অফেরতযোগ্য) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত অফিসের স্বাভাবিক কাজের সময় যোগ্য দরখাস্তকারীদিগকে ডেঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)-এর অফিস হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় ১৭-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা। ঐ দিন বেলা ৩-৩০টায় উক্ত অফিসে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্রের জন্য দরখাস্ত করার সময় টেণ্ডারদাতাদিগকে অতীতে তাঁহারা যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট বিবরণ দিতে হইবে। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন/সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার [illegible]

[illegible]

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

ডালিভেরার ১১৭ রান

ইংলনডের ইনিংস ৩৯২ রানে শেষ

মেলবোরন, ২৫ জানুয়ারি—ইংলনড-অসট্রেলিয়া পঞ্চম টেসট ম্যাচের চতুর্থ দিনে ইংলনড তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৯২ রান করে সকলে আউট হয়ে যায়। ডালিভেরা ১১৭ রানে আউট হন। ১০১ রানে এগিয়ে থেকে অসট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৭০ রান করলে দিনের খেলা শেষ হয়।

ইংলনড শনিবার ৪ উইকেটে ২৫৮ রান করেছিল। ডালিভেরা ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন। আজ তিনি সেনচুরি করে মধ্যাহ্নভোজের আগে ১১৭ রানে আউট হয়ে যান। বিরতির সময় ইংলনডের ৬ উইকেটে ৩৪৩ রান ওঠে। ইলিংওয়ারথ ৪১ রানে আউট হন। ডালিভেরার এটি পঞ্চম টেসট সেনচুরি এবং এ সফরে প্রথম। তিনি ৩০৩ মিনিট খেলেন। তাঁর শতরানের মধ্যে ১টি ওভারবাউনডারি ও ৯টি বাউনডারি আছে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির ঠিক আগে টমসনের বল হুক করতে গিয়ে ঠিকমতন মারতে পারেন না। উইকেটরক্ষক মারসের হাতে ক্যাচ তুলে আউট হন।

স্কোর

অসট্রেলিয়া ১ম ইনিংস—
৯ উইকেটে ৪৯৩ ডিক্লেয়ার

ইংলনড ১ম ইনিংস

জি বয়কট ক রেডপাথ ব টমসন	১২
বি লাকহারসট ব ওয়ালটারস	১০৯
জে এডরিচ ক মারস ব টমসন	৯
এম সি কাউড্রে ক ও ব গ্লীসন	১৩
বি ডালিভেরা ক মারস ব টমসন	১১৭
আর ইলিংওয়ারথ ক রেডপাথ ব গ্লীসন	৪১
এ নট এল বি ডবলিউ ব স্টাকপোল	১৯
জে স্নো ব আই চ্যাপেল	১
পি লেভার রান আউট	১৯
ডি আনডারউড ক ও ব গ্লীসন	৫
আর উইলিস নঃ আঃ	৫
অতিরিক্ত	৪২
(মোট)	৩৯২

অসট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস

বিল লরি নট আউট	৩৯
স্টাকপোল ক নট ব উইলিশ	১৮
আই চ্যাপেল নট আউট	৪
অতিরিক্ত	৯
মোট (১ উইঃ)	৭০

বোলিং:—স্নো ৭-৪-৬-০; লেভার ৬-১-১৪-০; উইলিশ ৬-১-২০-১; আনডারউড ৭-০-২১-০। —রয়টার

আই এফ এ সম্পাদক পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেছেন

স্টাফ রিপোরটার

আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সোমবার আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীর সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত জানা গিয়েছে। আই এফ এ-র সভাপতি এবং সভ্যগণের অনুরোধে শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছেন।

রুমানিয়ার ফুটবল টীম এ বছর ১লা ফেব্রুয়ারি ভারতে আসবে বলে এ আই এফ এফ-এর বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে আরও জানা যায়, তারা বিভিন্ন টীমের সঙ্গে আঞ্চলিক প্রথায় খেলবে। উক্ত টীমের খেলা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কলকাতায় খেলা হবে কিনা তা জানা যায়নি।

এ বছরে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা তামিলনাড়ুতে ১৪ এপ্রিল থেকে আরম্ভ হবে বলে জানা গিয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোরটস ক্লাবের বার্ষিক ক্রিকেট ম্যাচে যোগদানকারী খেলোয়াড়রা। —নিজস্ব চিত্র

লাকহারসটের আঙ্গুলে চোট ষষ্ঠ টেসটে খেলতে পারবেন না

মেলবোরন, ২৫ জানুয়ারি—ইংলনডের ওপনিং ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লাকহারসটের হাতের আঙ্গুলে গত শনিবার চোট লাগে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাঁর বাঁহাতের কড়ে আঙ্গুলটি ভেঙে গেছে। শুক্রবার থেকে এডিলেডে যে ষষ্ঠ টেসট ম্যাচ শুরু হবে তাতে তিনি খেলতে পারবেন না। —রয়টার

৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা

ইয়োথস এ সিংএর পরিচালনায় পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা ২৬ জানুয়ারি। (১৭ বাগমারী লেন) বাগমারী সি আই টি বিল্ডিং, কল-৫৪।

সিংহল বাসকেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য বাংলা টীম ১১ ফেবরুয়ারি রওনা হবে

স্টাফ রিপোরটার

সিংহল বাসকেট বল এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাসকেট বল পুরুষ ও মহিলা সিংহল বাসকেট বল চ্যামপিয়ানসিপে যোগ দেওয়ার জন্য ১১ ফেবরুয়ারি সিংহল অভিমুখে যাত্রা করবে। পুরুষ দলের সুকুমার চ্যাটারজি ও মহিলা দলে লীনডা ফাটারডো অধিনায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন। পুরুষ দলে এস কে ঘোষ ও মহিলা দলে রামনাথ মুদগল কোচ নির্বাচিত হয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীঅসিত মজুমদার ম্যানেজার হিসাবে সঙ্গে যাচ্ছেন।

পুরুষ: সুকুমার চ্যাটারজি; পি ভৌমিক, পি পি চ্যাটারজি, কে রায়, ইউ মজুমদার, পি কে ঝুনঝুনওয়ালা, কে কে ঝা, কে এল সানথালিয়া, যশওয়ান্ত সিং, কৃষ্ণমূর্তি, প্রদীপ সেন ও মোহন রাজন।

মহিলা: লীনডা ফাটারডো; জে পেজ, পি কাউর, এস কনট্রাকটার, টি কাউর, আর আয়েঙ্গার, ই কারনিরো, কে দাস, জে শেঠ, এন টাটা, জি চুড়মল।

এস মান্না

কলকাতা রেস

অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী ॥ হাপেন্নী এফেয়ার, গুরুমিত
২য় বাজী ॥ ভিনেটি, প্রেশাস
৩য় বাজী ॥ বালামবিকা, শেরামলি
৪র্থ বাজী ॥ হাই এ্যাডমিরাল, ব্রাইট জেম (ফ্লুক : ড্রামার)
৫ম বাজী ॥ পুশি গ্যালোর, রাইজিং স্টার (ফ্লুক : ফ্লাইং সসার)
৬ষ্ঠ বাজী ॥ এভারেস্ট, মণ্টানা (ফ্লুক : অমৃতা)

আজকের পক্ষীরাজ
বালামবিকা

রেস আরম্ভ বেলা ২টোয়।

মারডেকা ফুটবল

পশ্চিম অসট্রেলিয়ার পরিবর্তে ইরানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে

কুয়ালালামপুর, ২৪ জানুয়ারি—মালয়েশিয়ার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আগামী মারডেকা ফুট প্রতিযোগিতায় পশ্চিম অসট্রেলিয়ার পরিবর্তে ইরানকে আমন্ত্রণ জানাবেন বলে স্থির করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কোক কিন কেং ঘোষণা করেছেন যে, জাতীয় দলগুলিকেই একমাত্র মারডেকা ফুটবলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হবে। অন্যান্য যে সব জাতীয় দল আমন্ত্রিত হবে বলে স্থির হয়েছে সেগুলো হল বরমা, ভারত, ইনদোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। —রয়টার

লেভার এপর্যন্ত ৬০ হাজার ডলার পেয়েছেন

ডেটরয়েট, ২৫ জানুয়ারি—লেভার ১০ হাজার ডলার পেলেন। গতকাল অসট্রেলিয়ার রড লেভার ৬—৭, ৬—৭, ৬—২, ৬—২, ৬—২ সেটে হল্যানডের টম ওকারকে পরাজিত করেন। ২১০,০০০ ডলার সিরিজে লেভার এপর্যন্ত ৬০,০০০ ডলার পেয়েছেন। এই সিরিজে লেভার যদি অপরাজিত থাকেন তাহলে ১৭০,০০০ ডলার জিততে পারতেন। —এ এফ পি

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে ভারত যোগ দেবে

আমেদাবাদ, ২৪ জানুয়ারি—আগামী ৪ থেকে ৬ এপ্রিল সিংহলে যে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভারত যোগদান করবে বলে স্থির হয়েছে। অ্যাথলেট নির্বাচনের ব্যাপারে সদ্য অনুষ্ঠিত আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকসের ফলাফল বিবেচনা করা হবে বলে এ এফ আই-র সভাপতি পি কে মাথুর জানিয়েছেন।

২২০ গজ দৌড়ে বিশ্ব রেকরড

নিউ মেকসিকো—২৪ জানুয়ারি—২২০ গজ দৌড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রবার্ট টেইলর ২১.৬ সেকেন্ডে বিশ্ব রেকরড করেন। কিন্তু এই দৌড়টির মোট দূরত্ব ছিল ৩০০ গজ, ২২০ গজের দূরত্ব নিয়ে রবার্ট রেকরড করেছেন। ১৯৩৬ সালে আমেরিকার টেড এলিসন ২২.২ সেকেন্ডে রেকরড করেছিলেন। —রয়টার

অর্ডার দিলেই পাওয়া যাবে

ক্রমবর্দ্ধমান এবং জরুরী চাহিদা এবং ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে "ভারতী" প্রিন্টিং, পেপার কাটিং এবং পার্ফোরেটিং মেসিনের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। ভারতের যে কোনো ছাপাখানায় "ভারতী" আজও নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসনের দাবী দৃঢ়তার সঙ্গেই করে।

'ভারতী' প্রিন্টিং মেসিন:
ট্রেডল মেসিন — হাফ ডিমাই (৩০৪·৮মি.মি. × ৪৫৭·২মি.মি.) হাফ ডিমাই নবরূপায়ন (৩০৪·৮ মি.মি. × ৪৫৭·২ মি.মি.), হাফ ক্রাউন (২৫৪ মি.মি. × ৩৮১ মি.মি.), হাফ ক্রাউন ট্রাই কলার সিলিণ্ডার ইংকিং (২৫৪ মি.মি. × ৩৮১ মি.মি.), হাফ ফুলস্কেপ (২০৩.২মি.মি. × ৩০৪.৮মি.মি.); ওয়ান সিক্সথ ডিমাই (১৭৭.৮মি.মি. × ২৫৪ মি.মি.) এবং ফ্ল্যাট মেসিন — ডিমাই (৪৫৭.২ মি.মি. × ৫৫৮.৮ মি.মি.) ও (৪৫৭.২ মি.মি. × ৬০৯.৬ মি.মি.)

'ভারতী' পেপার কাটিং মেসিন: রোটারি (৫০৮ মি.মি.) এবং (৭১১.২ মি.মি.)

'ভারতী' পার্ফোরেটিং মেসিন (৪৫৭.২ মি.মি.)

ভারতী
প্রিন্টিং মেসিনস্

দি ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিমিটেড
দাশনগর, হাওড়া
টেলিফোন: ৬৬-৪৫২১(৮ লাইন), টেলিগ্রাম: ATLAWABRIZ

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে

স্মরণ করুন সেই সব আর্ত্ত রোগীদের—
যাঁরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে "রক্ত সঞ্চালনের" অপেক্ষায় রয়েছেন।
আপনার রক্ত দান ক'রে একটি জীবন বাঁচিয়ে তুলুন
কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাংক (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কলিকাতা—১২
কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাংকের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

এস মান্না, ক্লডিয়াস, কমলজিৎ, বিশ্বনাথ ও চাঁদগীরাম — পদ্মশ্রী

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পাঁচজন কৃতী ক্রীড়াবিদকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের প্রথম অধিনায়ক বাংলার শৈলেন মান্না, রোম অলিম্পিকে অধিনায়ক বাংলার লেসলী ক্লডিয়াস, উদীয়মান পানজাবের অ্যাথলীট কমলজিৎ সাধু, মহীশূরের তরুণ ক্রিকেটার বিশ্বনাথ ও দিল্লির খ্যাতনামা মল্লযোদ্ধা চাঁদগীরাম।

শৈলেন মান্না—শুধু বাংলা কেন ভারতের ফুটবল রসিকদের কাছে এককালে শৈলেন মান্নার নাম ছিল সবাই-এর প্রিয়। দীর্ঘাকৃতি মান্না ছিলেন দুর্ধর্ষ ফুলব্যাক। ১৯৫০ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হন। তাঁরই নেতৃত্বে দিল্লিতে সর্বপ্রথম ভারত প্রথম এশিয়ান গেমসে ফুটবল চ্যামপিয়ন হয়। তাঁর প্রথম ক্লাব হাওড়া ইউনিয়ন। সেখান থেকে সুনাম অর্জন করে মোহনবাগান ক্লাবে চলে আসেন এবং বহু বছর মোহনবাগানে একনাগাড়ে খেলে যান। বহু স্মরণীয় ফুটবল ম্যাচের বীর যোদ্ধা এক বছর আগে মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক ছিলেন।

লেসলী ক্লডিয়াস—ভারতের অলিম্পিক হকি অধিনায়কদের মধ্যে লেসলী ক্লডিয়াসই একমাত্র খেলোয়াড় অধিনায়ক হিসাবে যাঁর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সম্মানের ভাগ্যও জড়িত হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সবাই খেতাব পেয়েছেন। সম্ভবত রোম অলিম্পিকে হকি ফাইনালে ভারত পরাজয় স্বীকার করেছিল বলেই অধিনায়ক ক্লডিয়াসের দাবি এতদিন উপেক্ষিত হয়েছে। এবার তাঁর ভাগ্যেও পদ্মশ্রী খেতাব জুটল।

লেসলি ক্লডিয়াস

বি এন আর খড়্গপুর ক্লাব থেকে তাঁর প্রথম শ্রেণীর হকি খেলা শুরু। এর পর তিনি কাসটমসে বহু বছর খেলেছেন এবং সেখানেই খেলা শেষ করেছেন। হকিই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান।

কমলজিৎ সাধু—চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোসট গ্রাজুয়েট ছাত্রী কমলজিৎ সাধুই ভারতের প্রথম মেয়ে অ্যাথলীট যিনি বিদেশ থেকে সোনা নিয়ে ফিরেছেন।

ব্যাংককের বিগত এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটার দৌড়ে কমলজিৎ প্রথম স্থান অধিকার করে সোনার পদক পান। এর আগে ভারতের কোনো মেয়ে বিদেশ থেকে অ্যাথলেটিকসের স্বর্ণপদক আনতে পারেননি।

আমেদাবাদে সদ্যসমাপ্ত আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকসেও কমলজিৎ সাধু ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকরড করেছেন।

কমলজিৎ সাধু

জি আর বিশ্বনাথ—মহীশূরের ২১ বছর বয়সী উদীয়মান ক্রিকেটার জি আর বিশ্বনাথ এবার ওয়েসট ইনডিজ সফরে ভারতীয় দলে ব্যাটসম্যান হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। গত বছর অসট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বনাথকে সর্বপ্রথম মনোনীত করা হয়। তিনি একটি সেনচুরি (১৩৭) দুবার ৫০-এর বেশী রান করে ক্রিকেট মহলে সুনাম অর্জন করেন। কব্জির জোরে তাঁর ড্রাইভ দেখার মতন। এ ছাড়া ক্লোজ ফিলডার হিসাবেও সুনাম আছে। বিশ্ব ক্রিকেটে টেসট খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই যাঁরা সেনচুরি করেছেন বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম।

বিশ্বনাথ

চাঁদগীরাম—ব্যাংকক গেমসে স্বর্ণপদকের অধিকারী চাঁদগীরাম ভারতীয় মল্লযোদ্ধা হিসাবে বিদেশে সুনাম কিনেছেন। এডমনডে চাঁদগীরামের পারদর্শিতাও উল্লেখযোগ্য। এবার তিনি 'ভারতকেশরী' আখ্যা লাভ করেছেন।

টেণ্ডার

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

"পাঞ্চেটে মাটির মূল বাঁধের ভাটির দিকে বাঁধের মধ্য দিয়া জল চোয়ানো রোধ করিবার জন্য রক্ষণমূলক ব্যবস্থা" কাজের নিমিত্ত ডি ভি সি-এর পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পাঞ্চেট ডিভিসন, ডি ভি সি, পোঃ অঃ পাঞ্চেট ড্যাম, জেলা ধানবাদ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ ও সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডি ভি সি-এর নির্ধারিত ফরমে পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা ৫-২-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উপস্থিত ঠিকাদারগণ বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে অবিলম্বে খোলা হইবে।

অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ আনুমানিক ২,১৩,৪৫১ টাকা এবং অনুমিত ব্যয়বরাদ্দের এক শতাংশ বায়না বাবদ জমা দিতে হইবে। সম্পাদিত অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ দাখিল করিয়া টেণ্ডার খোলার তারিখ ব্যতীত যে কোন কাজের দিনে বেলা ৩-৩০টার মধ্যে নগদে ১০ (দশ) টাকা (অফেরৎযোগ্য) আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র, ড্রইং, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য বাবদ টাকা মনি-অর্ডারযোগে গৃহীত হইবে না এবং টেণ্ডারের কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠানো যাইবে না। (৭০৩৪ এ)

ডাক ও তার বিভাগ

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, পি অ্যাণ্ড টি, সিভিল ডিভিসন নং ২, ৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১—কলিকাতার বড়বাজারে পোঃ অঃ বিল্ডিং নির্মাণ (এস এইচ: পাইল ক্যাপিং অ্যাণ্ড বেসমেন্ট) কাজের জন্য ১০-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ: ২,১৭,২৬৬ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৫,৪৩২ টাকা। ৮-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত ১৫ টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বিশদ বিবরণের জন্য ২৭-১-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল দ্রষ্টব্য।
ডি এ ভি পি—৭১০(৬১)/৭০ (৭১৪৪)

অর্ডন্যান্স ইকুইপমেণ্ট ফ্যাক্টরী, কানপুর

(ক) সোরিং কটন ১৬ টেক্স/৬ হোয়াইট (প্রতিটি ৯১৪ মিটারের টিউবে) পরিমাণ = ২০৮৫০ কিঃ মিঃ। (খ) সোয়িং কটন ২১ টেক্স/২ (২/২৮) আনব্লিচড পরিমাণ = ৪৬০৬ কিঃ মিঃ সম্পর্কে টেণ্ডার নং পি ভি/১০৪৬ খোলার তারিখ ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক ১৮-২-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
ডি এ ভি পি—৬৪৫(৪৮৬)/৭০ (৭২১১)

জাতীয় মহিলা হকির খেলা বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত

দিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—আজ জাতীয় মহিলা হকিতে তিনটি নির্দিষ্ট খেলা অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট খেলাগুলি ছিল দিল্লি : পেপসু; চণ্ডীগড় : মহাকোশল; বোম্বাই : মহীশূর।

মঙ্গলবারের খেলা

চণ্ডীগড় : মহাকোশল; বোম্বাই : মহীশূর; দিল্লি : পেপসু; মধ্যপ্রদেশ : পানজাব। —পি টি আই

হাওড়ায় ভলিবল প্রতিযোগিতা

শিবাজী সঙ্ঘ হাওড়া পরিচালিত নক-আউট ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণেচ্ছুক দলকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে জানানো যাইতেছে:—
১। বিজয়কুমার ধাড়া (৮৫ নরসিং দত্ত রোড, হাওড়া); ২। সুশীলকুমার ব্যানারজি (ভলিবল ফেডারেশন ময়দান)।

অকসন ব্রিজ

শান্তি ইনসটিটিউট পরিচালিত অকসন ব্রিজ প্রতিযোগিতা ২৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার বেলা ২॥টা ও ৫॥টায় খেলা হবে।

২৬।১এ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২—এই ঠিকানায় খেলা হবে।

মঙ্গলবারের ক্রিকেট খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

হোয়াইট বরডার : টালিগঞ্জ অগ্রগামী; মহমেডান স্পোরটিং : ভুকৈলাশ।

দ্বিতীয় ডিভিসন

বেহালা ফ্রেনডস : স্টার স্পোরটিং; ওয়াই এম সি এ (কলেজ শাখা) : শ্যামবাজার; বেলগাছিয়া : সিটি এ সি; জিমখানা : বেঙ্গল স্পোরটিং।

অন্ধদের দাবা খেলা

ইনদোর, ২৪ জানুয়ারি—অন্ধদের দাবা খেলা প্রতিযোগিতায় গুজরাটের অন্ধ খেলোয়াড় মনসুখলাল ঠক্কর বিজয়ী হয়েছেন। মেহসেনা আর মোহন দ্বিতীয় স্থানে এসেছেন।

মাইকেল মধুসূদন স্মরণসভায় শ্রদ্ধার্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোমবার সকালে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৪৭তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডস্থ কবির সমাধিস্থলের পাশে এক স্মরণ সভা হয়। সভায় কবির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতি মন্দির নির্মাণ ও সেই মন্দিরে মহাকাব্য সম্পর্কীয় গবেষণামূলক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব তোলা হয়। প্রস্তাব দুটি তোলেন ইনসটিটিউট অব এপিক স্টাডিজ ইনটার ন্যাশনাল সংস্থা। সভার সভাপতি মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, কলকাতা পৌর সংস্থা এ ব্যাপারে সাধ্যমতন চেষ্টা করবে। ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহও অনুরূপ আশ্বাস দেন। কবি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সর্বশ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মুকুট সর্বাধিকারী, কালীপদ ভট্টাচার্য। কাজী সব্যসাচী ও অন্যান্যরা কবিতা পাঠ করেন।

প্রারম্ভে কলকাতা পৌর সংস্থা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইনসটিটিউট অব এপিক স্টাডিজ প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ থেকে কবির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান স্থানীয় কাউনসিলার শ্রীবিভূতিরঞ্জন ভৌমিক।

আন্তঃ কলেজ নক আউট ক্রিকেট

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্তঃ কলেজ নক আউট ক্রিকেটের প্রথম রাউনডের খেলায় দমদম মতিঝিল কলেজ ২ উইকেটে সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য বিভাগকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউনডে উঠেছে। দমদম মতিঝিল কলেজকে পরের খেলায় রাজা পিয়ারীমোহন ও বঙ্গবাসী কলেজের বিজয়ীর সঙ্গে খেলতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য: ১০৪ (আর ঘোষ ২৩, জে গুহ ২৫ রানে ৬ উইঃ)।
দমদম মতিঝিল: ৮ উইঃ ১০৫ (ডি সেন ৩৫, আর চক্রবর্তী ১৪ রানে ৪ উইঃ)।

বেহালা শক্তিসংঘ স্কাউট

বেহালা শক্তি সংঘ স্কাউট গ্রুপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সরশুনায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডিগটারবিন রেস, কমপাসিং, টেনডারপ্যাড টেসট, সাউনড টেসট, গারল্যানডিং প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়।

'টেরিন' কি?

TERENE

একরকমের ফাইবার?
কাপড়?
ট্রেডমার্ক?
না কি তিনটেই?

'টেরিন'® হ'চ্ছে
কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (সংক্ষেপে ক্যাফি)—এর তৈরী ফাইবার-এর ট্রেডমার্ক। 'টেরিন' কাপড় নয়। 'টেরিন' ফাইবার থেকে তৈরী বিভিন্ন মিলের কাপড়ের মধ্যে যেগুলো উচ্চতম উৎকর্ষের মান অনুযায়ী তৈরী, সবচেয়ে টেকসই এবং ব্যবহারকারীকে সবদিকে সন্তুষ্ট করতে পারে, একমাত্র সে সব কাপড়ের ওপরেই 'টেরিন' ট্রেডমার্ক ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়।
যে কোন মিলের তৈরী হোক, কোন কাপড়ের ওপরে যখনই 'টেরিন' ট্রেডমার্ক দেখবেন, তখনই জানবেন যে, সে কাপড়ে উৎকর্ষের উচ্চতম মান বজায় আছে। সব দিকে—ফাইবার মেশাবার অনুপাতে, ভাঁজ নিরোধ করায়, পাকা রং-এ, বুনট-এ, সৌন্দর্যে। একটি ট্রেডমার্ক-এর পক্ষে এতগুলো বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়া সোজা কথা নয়। সে জন্যই এই ট্রেডমার্ক-এর কদর এত বেশী।

মিলের নাম যা-ই হোক
কাপড়ের ওপরে TERENE 'টেরিন' ট্রেডমার্ক দেখে নিতে ভুলবেন না

® ফাইবার প্রস্তুতকারক কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

AIYARS.CAFI.120 BN

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

মঙ্গলবার ১২ মাঘ, ১৩৭৭

প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হইবার পর ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের একুশটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। ছাব্বিশে জানুয়ারির আনুষ্ঠানিক হর্ষ ও উদ্দীপনা জাতীয় পরিণামের একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার বার্ষিক স্মরণোৎসব। ইহা জাতীয় চিত্তের আশা ও বিশ্বাসে অভিনন্দিত একটি আদর্শের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের ঘোষণাও বটে। কোন সন্দেহ নাই, দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতির মুক্তি-সংগ্রাম যে প্রেরণা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য লইয়া পরিচালিত হইয়াছিল, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তাহারই সুসংগত পরিণাম।

কিন্তু ইহা নিশ্চয় স্বীকৃত সত্য নহে যে, প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণ করাই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার এবং বিচার করিবার প্রয়োজন আছে, যাহাকে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার ঘটনা বলিয়া অভিনন্দিত করা হইতেছে তাহা সত্যই একটি প্রতিষ্ঠিত রূপায়িত ও বাস্তবায়িত সত্য হইয়া উঠিতে পারিয়াছে কি না। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রিক ও জাতিক জীবনের অবস্থাটাকে প্রজাতন্ত্রেরই সার্থক ও সফল অবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না, মনে করা উচিতও হইবে না। অপ্রিয় এবং দুঃখকর, অথচ অত্যন্ত বাস্তব সত্য এই যে, দেশের যাহারা জনসাধারণ তাহাদের চিন্তা আজ সংশয়াপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মনের সরল ও স্বাভাবিক প্রশ্নঃ ইহা যদি প্রজাতন্ত্রোচিত রাষ্ট্রিক জীবনের অবস্থা হয়, তবে অপ্রজাতন্ত্রোচিত অবস্থাটা কী?

প্রজাতন্ত্র কাহাকে বলে তাহা বিশ্বের বহু বিজ্ঞ মনস্বীর চিন্তার শাস্ত্রে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ সেই চিন্তাশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বের বিচার করিতে চাহে না। তাহারা প্রজাতন্ত্রের মাঙ্গলিক স্পর্শ মনে-প্রাণে অনুভব করিতে চাহে। কিন্তু অনুভব করিতে পারে নাই। প্রচারের পুস্তিকা অজস্র অঙ্ক ও পরিসংখ্যান লইয়া প্রমাণিত করিয়া দেয়, জনসাধারণের জীবন কত নূতন অধিকারে ও সুযোগে প্রসন্ন হইয়াছে। কিন্তু শত সমস্যায় অভিভূত ও বিব্রত জনজীবনে এইসব হর্ষমুখর প্রচার বস্তুত দুঃসহ পরিহাসের মুখরতা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। উন্নতি ও উন্নয়নের পাঁচ-দশটা ইস্পাত-কারখানা, নদীর বাঁধ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রাজতন্ত্রের, এমন কী সাম্রাজ্যতন্ত্রের কৃতিত্বেও রূপায়িত হইতে দেখা যায়। তাহা জনসাধারণের সার্বিক ও সামগ্রিক জীবনচর্যার মান-উন্নয়নের পরিচায়ক নহে। ভারতের জনজীবনে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের সফলতা এই ধরনের বৃহৎ বৈষয়িক কীর্তির হিসাব ও ফর্দের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে। উন্নয়নের ও সমৃদ্ধির বৈষয়িক কীর্তির সংখ্যা বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের রিক্ততা নিদারুণ হাহাকার ধ্বনিত করিয়া আরও মুখব্যাদান করিতেছে। ইহা প্রজাতন্ত্রোচিত অর্থনীতিক প্রয়াসের লক্ষণ নহে। যে উন্নতির সমষ্টিগত হইবার কথা, তাহা ব্যষ্টিগত হইয়াই চলিয়াছে।

দেশের রাজনীতিক দৃশ্যপট জনসাধারণের উদ্বেগ ও সংশয় আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন আসন্ন; এই বৎসরের ছাব্বিশে জানুয়ারির বাতাসে নির্বাচনী ব্যস্ততারও অনেক ধূলি উড়িবে। কিন্তু প্রত্যক্ষে প্রকট না হইলেও জনসাধারণের মন যেন ভীত ও সন্দিগ্ধ হইয়া এই নির্বাচনী ব্যস্ততার ধূলিঘটা লক্ষ্য করিতেছে। নির্বাচনে দলীয় ব্যস্ততার এমন অপরিচ্ছন্ন রূপ আগে কখনও দেখা যায় নাই। নীতির কথা, মতবাদ ও কর্মাদর্শের কথা কেহই উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত করিতে ছাড়িতেছেন না। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করিতেছে, দল বাঁধিবার ও ভাঙিবার মত্ততায় কেহই কোন নীতির কড়ি ধারিতেছেন না। যেন শাসন-প্রশাসনের ক্ষমতাময় আরামের গদিটি পাওয়াই একটি চরম প্রাপ্তি। জনসাধারণের শান্তি নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য রাজনীতিকের দলীয় উদ্দেশ্যের উগ্র তৎপরতার কাছে অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে। সরকারী নেতৃত্বের নিষ্ঠাও প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, জনজীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরকারী প্রতিজ্ঞার সিংহবিক্রম যেন ব্যর্থ হইবার আনন্দে গর্জন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় দেশের মানুষ প্রজাতন্ত্রের গৌরব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সংশয়ে যদি কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহা অস্বাভাবিক কিছু হইবে না। একুশ বৎসর আগে দেশের কেহ কি কোন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, হত্যার পর হত্যা নাগরিকের প্রাণকে রক্তাপ্লুত করিয়া পথের উপর ফেলিয়া রাখিবে, এবং সরকারী শাসন ও প্রশাসনের পেশীবহুল হাত শুধু সেই গ্লানির হিসাব লিখিবে, দমন করিতে পারিবে না?

প্রজাতন্ত্র ভাল, সংসদীয় গণতন্ত্র ভাল এবং নির্বাচনও একটি ভাল অনুষ্ঠান। এই সবই গণতন্ত্রের সুরক্ষার পদ্ধতি ও প্রতিশ্রুতি। কিন্তু দেশবাসীর সন্দেহ, নিশ্চয় একটি ভয়ানক বিভ্রম সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গণতান্ত্রিক সৌষ্ঠবেরই বিকার ঘটাইতেছে। তাই এক-শ্রেণীর হতাশ দেশবাসীর চিন্তাতে এই ধারণা প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে যে, সামরিক কর্তৃত্বের শাসনই ভাল। এই ধারণা, তথা এই মনোভাব ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি যুক্তিহীন অভিযোগ হইলেও তাহা বস্তুত তাঁহাদেরই সম্পর্কে একটি করুণ ভর্ৎসনা, যাঁহারা দেশের রাজনীতিক জীবনের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সদাতৎপর হইয়া রহিয়াছেন।

প্রজাতন্ত্র-ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কত নূতন শ্রদ্ধা ও সমাদর অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহারও সরকারী বৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়া থাকে। জনসাধারণের কাছে ইহাও শুধুই বৃত্তান্ত, তাহা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হয়, তাহার সত্যতা অনুভব করিতে পারা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতীয় ব্যক্তি ও পরিবার হাজারে-হাজারে বিভিন্ন বিদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আসিয়াছে কিংবা 'রাষ্ট্রহীন' হইয়া নূতন শ্রেণীর যাযাবরে পরিণত হইতেছে। প্রজাতন্ত্র-ভারতের বন্ধুত্ব বিদেশের রাজনীতিক বাজারে উচ্চমূল্যের পণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অর্থনীতিক স্বার্থের কারণে বিদেশের তথাকথিত বন্ধুত্ব অবশ্য কিছু অর্জিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা কি প্রজাতন্ত্র আদর্শের কোন ভুল কিংবা দোষ? নিশ্চয়ই নহে। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক পরিণামের শক্তি সৌষ্ঠব ও সম্মান নেতৃত্বের ভুলে ও দোষে অভিশপ্ত হইয়াছে। ছাব্বিশে জানুয়ারির হর্ষমুখর অনুষ্ঠানের মধ্যে জনজীবনের এই বেদনা অবশ্য অভিব্যক্ত হইবে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার আনন্দ ব্যাহত হইয়া বহুজনের চিত্ত বিষণ্ণ করিবে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মহান সার্থকতার কোন অরুণদীপ্তির সঙ্কেত কি দেখিতে পাওয়া যাইবে না? পাওয়া যাইবে। প্রজাতন্ত্রের পতাকা বহন করিবার যে অধিকার ও সুযোগ জাতি পাইয়াছে, তাহা জাতিরই চেতনার নূতন অভ্যুদয় সম্ভব করিয়া ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

মাইকেলের পৈতৃক ভবন সংরক্ষিত

"যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে জন্মভূমি;"—

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক মহলের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে এবং সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গণনেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রেরণায় সেদেশের সরকার যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র পৈতৃক বাড়িটি ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মাইকেল মধুসূদনের ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী (২৫ জানুয়ারি) উপলক্ষে আজ ২৬ জানুয়ারি সাগরদাঁড়িতে কবিগৃহের প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর ভগ্নপ্রায় দোতলা বাড়িটি পাকিস্তান সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কবিগৃহ হস্তান্তর উপলক্ষে এবার সাগরদাঁড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি এখানে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং 'মাইকেল মধুসূদন' নাটক অভিনীত হবে। এছাড়া কবির বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি পাঠাগারেরও উদ্বোধন করা হবে।

যশোর জেলা ছাড়া পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরের সঙ্গেও মাইকেল মধুসূদনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকাতেও কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি অনুসন্ধান করে সেখানে উপযুক্ত স্মৃতিফলক স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি মামলা উপলক্ষে ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন-কে প্রথম ঢাকা যেতে হয়। এর পরে ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আবার ঢাকায় গিয়েছিলেন। কবি আরমানিটোলায় পোগোজ সাহেবের বাড়িতে উঠেছিলেন।

—অমিতাভ গুপ্ত

প্রজাতন্ত্র দিবসে পুলিশ পদক

নয়াদিল্লি, ২৬ জানুয়ারি— রাষ্ট্রপতি কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য যাঁদের পুলিশ পদক দিয়েছেন, তাঁরা হলেনঃ

পশ্চিম বাংলা ঃ অস্থায়ী ডি এস পি শ্রী এম দেওয়ান রায়, ২৪ পরগণার ইনসপেকটর শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দত্ত, গোয়েন্দা বিভাগের ইনসপেকটর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানারজি; কলকাতার বন্দর বিভাগের ইনসপেকটর শ্রীসুব্রত ব্যানারজি, কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের অস্থায়ী ইনসপেকটর শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতার ইনসপেকটর শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানারজি, কলকাতার ইনসপেকটর শ্রীসব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার ইনসপেকটর শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাসগুপ্ত, কলকাতার অস্থায়ী সাব-ইনসপেকটর শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, কলকাতার বন্দর বিভাগের কনসটেবল শ্রীকৃষ্ণলাল ব্যানারজি, কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগের কনসটেবল শ্রীচন্দ্রেশ্বর সিং কলকাতার কনসটেবল ট্রাফিক পুলিশ শ্রী বি পানডে।

আসাম ঃ ডি এস পি শ্রীঅজিতকুমার দাস, দ্বিতীয় আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিসটেনট কমানডানট শ্রীতারিফুদ্দিন আমেদ।

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অফিসাররা সম্মানিত

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি কীর্তিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ১৪ জন প্রবীণ অফিসারকে পরম বিশিষ্ট সেবা পদক দিয়েছেন।

প্রাপকদের মধ্যে আছেন লেঃ জেনারেল শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটারজি, মেজর জেনারেল শ্রীপ্রেমাংশু চৌধুরী।

বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কীর্তিচক্র দেওয়া হয়েছে শ্রী পি আঙ্গামিকে (মরণোত্তর)।

অতি বিশিষ্ট সেবা পদক প্রাপকদের মধ্যে আছেন ব্রিগেডিয়ার সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সারজন ক্যাপটেন গুরুচরণ মুখারজি, উইং কমানডার গন্ধর্ব সেন।

অন্যান্য পদক প্রাপকদের মধ্যে আছেন—

সেনা পদক ঃ মেজর সন্তোষকুমার সরকার, আসাম রাইফেল-এর সুবেদার তেকবাহাদুর গুরুং। **নৌ সেনা পদক ঃ** কমানডার রণেন্দ্রনাথ ঘোষ, লেঃ কমানডার দিলীপকুমার নন্দী, লেঃ সমীর দাস।

বায়ু সেনা পদক ঃ গ্রুপ ক্যাপটেন হরেন্দ্রনারায়ণ বসাক, স্কোয়াড্রন-লীডার মাধবেন্দু ব্যানারজি, স্কোয়ারড্রন লীডার বুদ্ধদেব বিশ্বাস, স্কোয়াড্রন লীডার সুবীর দে, স্কোয়ারড্রন লীডার সুরেন্দ্রনাথ কেদারনাথ গুপ্ত, স্কোয়াড্রন লীডার যোগেন্দ্রচন্দ্র হাজারিকা, মাস্টার ওয়ারাণ্ট অফিসার অজিতকিশোর গুপ্ত।

বিশিষ্ট সেবা পদক ঃ লেঃ কর্নেল নগেন্দ্রনাথ, কমানডার লাবণ্যধন ব্যানারজি, কম্যানডার কল্যাণ ঘোষ, গ্রুপ ক্যাপটেন জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উইং কম্যানডার তাপসকুমার উকীল, উইং কমানডার অশোক রায়, মেজর ননীগোপাল রায়, অ্যাসিসট্যানট কমানডাণ্ট মুরলী দাস—আসাম রাইফেল।

১৪ জন উদ্ভাবকের পুরস্কার লাভ

উদ্ভাবন উন্নয়ন পর্ষদ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ১৪ জন উদ্ভাবককে মোট ২১,৫০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে আছেন ফিলাউর ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীজগদীশ রাজহুবরা, মাদ্রাজের ভারত মোটর্সের শ্রী এন রামচন্দ্র আয়ার, বিপাশা বাঁধ প্রকল্পের সার্ভিভিশনাল অফিসার শ্রীবিঠল রাম, ভবনগরের কেন্দ্রীয় লবণ ও সামুদ্রিক রসায়নদ্রব্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী শ্রীরামপ্রকাশ ধীমন, বাংগালোরের ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ সায়েন্সের সর্বশ্রী এ ভি শ্রীনাথ এবং এস ভেকটেশ, কলকাতার শ্রীসমশের সিকদার, আলোয়ির হিন্দুস্থান মেশিন টুলসের শ্রী সি এন আই, পার্থসারথী, ভিলাই ইস্পাত কারখানার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅবিনাশ জনার্দন যোশী, শাহাবাদের এ সি সি লিমিটেডের রেডিওগ্রাফার শ্রী জি এস এন পানিকর, কোচিনের ইনস্টিটিউট অফ ফিশারী টেকনোলজীর সহকারী মৎস্য বিজ্ঞানী শ্রী টি কে শিবদাস, পুণের শ্রী বি কে ধোন্দে, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সোহনসিং পুথার এবং দিল্লীর শ্রী জে সি শর্মা।

আশ্রয়ের দাবিতে দু'দিন অনশন

আশ্রয় দান তথা নতুন কলোনী গঠনের দাবিতে সারা ভারত জাতীয় সমাজ পক্ষ থেকে দু দিনব্যাপী অনশন সংগঠন করা হয়। শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে ওই অনশন শুরু হয়েছিল। সমাজের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

বিপর্যস্ত বাঙলা

কিছুকাল আগেও হয়তো বলা যেত বাঙলাদেশের দৃশ্যপট সুন্দর শুধু রাজনীতি ছাড়া। আজ সে কথা কি আর বলা যায়?

সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমায় পরিবেষ্টিত গংগার ব-দ্বীপ প্রাচীনকাল হতেই বংগদেশ নামে পরিচিত ছিল। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও মোংগল জাতির মিশ্রণে এখানে যে বাংগালী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল তার ছিল নিজস্ব ভাষা, অশনে, বসনে, আচারে বিশিষ্ট সংস্কৃতি। বাংগালী ধর্ম-আন্দোলন, সমাজসংস্কার, সাহিত্য-আন্দোলন করেছে। রাজনীতিতে বাংগালীর উৎসাহ অপরিমেয়। বিশ শতকের প্রথম দশকে বৃটিশ সরকারকে বংগবিভাগ রদ করতে বাধ্য করে জ্ঞানে-কর্মে নয়া বাঙলার গোড়াপত্তনের চেষ্টাও বাংগালী করেছিল। কিন্তু বাংগালীর সেই 'বংগজননী' ১৯৪৭ সনে বিভক্ত হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। বাংগালী তরুণেরা স্বাধীনতা-আন্দোলনে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বাংগালী চরম মূল্য দিয়েছে।

বংগদেশের অংগচ্ছেদ দুই দশক আগে ঘটলেও, সেই অংগচ্ছেদের ক্ষত আজও শুকোয়নি। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আজও সমাপ্ত হয়নি। এবং আজও এই সমস্যা নিয়ে বাঙলাদেশ হিমশিম খাচ্ছে। সম্প্রতি উদ্বাস্তু-আগমন আবার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন তা খানিকটা হ্রাস পেলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। বাঙলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ যে এই উদ্বাস্তু সমস্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ রাজ্যের রাজনীতির অনেক জটিল গ্রন্থি এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই।

পশ্চিমবংগের দুটি প্রাকৃতিক বিভাগ। একদিকে হিমালয়াশ্রিত পশ্চিমবংগ অন্যদিকে পশ্চিমবংগের সমতলক্ষেত্র। দুই বিভাগই প্রাকৃতিক শোভার নিলয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসককে পশ্চিমবংগের অনেক কিছুই দেবার আছে। হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর মূর্তির বিশালতা, মেঘ ও কুয়াসার অবিরাম রূপবদল, তুষারমণ্ডিত পর্বতের সারি, ডুয়ার্স অঞ্চলের অরণ্য, নদী, বিচ্ছিন্ন পাহাড়, সংকীর্ণ উপত্যকা, কর্ষণযোগ্য সমভূমি, অন্যদিকে আবার সমতলক্ষেত্রের বিচিত্র-রূপরূপিণী প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য,— এ দেখেই বোধ হয় কবি বাঙলাদেশকে 'সোনার বাঙলা' বলে ভালবেসেছিলেন।

একদিক থেকে খণ্ডিত বাঙলাদেশ ভারতবর্ষেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধানের মানুষ বাস করে এ রাজ্যে। বহিরাগতের সংখ্যাও এ রাজ্যে জনসংখ্যার বেশ একটি বড় অংশ। ভারতবর্ষ যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, পশ্চিমবংগে সে সব সমসা তো আছেই, তার সংগে পশ্চিমবংগের বিশেষ সমস্যাও মিশেছে। দারিদ্র্য, অপ্রাচুর্যের অর্থনীতি, 'ক'-শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম রাজ্য, অথচ অতিজনতার ভারে জর্জরিত, সর্বোচ্চ বসতির ঘনতা, থেমে-যাওয়া শিল্পায়ন চিরাচরিত কৃষিব্যবস্থা, শ্রেণীবিভক্ত প্রথানুসারী সমাজ, ক্রমবর্ধমান বেকারি, নিরুদ্দেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা,—এ সবই যেন পশ্চিমবংগের বিধিলিপি।

পশ্চিমবংগের বেলায় এই সমস্যাগুলি আরও কঠিনরূপ নিয়েছে নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে। এই সমস্যাগুলি এতই জরুরি যে বাংগালীর ধীরেসুস্থে অগ্রসর হবার আর সুযোগ নেই। এ রাজ্যে সাক্ষরের হার অনেক রাজ্যের তুলনায় এখনও বেশী, 'শিক্ষিত' বেকারের সংখ্যাও এখানে ক্রমবর্ধমান। এ রাজ্যের মানুষ, বিশেষতঃ 'শিক্ষিত ভদ্রলোক' রাজনীতিসচেতন। রাজ্যের এ হেন অবস্থায় যদি মানুষ পার্লামেণ্টারী শাসনের শম্বুকগতি সম্পর্কে এবং রাজনীতি ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করে তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা চিত্তলোকে বারুদ যদি সঞ্চিত হতে থাকে তবে আগুন ধরতে কতক্ষণ?

যদিও বাংগালী প্রাচীন জাতি তবুও সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেছেন যে বাঙলাদেশ বরাবরই পুরাতনের ভার হতে অনেকখানি মুক্ত। বাঙলাদেশের চিত্রে ও পাষাণমূর্তিতে পুরাতন শাস্ত্র ও বৃথা-ভার খুঁজে পাওয়া শক্ত। আর প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবি করলে বাঙলাদেশে বরাবরই সাড়া মিলেছে। এ জন্যই বোধ হয় মানবপন্থী বাঙলাদেশ প্রাচীনকালেও শাস্ত্রপন্থী সমাজ নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, প্রাচীনকালে তীর্থযাত্রা ছাড়া বাঙলাদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। অর্থাৎ বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত।

এ হেন বাঙলাদেশ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেও উর্বরতা ও ঐশ্বর্যের জন্য সুবিদিত ছিল। বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বৃত্তান্তে বাঙলার নানা ধরনের বাণিজ্যিক শস্য ও বিবিধ উৎপাদন-শিল্পের উল্লেখ আছে। অবশ্য একশ বছর পরে বৃটিশ শাসনে বাঙলার চাষী ও শিল্প নিঃস্ব হল। বাণিজ্যের উৎপাদন হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হল। ইংরেজের বাণিজ্য ও উৎপাদন শিল্পের স্বার্থের নিকট বাঙলার বাণিজ্য ও উৎপাদনশিল্প বলি হল। এ সব তথ্যও ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন।

একথা অবশ্য সত্য যে ভারতবর্ষ বৃটিশ সংস্পর্শে আসবার পর কতকগুলি সম্পূর্ণ নতুন বৃত্তির সৃষ্টি হয়। এই সব বৃত্তিজীবিগণও 'মধ্যবিত্ত' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সে যাই হোক না কেন, বাংগালী 'মধ্যবিত্ত' কৃষির উন্নতি করে অর্থাগমের চেষ্টা করেনি কোনদিনই। জমি বিলির সেলামি, তেজারতি, অতিরিক্ত খাজনা এবং ক্রমবর্ধিত হারে ভাগচাষী ও কৃষিমজুর নিয়োগ করে, শোষণের মাধ্যমেই শুধু মধ্যবিত্তের ধনবৃদ্ধি হত। কৃষককে শোষণ করেই 'ভদ্রলোক' ধনবান হতেন। রবীন্দ্রনাথ তাই সংগতভাবেই লিখেছিলেন, "জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।"

বাংগালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের মধ্যে যে মধ্যযুগীয় আচার সংস্কারের বন্ধন ও চিন্তার দীনতা হতে মুক্তির কোন প্রচেষ্টাই ছিল না তা নয়। কিন্তু যে অর্থে ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ঘটেছিল সেই অর্থে বাংগালীর চিন্তায় ও কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে কোন স্পন্দন অনুভূত হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞান যে জ্ঞান এনে দিয়েছিল, শিক্ষিত বাংগালী সেটা কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাংগালী নতুন উদ্যোগী মানুষ তৈরী করতেও ব্যর্থ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হয়। লাভের জন্যই হোক অথবা আধুনিকীকরণের জন্যই হোক্ নবজাগরণের কাল হতে আজ পর্যন্ত সঞ্চয় বড় করে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এমন বাংগালী এ রাজ্যে বিরল। বাংগালী নতুন জাতীয়বোধে উদ্দীপ্ত হয়েছে, নতুন সামাজিক মূল্যবোধ কিছু কিছু গ্রহণ করেছে, কিন্তু চিরায়ত অর্থনীতির ওলটপালট চায়নি। বাঙলাদেশের বিপর্যয়ের মূলে যে পরাশ্রয়ী বিলাসী জমিদার, বিদ্যাভিমানী, 'কেতাবী তত্ত্ব-বাগীশ' মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকাও অনেকখানি, অধুনা-অস্থির এই রাজ্যে এ সত্য অনেকেই বুঝতে পারছেন।

বর্তমান বাঙলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে গত ২৩ বছরে এ রাজ্যের চেহারা অনেক পালটে গেছে। কিন্তু সমাজের মৌলিক রূপান্তর আজও হয় নি। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের শাসন ও অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের শাসনের সংগে বাংগালীর পরিচয় ঘটেছে। বাংগালী স্বপ্ন দেখেছিল চিন্ময় বংগের। সে স্বপ্ন ক্রমশঃই মিলিয়ে গেছে। বাংগালী চেয়েছিল শান্তি ও সমৃদ্ধি। সে চাওয়া না-পাওয়ার ব্যর্থতার রূপ নিয়েছে। বাংগালী দেখেছে যে বাংগালী মধ্যবিত্ত আজও বাকসর্বস্ব, কর্মবিমুখ, স্বার্থসর্বস্ব। সুবিধাবাদ ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে শিল্পে (Art) রূপান্তরিত করবার অসামান্য দক্ষতা তার। বাংগালী দেখেছে যে যারা 'গণতন্ত্র' নিয়ে ভাবালুতা দেখিয়েছে, তারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধতা করেছে আইনশৃংখলার নামে। আর যারা বামপন্থী-ভেক ধারণ করে আসরে নেমেছে, তারা ছিন্নমস্তার রাজনীতি আমদানী করেছে ক্রমশঃ। গণতন্ত্রের কিম্বা বামপন্থার সমর্থকদের নিয়ে মুস্কিলটা এই যে তারা কেউবা দশানন, কেউ বা নবানন, দ্বি-আননের কম কারুরই নেই। তাদের তত্ত্বে ও কর্মে, বুলিতে ও জীবনযাত্রায় —বিস্তর ফারাক।

বাংলাদেশের আজ সত্যই শনির দশা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সৎ, দক্ষ সরকার বাংগালী আজও পেল না। বামপন্থীরা শ্রেণীসংঘাতের বুলি কপচে এই তত্ত্বকে প্রায় প্রহসনে পরিণত করেছে এ রাজ্যে। আর শিক্ষাও এ রাজ্যে হয়ে রইল জীবন বিচ্ছিন্ন, ও নিরুদ্দেশী।

এখন বাংলাদেশ আবার মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে সরগরম। কোন্ দল কার সংগে জোট বেঁধে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবে, ক্ষমতায় যাবে, তাই নিয়ে সকল দলেরই দুশ্চিন্তা।

প্রত্যেক দলই ট্যাকটিক্স ও স্ট্র্যাটেজির পরিতাড়া কষছে। নির্বাচনও একপ্রকারের যুদ্ধ। শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় ব্যক্তি কিম্বা রাষ্ট্র হয়তো বা উচ্চতর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। কিন্তু যুদ্ধে তো বটেই, নির্বাচন-যুদ্ধেও, জীবনের সুষম ছন্দে ছেদ ঘটে, মানুষ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা, হিংসা ও সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়। এ সব অমংগলের মূলে আছে আমাদের মধ্যবিত্তনিয়ন্ত্রিত দুষ্ট রাজনীতি। এই রাজনীতি মুখে জনসাধারণের কথা বলে, শোষণহীন সমাজের কথা বলে, কিন্তু এর প্রকৃতির সংগে মিশে আছে ক্ষমতালিপ্সা, সঞ্চয়কামনা, ব্যক্তিগত ও দলগত শ্রীবৃদ্ধি। একথা সকলেই জানেন যে, সব মোর্চার রাজনীতিবিদেরাই মহৎ আদর্শের বাণী শোনাবেন। বামপন্থীরা বলবেন ঃ 'আমরাই জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষক।' দক্ষিণপন্থীরা বলবেন "আমরা আইনশৃংখলা বজায় রেখে দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাব।" মধ্যপন্থীরাও কালোপযোগী আওয়াজ তুলবেন। সকলেই বলবেন 'আমরা সমাজের সেবক'। অথচ সবাই ক্ষমতা পেলে সমাজের উপর ছড়ি ঘোরাবেন। কোন কোন দল আছে যারা অন্য সব দলকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। অন্য অনেক দলের বাসনাও হয়তো তাই। তবে তাদের শক্তি কম। আন্তঃপার্টি সংঘাত, নরহত্যা, চাকুবাজি, বোমাবাজি আজ বাংগালীর জীবনকে বীভৎসতায় আবিল করেছে। আর এ সবই রাজনীতির নামে সংঘটিত হচ্ছে। আজ দলীয় স্বার্থই নৈতিকতার মান নির্দিষ্ট করেছে। যে কোন কুকর্ম রাজনৈতিক শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে সমর্থন করাটাই বাংগালী রাজনৈতিকের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বাংগালী আজ অসাধারণ সংকটের আবর্তে পড়ে দ্রুত রসাতলে যাচ্ছে। এ রাজ্যের রাজনীতি দেউলিয়া, এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা মৌন। অথচ বাংলাদেশ যদি রসাতলে যায় তবে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষও বাঁচবে না।

মনে রাখা দরকার স্বাধীনতা-উত্তর কালে অন্যান্য রাজ্যের উন্নতি থেমে থাকেনি। পাঞ্জাবে, হরিয়ানায়, মহারাষ্ট্রে, তামিলনাড়ুতে, আসামে এবং অন্যত্র অর্থনীতির উন্নতি ঘটেছে, শিক্ষাদীক্ষায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে সব রাজ্য ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে।

বাংগালী মধ্যবিত্তের মাথায় যে কেতাবী তত্ত্বটি ঢুকে আছে এবং যে তত্ত্বটির স্থানকাল পাত্র বিচার না করে প্রয়োগ করতে সে সর্বদাই উন্মুখ, সে তত্ত্বটি হল, সমাজ রূপান্তরের বেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান চাই-ই চাই। প্রত্যেক জাতিই সে দেশের অভ্যন্তরের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির এবং জাতীয় বিপ্লবের যে স্তরে সে দেশ উপস্থিত তার লক্ষণ দেখে তবেই সংগ্রামের বিশেষরূপ বেছে নেয়। কিন্তু বাংগালী মধ্যবিত্ত আজও বুঝতে চায় না যে, সংগ্রামের কোন একটি বিশেষরূপ পছন্দ করাটাই প্রশ্ন নয়। এমনকি সেটা 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান' হ'লেও। প্রশ্নটা হ'ল কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর অনুশীলন। রাজনৈতিক শক্তি সমূহের সম্পর্কের বিষয়ে এবং রাজনৈতিক উপযোগিতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা। ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, সশস্ত্র বিদ্রোহে শ্রমজীবী জনগণের পূর্ণ সমর্থন লাভ সুনিশ্চিত না হলে, ছোট ছোট সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা জনগণ ভুয়োদর্শন থেকে বোঝে যে, সংগ্রামের নির্বাচিত রূপ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উপযুক্ত কিনা। কিন্তু অনেক বাংগালীর ইউটোপীয়ান মানসিকতার কাছে সশস্ত্র সংগ্রামই 'একমাত্র পন্থা' হিসাবে বিবেচিত। বাঙলাদেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে আপৎকালীন ভিত্তিতে বিরাট কর্মকাণ্ডে বাংগালী জাতিকে নামাতে হবে। শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন।

এই কর্মকাণ্ডে যে বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পাবে তা হ'ল এই ঃ—

(১) গরীব চাষী ও ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন; এই ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে হবে। এতে গ্রামাঞ্চলের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে, সুবিধাভোগী ভূস্বামীরা অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে কৃষকদের কাছ থেকে যে সব সুবিধাদি আদায় করে থাকে, সে ব্যাপারে তাদের প্রভাব হ্রাস পাবে। খাদ্যের ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

(২) পশ্চিমবংগের গ্রামাঞ্চলে দ্রুত বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করতে হবে। অগভীর বিদ্যুৎচালিত নলকূপের সংখ্যা বাড়িয়ে জমিতে বারোমাসের জন্য সেচের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(৩) নিম্ন দামোদর সংস্কার ও উন্নয়ন উত্তরবংগে তিস্তানদীর নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, কয়লাখনি অঞ্চলের পরিকল্পনা, নদ-নদী সংস্কার, খালবিল, জলনিষ্কাশন-এর পরিকল্পনা, এরকম যে সব পরিকল্পনা সরকারী ফাইলে জমা আছে সেগুলিকে চালু করতে হবে। তার জন্য চাই 'বাংলা বাঁচাও'— আন্দোলন।

(৪) অবিলম্বে ফারাক্কা ব্যারেজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৫) ৬-১৪ বছরের সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

৬। যদি নতুন নতুন প্রকল্প বাঙলাদেশে চালু করা যায় এবং যদি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তবে শিক্ষিত বেকারদের কর্ম সংস্থান অনেকখানি সহজ হবে।

(৭) কর্মবিমুখতার বিরুদ্ধে, নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালাতে হবে।

(৮) ওভার টাইম-প্রথা বন্ধ করে নতুন নতুন লোককে কাজ দিতে হবে।

(৯) বাঙলাদেশে অবস্থিত সব সংস্থাতে বাংগালী যুবকদের নিযুক্ত করতে হবে যথেষ্ট সংখ্যায়।

(১০) 'ডেভেলপমেণ্ট আর্মি' গঠন করে দেশ গঠনের নানা কাজে অল্প বেতন দিয়ে সহস্র সহস্র যুবককে নিযুক্ত করতে হবে।

(১১) মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলে বন্ধ কলকারখানা খুলতে হবে। শ্রমিকদের বাড়াবাড়ি এবং মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হবে শক্ত হাতে।

(১২) শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাজারের নিয়মকে বর্জন করে দেশের প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে পরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উৎকর্ষের কথাটাও বাতিল করা চলবে না।

(১৩) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করতে হবে পাকাপাকিভাবে।

(১৪) উত্তরবংগ অঞ্চলে এবং গ্রাম বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট শিল্প স্থাপন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হ'লে বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হবে।

(১৫) সরকার শক্ত হাতে শাসন করবেন, সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করবেন, লালফিতার বন্ধন অতিক্রম ক'রে দ্রুততা ও দক্ষতার সংগে কাজ করবার আবহাওয়া তৈরী করবেন। এ না হ'লে সব কাজই মাটি হবে। এখানকার অস্থির ছিন্নমস্তার রাজনীতির অভিঘাতে আমরা বুঝতে পারছি নতুন করে যে, বাংগালী সমাজের অর্থনীতিতে অনেকদিন আগেই ঘুণ ধরেছিল। সেই ঘুণে-ধরা অর্থনীতির প্রভাবে আমাদের রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও গড়ে উঠেছে। আমরা পছন্দ করি বা না করি তবু এটা সত্য যে, বাংগালীর কাঁধের উপর থেকে অভাব-অনটনের বোঝা যত নামবে ততই মানুষ স্বাভাবিক সুস্থ পথে চলবার তাগিদ অনুভব করবে। ফলে বাঙলার অর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনই প্রধান কাজ।

গত ২৩ বছরের কিঞ্চিৎ শিল্পায়ন হলেও বাঙলাদেশেও প্রথানুসারী সমাজ টিকে আছে। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাঙলাদেশে গড়ে উঠেছিল তাদেরই উত্তরাধিকারী এখানকার "মধ্যবিত্ত"ও শুধু নামেই 'মধ্যবিত্ত'। এই 'মধ্যবিত্ত' শুধু চাকুরি খুঁজেছে। এদের বৈষয়িক স্বার্থ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আধুনিক কল-কারখানা সম্প্রসারণের সংগে কোনদিনই যুক্ত হয়নি। প্রথানুসারী সমাজের সংগে কোনদিনই এই মধ্যবিত্ত টক্কর দেয়নি। ফলে এরা একটা নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি যাকে বলা চলে গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণমূলক এবং বিজ্ঞাননির্ভর। উৎপাদনের আধুনিক উপায়গুলি এদের করায়ত্ত নয় এবং সে চেষ্টাও এরা কোনদিন করেনি।

যে কাজ বাংগালী মধ্যবিত্ত করেনি সে কাজ আজ রাষ্ট্রকে করতে হবে। বাংগালীর লক্ষ্মীলাভ হলে তবেই আবার বাংগালী চিত্তের ভারসাম্য ফিরে পাবে।

জনসংঘ ওড়িশায় ২১টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দেবে

কটক, ২৫ জানুয়ারি—ওড়িশার জনসংঘ ২১টি বিধানসভা আসনে ও ৪টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ঠিক করেছে।

দলের সম্পাদক শ্রীজগদীশ মাথুর জানান, ওড়িশা স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রী সিং দেও জানিয়েছেন যে, এই রাজ্যে তাঁরা কোন দলের সংগে আঁতাত করবেন না। তাই জনসংঘ একা চলার জন্য তৈরি হয়েছে।

—পি টি আই

উদরের জন্য দল

বাংগালোর, ২৫ জানুয়ারি—এখানে 'হট্টে পাকসা' (উদরের জন্য দল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। এই দল মহীশূর রাজ্যের ২৭টি লোকসভা আসনের সব কটির জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে স্থির করেছে।

দলের প্রতীক হবে 'দুই বস্তা চাল'। দলের প্রেসিডেণ্ট কৃষ্ণাপ্পা বলেন এই প্রতীক অনুমোদনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে।

—ইউ এন আই

প্রিসাইডিং পোলিং অফিসার নিয়োগে জেলায় নির্দেশ গেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বীমার কর্মী স্কুল শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি বিভাগ ও শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হবে।

ইতিপূর্বে বাইরে থেকে প্রিসাইডিং অফিসার আনার যে প্রস্তাব উঠেছিল তা আর সম্ভব নয় বলে রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান।

পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান, সম্প্রতি দিল্লিতে মুখ্য সচিব সম্মেলনে এই রাজ্যে প্রচুর পুলিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার এতে খুশি। কবে নাগাদ কোন্ রাজ্য থেকে কত পুলিশ আসবে এখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সংগে তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নির্বাচনের সময় সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী আগে থেকে সতর্ক করার কোন প্রশ্ন উঠে না। তাঁরা ত কাছেই আছেন। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

হাওড়ায় নতুন ভোটার হওয়ার জন্য ৪৫ হাজার দরখাস্ত

নূতন করে ভোটার তালিকাভুক্ত হবার জন্য হাওড়ায় এ পর্যন্ত ৪৫ হাজার নাগরিক দরখাস্ত করেছেন বলে জানা গেল। ২৫ হাজার দরখাস্ত এসেছে সদর মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এবং বাকি ২০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে উলুবেড়িয়া মহকুমার নির্বাচনী অফিসে। সোমবারই ছিল নতুন করে ভোটার তালিকা ভুক্ত হবার শেষ দিন।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা

সোমবার হাওড়ার জেলা শাসকের বাসভবনে আয়োজিত জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বৈঠকে স্থির হয় যে, নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখার জন্য সব দলের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করা হবে।

লনডন বিমান বন্দরে ডাকাতি, ৩০ হাজার পাউনড লুণ্ঠিত

লনডন, ২৫ জানুয়ারি—আজ ভোরের অল্প কিছুক্ষণ আগে চারপাঁচজন মুখোসধারী সশস্ত্র ডাকাত লনডনের হীথরো বিমান বন্দরে এয়ার কানাডার (কানাডার যাত্রিবাহী বিমানের) অফিসের স্ট্রংরুমে ঢুকে প্রায় ৩০ হাজার পাউণ্ড (৫,৪০,০০০ টাকা) নিয়ে চম্পট দেয়। —এ পি

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

নির্বাচন ও নিরাপত্তা

অন্যান্য প্রদেশের মত সমস্যাজর্জরিত অশান্ত বাংলার লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেও মধ্যবর্তী নির্বাচন আসন্ন। যদিও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিশ্রুতি ছিল—আইন-শৃংখলা ফিরলে নির্বাচন হবে—তবুও দেখলাম ২৭শে ডিসেম্বর ঘোষণা হল—নির্বাচন হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই যেখানে প্রাত্যহিক খুন, জখম, ডাকাতি, সংঘর্ষ ইত্যাদি নির্বিঘ্নে চলছে সেখানে নির্বাচন হবে—ঘোষণা কি করে যে করা হয় সে প্রশ্ন সকলেরই মনে। তবুও যদি নির্বাচন হয় তাকে শান্তিপূর্ণ করা দরকার।

ওদিকে 'নকসালওয়ালাদের' তথাকথিত 'বিপ্লবও' বর্তমানে চলছে। আবার সি পি এম, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সিও চুপ করে নেই—তারাও নকসাল মোকাবিলার নাম করে অত্যাচার চালাচ্ছে। এ সময়ে শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে শান্তি-পদযাত্রা, সভা ইত্যাদি করে মানুষের মনে যে সন্ত্রাস জেগেছে—তা কাটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার জায়গায় ঘোষিত হল—নির্বাচন। যাই হোক যখন নির্বাচন হবেই তখন রাজনৈতিক কর্মীরা যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন, সরকারী অফিসারদের নির্বাচনের কাজে যাতে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, জনগণ যাতে ভোট দিতে সক্ষম হন সেদিকে নজর দিতে হবে।

এখনও অনেক রাজনৈতিক কর্মী সব রাস্তায় যেতে সক্ষম নন, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিনা অস্ত্রে (এমন কি অস্ত্র নিয়েও) অনেক স্থানে প্রবেশ করতে পারেন না—সংঘর্ষের ভয়ে। এমত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর হুকুম অনুযায়ী নির্বাচনে সামিল হতে হবেই সকলকে। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রস্তাব—প্রত্যেক নির্বাচনী কেন্দ্র অনুযায়ী সর্বদলীয় শান্তি কমিটি স্থাপন; পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে জনগণের ভোটদানের ব্যবস্থা। এবং ভোটারদের নিরাপত্তা ও প্রার্থীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। —বাবলু সেন, হাওড়া।

ক্ষোভের দু'দিক

গত ১৮।১।৭১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় "সংগত ক্ষোভ" শিরোনামায় আপনাদের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আসল ঘটনা নিম্নরূপ।

(১) এ বছর বি এস-সি পার্ট টু (রসায়নে অনার্স) পরীক্ষায় ১৩ জন ছাত্র রসায়ন (অনার্স) প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার একটি বিষয়ে (quantitative analysis) পরীক্ষা দিতে পারে নি; একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যে এই ছেলেদের ঐদিনের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন যে, পার্ট ওয়ানের প্র্যাকটিক্যালে প্রাপ্ত নম্বর এবং পার্ট টু'র বাকী প্র্যাকটিক্যালে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের গড় ভিত্তিতে প্র্যাকটিকালের যে বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে নম্বর দেওয়া হবে।

(২) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পরে প্র্যাকটিক্যালের ঐ বিষয়ে (quantita-tive analysis—80 marks) যথেষ্ট গোলমাল দেখা দেয়। অধিকাংশ ছাত্রের এ্যানালিসিসের ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের এ্যানালিসিসের ফলাফল পরস্পরবিরোধী হয়। অধিকাংশ ছাত্র উপরে উল্লিখিত নিয়মে নম্বর দাবি করে। তখন বোর্ড অব একজামিনার্সের সকল সদস্য একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন যে সকল পরীক্ষার্থীকেই ঐ বিষয়ে উপরে উল্লিখিত নিয়মে নম্বর দেওয়া হবে এবং যাদের প্রথমে প্রাপ্ত নম্বর (original marks) বেশী তাদের সেই বেশী নম্বরই রেখে দেওয়া হবে। এর ফলে বহু ছেলে উপকৃত হয় এবং অনার্স পায়।

(৩) এর পরে কিছু ছেলে দাবি করে যে, এইভাবে নম্বর দেওয়া চলবে না; কারণ এর ফলে বিভিন্ন ছেলের বিভিন্ন হারে নম্বর বেড়েছে। যে ২২০ নম্বরের (এই নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে) বেশী পেয়েছে গড় ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার ফলে সে বাকী ৮০ নম্বরেও (এই নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি) বেশী নম্বর পেয়েছে এবং যে ২২০ নম্বরের কম পেয়েছে সে বাকী ৮০-তেও কম পেয়েছে। সুতরাং তাদের দাবি এইভাবে নম্বর না দিয়ে সবাইকে সমান নম্বর গ্রেস দিতে হবে; যাতে সকলের সমান নম্বর বাড়ে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে গ্রেস নম্বর কাউকে দেওয়া হয়নি এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দাবি সকলকে সমান নম্বর গ্রেস দিতে হবে। তাদের কোন কোন ছেলের দাবি যেহেতু ঐ ৮০ নম্বর বিরোধীয় বিষয়, সকলকেই ৮০তে ৮০ই দিতে হবে। আবার কোনো কোনো ছেলের দাবি এই নম্বরের অর্ধেক থিওরেটিকালে এবং অর্ধেক প্র্যাকটিক্যালে দিতে হবে; যাতে কোনো ছেলের থিওরেটিক্যালে অনার্স নম্বর না থাকলে সেও অনার্স পায়।

এর পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বলেন যে কোনো ছেলের বিষয়টি সম্বন্ধে কোনও আপত্তি থাকলে সে ঐ বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিতে পারবে। এতেও তাদের আপত্তি থাকায় এবং তারপরেও তারা বিক্ষোভ জানাতে থাকলে উপাচার্য মহাশয় পুরো বিষয়টি সিণ্ডিকেটের বৈঠকে উপস্থিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মোটামুটিভাবে আসল ঘটনা এই। তাছাড়া আপনাদের জানা উচিত যে জেনারেল গ্রেস নম্বর দিলে সকলকেই সমান নম্বর দেওয়া হয় এবং সকলেরই সমান নম্বর বাড়ে। কিন্তু তার ফলে "একদল ডুবন্ত পরীক্ষার্থী ভাসিয়া উপরে উঠে এবং একদল অন্যায্যভাবে নীচের দিকে ডুবিয়া যায়" কি করে?

—অশোককুমার ব্যানার্জী, সুগত রায়, প্রণব রায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিজ সুচেত চৌধুরী, মৃণাল পাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

উত্তর প্রদেশে উপনির্বাচনের ফলাফলে

পঃ বঙ্গে নব কংগ্রেসের মনোবল বাড়ল

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

স্বভাবতই উত্তরপ্রদেশের উপ-নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। দলের বহু নেতা ও কর্মীর এর আগেও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনে একা লড়াই করেই তাঁরা বৃহত্তম দলে পরিণত হতে পারবেন। সেই বিশ্বাস এবার আরও বাড়ল।

সেই দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য দলের সমঝোতার সম্ভাবনা অনেকটা কমে গেল। কারণ, নব কংগ্রেস এখন আসন ছাড়ার ব্যাপারে আরও অনমনীয় ভাব দেখাবেন এবং অন্য কোনও দলের পক্ষেই সেটা মেনে নেওয়া কঠিন হবে।

রাজ্যের নব কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয় সিংহ নাহার অবশ্য সোমবারই খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রাজ্য-ভিত্তিতে অন্য কোনও দলের সঙ্গে তাঁদের নির্বাচনী সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, জেলা ভিত্তিতে বংলা কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক, সি পি আই প্রভৃতির সঙ্গে সমঝোতা হতে পারে। বিজয়বাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, আদি কংগ্রেস বা জনসঙ্ঘ বা সি পি এম-এর সঙ্গে তাঁরা কোনও রফা করবেন না।

বংলা কংগ্রেসের অবশ্য নব কংগ্রেসের সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনও সমঝোতা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের কাছে নব কংগ্রেস 'অচ্ছুৎ'। সুতরাং তাঁরা যদি কোনও জেলায় নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রফা করেন তা করবেন গোপনে।

সি পি আই-এর সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে নব কংগ্রেস নেতাদের বেশ কিছুটা আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দেওয়া-নেওয়াটা এখনও পাকা হয়নি। আট পারটির তালিকা ঘোষণার আগে পরিষ্কার বোঝা যাবে না সি পি আই গোপনে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা রক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে নব কংগ্রেস তাঁর কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা এবং বিধানসভা আসনে তাঁরা প্রার্থীই দেননি।

কিন্তু যে জেলায় বংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই ভাল আসন আশা করছেন সেই মেদিনীপুরে কী হবে? ওখানের সি পি আই নেতারা এতদিন নব কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে যে সব আলাপ-আলোচনা করেছেন তার অনেকটাই কার্যকর হয়নি। নব কংগ্রেস মেদিনীপুরে গতবার সি পি আই-এর জেতা কতকগুলি আসনেও প্রার্থী দিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেসকেও এ ব্যাপারে ছাড়েননি। মেদিনীপুরে মোট ৩৫টি বিধানসভা আসন এবং অন্যান্য জেলার তুলনায় ওখানে সি পি এমের শক্তি কম। বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই দু-পক্ষই ওখানে গতবার বহু আসন পেয়েছিলেন।

ফরওয়ারড ব্লকের দু-একজন নেতা একান্তে নব কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেও দু দলের জেলা-ভিত্তিক গোপন সমঝোতা হওয়া খুব কঠিন। উত্তরবঙ্গ, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন আসন ফরওয়ারড ব্লক নেতাদের ছেড়ে দেওয়া নব কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। ফরওয়ারড ব্লকের যে নেতা এতদিন নব কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করেছেন হাওড়ায় তাঁর আসনে অবশ্য নব কংগ্রেস প্রার্থী দেননি। ২৪ পরগনা এবং বীরভূমে দুজন ফরওয়ারড ব্লক নেতার আসনেও নব কংগ্রেসের প্রার্থী নেই।

তিন কংগ্রেস প্রসঙ্গে

এদিকে তিন কংগ্রেসের সমঝোতার আলোচনা নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এই দিন তাতে আদি কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅমর ভট্টাচার্যও যোগদান করেছেন।

এক বিবৃতিতে শ্রী ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ অগণিত কংগ্রেসকর্মী ও রাজনীতি নিরপেক্ষ মানুষের আগ্রহ ও অনুরোধকে সম্মান জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিশেষত সভাপতি ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সম্ভাব্য আলোচনা আরম্ভ করতে আমাকে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী এই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি প্রথমে বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া এবং পরে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে হৃদ্য পরিবেশে আলোচনা করি। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার অনেক পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আরম্ভ হয় ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সঙ্গে। সেই সব আলোচনায় নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে আমারও উপস্থিত থাকবার অবকাশ হয়েছিল। একাধিক বৈঠকে শ্রী নাহার সাগ্রহে উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের অপেক্ষা কম অবহিত এবং আগ্রহী কোনও সময়ই ছিলেন না। যদিও স্বদলের সকলের বিশেষত দিল্লির মতিগতি সম্পর্কে তাঁর সংশয় তিনি সর্বদাই প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় এই কারণেই বারে বারে নিষ্ফল বৈঠকের প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। অতএব আদি কংগ্রেস ইত্যাদি বলে শ্রী নাহার পশ্চাদপসরণের যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা অচল। আমাদের বিশ্বাস, কমিউনিস্টনির্ভর ইন্দিরা-কংগ্রেস কমিউনিস্টদের স্বার্থেই আলোচনা ভেঙেছেন।

এই বিবৃতির প্রতি শ্রী নাহারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছি বলে যে কথা বলা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।

রাজ্যপালের কাছে জ্যোতি বসুর অভিযোগ

সোমবার সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা করেন। পরে তিনি ইউ এন আই-কে জানান যে, আগামী নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর দলের প্রতি কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে তাঁর দলের পক্ষে রাজ্যপালের কাছে তিনি কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ পেশ করেছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে শ্রী বসুর ওই সাক্ষাতের সময় রাজ্যের আই জি স্বরাষ্ট্র সচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং হাওড়া ও ২৪ পরগণার জেলা শাসকরাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ও শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষও শ্রী বসুর সঙ্গে ছিলেন।

জননিরাপত্তা আইনে ২৪ জন সি পি এম কর্মীর গ্রেফতারের প্রতিও রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে শ্রী বসু জানান। তিনি ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানান। কেননা, এর ফলে সমাজবিরোধীদেরই সুবিধা হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

শ্রী বসু অভিযোগ করেন, কোন কোন এলাকায় দুর্বৃত্তরা বোমা ছুঁড়ে লোককে সি পি এম-এর সভায় আসতে দিচ্ছে না এবং সভায় যাঁরা যোগ দিতে আসছেন, তাঁদের পুলিশ তল্লাসী করছে।

জনসংঘের প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—জনসঙ্ঘ ১১টি রাজ্যে এবং ৩টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে দলের লোকসভা-প্রার্থীদের মধ্যে ৫৭ জনের নাম ঘোষণা করেছে। এঁদের মধ্যে শিল্পপতি রামনাথ গোয়েঙ্কা ও শিখেপানয়ন দফতরের ভূতপূর্ব উপমন্ত্রী ভানুপ্রকাশ সিং-এর নাম আছে।

শ্রী গোয়েঙ্কা মধ্যপ্রদেশের বিদিশা থেকে এবং শ্রী সিং ভূপাল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, হরিয়ানা, পানজাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড বলেন, এই হল প্রথম প্রার্থী তালিকা। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের প্রার্থী তালিকা পরে প্রকাশ করা হবে।

শ্রীবালরাজ মাধোক দক্ষিণ দিল্লি থেকে এবং অধ্যাপক হরিপদ ভারতী উত্তর-পশ্চিম কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। —ইউ এন আই

তির্যক

প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পারক স্ট্রীটের মোড়ে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ঘিরে আলোকসজ্জা। —নিজস্ব চিত্র

আলাউদ্দীন উদয় শংকর পদ্মবিভূষণ

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

এ ছাড়াও চিত্রতারকা শ্রী রাজকাপুর, কলকাতার শেরিফ শ্রী জে সি দে, পঃ বঙ্গের শিল্পপতি শ্রীকেদারনাথ মুখার্জি, বোমবাই-এর আণবিক শক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী এম এন চক্রবর্তী, কলকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, মধ্যপ্রদেশের চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার মুখার্জি এবং সঙ্গীতশিল্পী শ্রীনিসার হোসেন খাঁ পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

যাঁরা 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—গায়ক মান্না দে, গীতি-

তৃপ্তি মিত্র

মান্না দে

কার শাহির লুধিয়ানভি, মল্লবীর চাঁদগীরাম, হকি খেলোয়াড় লেসলী ক্লডিয়াস, ক্রিকেট খেলোয়াড় জি আর বিশ্বনাথ, মহিলা অ্যাথলীট কমলজিৎ সাধু, নৃত্যশিল্পী শান্তা রাও, অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র এবং সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

এ ছাড়াও 'অয়েল ইনডিয়া'র ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রীঅমিয়ভূষণ দাশগুপ্ত, অসমীয়া সাহিত্যিক শ্রীঅতুলচন্দ্র হাজারিকা, পঃ বাংলার ইছাপুরের চীফ ইনসপেকটর অব মেটালস শ্রীদেবেন ভেঙ্কট রেড্ডি, কলকাতার ভারতীয় চটকল সমিতির সভাপতি শ্রী এইচ ডি ওয়াহি, লখনউ-এর কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা পরিষদের

উদয়শংকর

চেয়ারম্যান ডাঃ মতিলাল ধর, গ্যাংটকের ন্যামগিয়াল ইনসটিটিউট অব টিবেটোলজির ডিরেকটর শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ, আসামের গোলাঘাটের (শিবসাগর) চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রবীন ব্যানারজি, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সদাশিব মিশ্র, ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন মান্না, নয়াদিল্লির ভাস্কর শ্রীশঙ্খ চৌধুরী, বিহারের সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত সিয়ারাম তেওয়ারি, জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনীর

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

মহিলা শাখার ডেপুটি ডিরেকটর শ্রীমতী সুভাষিণী ঝুনু দাশগুপ্তা, বিহার সরকারের কৃষি উৎপাদন কমিশনার শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্তী, পঃ বাংলার সমাজসেবক লেঃ কঃ সুরেশচন্দ্র দত্ত পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, উদয়শংকর, আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি শ্রী বি শিবরামন, সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোমপানির এক্‌জিকিউটিভ ডিরেকটর শ্রীমতী সুমতি মোরারজী এবং মহারাষ্ট্রের চিকিৎসক ডাঃ ভি এন শিরোদকার—এই ৬ জনকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। —ইউ এন আই

কাকদ্বীপে লরি দুর্ঘটনায় ১০ জন আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ২৫ জানুয়ারি—সোমবার কাকদ্বীপের এক প্রেক্ষাগৃহের সামনে একটি লরির দুর্ঘটনায় ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক। আহতদের সকলকে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। 'কেয়ার'-এর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কাকদ্বীপে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লরিটি আসার সময় একটি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা। লরির চালক পলাতক।

বারনপুরে 'হত্যা' সম্পর্কে এপর্যন্ত সাতজন গ্রেফতার

আসানসোল, ২৫ জানুয়ারি—গত বৎসর ২২ সেপটেমবর বারনপুরে এ ডি বি কর্মচারী শ্রীঅনিল মজুমদারের 'হত্যার' ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে দুজন নকশালকে হীরাপুর থানার অধীন একটি জায়গায় আজ গ্রেফতার করা হয়।

এই হত্যা সম্পর্কে এই দুজনকে নিয়ে এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। —পি টি আই

বিমলা প্রসাদ চালিহা

কৃত্রিম বারিপাত ঘটানোর পরীক্ষা

মাদরাজ, ২৫ জানুয়ারি—ভারতের মানমন্দিরসমূহের ডিরেকটরজেনারেল ডঃ কোটেশ্বরন আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন ঃ মাদরাজে কৃত্রিম উপায়ে বারিপাত ঘটানো সম্ভবপর কি না, সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ বছরেই শুরু হচ্ছে।

গত দশ বছর ধরে দিল্লি-আগরা-জয়পুর এলাকায় পরীক্ষা সফল হয়েছে এবং বারিপাতের পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেড়ে গিয়েছে।

ডঃ কোটেশ্বরন আরও বলেন, ২৪ ঘণ্টা আগে ঝড়ের সংকেত দেবার জন্য আগামী বছরের শুরুতেই মাদরাজ ও কলকাতায় ৪০০ কিলোমিটার পাল্লার দুটি রেডার বসানো হবে। প্রতিটি রেডারের জন্য ব্যয় পড়বে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের পৌনঃপুনিকতার দিকে নজর রেখেই সারা পূর্ব উপকূল বরাবর রেডার বসানো হচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের চেয়ে আরও ভাল কাজ পাওয়া যাবে এবং ঝড়ের অবস্থান সম্পর্কে আরও সুনিশ্চিতভাবে জানা যাবে বলেই রেডারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। —পি টি আই

সত্যনারায়ণ সিংহ ৯ মারচ রাজ্যপালের কার্যভার নেবেন

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ আগামী ৯ মারচ মধ্য প্রদেশের রাজ্যপালের কার্যভার গ্রহণ করবেন। —পি টি আই

ফেব্রুয়ারিতে বস্তী উন্নয়ন কাজ পুরোদমে শুরু হবে

স্টাফ রিপোরটার

ফেব্রুয়ারির গোড়ায় কলকাতা বস্তী উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ পুরোদমে শুরু হচ্ছে। তিন পর্যায়ে বিভক্ত এই প্রকল্পে ১৪৫টি বস্তীর প্রায় দু লক্ষ লোক উপকৃত হবেন। ৭৫টি ওয়ারড নিয়ে এই প্রকল্পে খরচ হবে দেড় কোটি টাকা।

সোমবার কমিশনার শ্রী এম জি কুট্টি বললেন, তিন মাসের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণের কথা। দু মাসের আগে ফুলবাগান বস্তী উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে।

শ্রী কুট্টি আরও বলেন, দিল্লিতে গিয়ে তিনি পামারবাজার পামপিং স্টেশনের পনর্বিন্যাস প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন, এজন্য ৮১ লক্ষ টাকার পামপ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি আনা হবে। বিদেশ থেকে কিছু যন্ত্রপাতি আনতে হবে। তবে যে চারটি বড় পামপ দরকার সেগুলি এদেশেই পাওয়া যাবে।

থাইল্যাণ্ড-কাম্বোডিয়া সীমান্ত বন্ধ

ব্যাংকক, ২৫ জানুয়ারি—থাইল্যাণ্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল পারাপাম চারুফাটিয়েন আজ বলেন, থাইল্যাণ্ড কাম্বোডিয়ার সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে এবং 'কমিউনিস্ট আক্রমণ' প্রতিরোধ করতে সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ বৃদ্ধি করেছে।

তিনি বলেন কাম্বোডিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় তাঁরা এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। —এ এফ পি

নমপেন বিমানবন্দরে ভিয়েৎকং বাহিনীর গুলিবর্ষণ

নমপেন, ২৫ জানুয়ারি—উত্তর ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎকং সৈন্য বাহিনী নমপেন বিমান বন্দরের উপর গুলিবর্ষণ এবং তারা রাজধানীর প্রতিরক্ষা ঘাটিগুলিকেও আক্রমণ করে।

বিমান ঘাটির উত্তর দিকের গ্রামগুলিতে উত্তর ভিয়েৎনামী ও ভিয়েৎকং বাহিনী তাঁবু ফেলেছে। অন্যদিকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মালবাহী বিমানগুলি নমপেনে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করে যাচ্ছে। —এ পি

উগানডায় সেনাদলের ক্ষমতা দখল

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

নৈতিক নন। আপাতত তিনি একটি তদারকি সরকার গঠন করবেন। গণতান্ত্রিক শাসন যত শীঘ্র সম্ভব প্রবর্তিত হবে। জরুরী অবস্থা বেশি দিন থাকবে না।

নাইরোবিতে ওবোটে। নাইরোবির খবর—উগানডা বেতার থেকে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির সংবাদ প্রচারের ৪ ঘণ্টা পরে প্রেসিডেনট ওবোটে নাইরোবিতে পৌঁছেছেন।

পূর্ববর্তী সংবাদ। বোমবাইয়ের খবর ঃ প্রেসিডেনট ওবোটে আজ সিঙ্গাপুর থেকে সানটাক্রুজ বিমান বন্দরে এসে পৌঁছান। তিনি বিমানে নাইরোবি যাচ্ছেন। সাংবাদিকরা কামপালার অভ্যুত্থানের খবর নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি কিছু বলতে অস্বীকার করেন। নাইরোবির পথে তাঁর বিমান করাচি ও এডেনে থামবে না। —এ পি

নির্বাচনের জন্য হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা পিছোতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

নির্বাচনের জন্য এবার পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক মুখপাত্র ওই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন ১৬ মারচ হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা শুরু হবার কথা। কিন্তু অন্তর্বর্তী নির্বাচন ১০ মারচ। তারপর ভোট গণনা। কাজেই পরীক্ষার ব্যাপারে ট্রেজারি ও সরকারী অফিসারদের সাহায্য পাওয়া কঠিন, কাজেই হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা অবশ্যই পিছিয়ে যাবে।

মুখপাত্র এ কথাও বলেন, এখনও এ সম্পর্কে কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কেননা ঘোষণা অনুযায়ী তারিখে এই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা এ সম্পর্কে অনেকেই নাকি সন্দিহান। তাই নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত যথারীতি করা হচ্ছে।

ইনডিয়ান মুসলিম লীগের নাম বদলে আওয়ামী লীগ হল

স্টাফ রিপোরটার

ইনডিয়ান মুসলিম লীগের নতুন নাম হয়েছে — ইনডিয়ান আওয়ামী লীগ।

ওই দলের সাধারণ সম্পাদক সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রায় একই নামে পশ্চিমবঙ্গে আর একটি দল ছিল। ফলে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সেজন্য এই বদল।

চতুর্দলীয় জোট আসন রফায় ব্যর্থ

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

করতে হবে। দলগুলির স্থানীয় কমিটিই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবেন।

আদি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইসতাহার

আদি কংগ্রেস ২৮ জানুয়ারি তাঁদের নির্বাচনী ইসতাহার প্রকাশ করবেন বলে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আজ সাংবাদিকদের নিকট বলেন। ইউ এন আই এই খবর দিচ্ছেন।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, ফ্রনট কেন লোকসভা নির্বাচনে নব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছেন তার কারণ জানিয়ে ফ্রনটের শরিকরা পরে এক যৌথ ঘোষণা প্রচার করবেন।

বেতন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত গেজেটে প্রকাশ

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের একজন মুখপাত্র সোমবার জানান যে, বেতন কমিশনের সুপারিশের যে অংশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করছেন তা এক অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

গেজেটের ওই কপিগুলি বুধবার থেকে বিভাগীয় প্রধানদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই গেজেটে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই মর্মে 'অপশন' নিতে হবে। যে তাঁরা বর্তমান বেতন চান, অথবা নতুন স্কেল চান।

প্রার্থী কার নিকট শপথ গ্রহণ করবেন

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—সংবিধানের ৮৪(ক) এবং ১৭৩(ক) ধারা অনুযায়ী রিটারনিং অফিসার এবং সহকারী রিটারনিং অফিসার ব্যতীত আর যাদের কাছে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থিগণ শপথ গ্রহণ করতে পারবেন, নির্বাচন কমিশন তাদের নাম করেছেন।

কমিশন সকল অনুমোদিত দলের এবং প্রধান নির্বাচন অফিসারের কাছে এক ইস্তাহার পাঠিয়েছেন। ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সামনে শপথ নেওয়া চলবে।

(১) কোন স্টাইপেনডারী প্রেসিডেনসী ম্যাজিসট্রেট এবং কোন স্টাইপেনডারী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট।

(২) যে কোন জিলা জজ ও কোন রাজ্যে বিচার বিভাগে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি।

(৩) জেলা সুপারিনটেনডেনট (প্রার্থী যে জেলে আছেন)।

(৪) বন্দিনিবাসের কম্যানডান্ট (প্রার্থী যেখানে আটক আছেন)।

(৫) প্রার্থী কোন হাসপাতালে অসুস্থতা বা অন্য কারণে থাকলে ঐ হাসপাতালের মেডিকাল সুপারিনটেনডেনট।

(৬) প্রার্থী ভারতের বাইরে থাকলে ঐ দেশে ভারতের কূটনৈতিক অথবা কনসুলার প্রতিনিধির নিকট।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, প্রার্থী মনোনীত হবার পরেই শপথ গ্রহণ করতে হবে এবং মনোনয়নপত্র পরীক্ষা অথবা শপথ গ্রহণ করতে হবে। —ইউ এন আই

টি এন সিং-এর পরাজয়ে

নব কংগ্রেস মহলে উল্লাস ঃ মহাজোট সমর্থকরা বিভ্রান্ত

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি—উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং-এর নিদারুণ নির্বাচনী পরাজয়ে নব কংগ্রেস মহল সংগত কারণেই উল্লসিত। পক্ষান্তরে ইন্দিরা-বিরোধী চার দলের শিবিরে বিষাদ ও বিভ্রান্তি। বিশেষ করে আদি কংগ্রেস মহল অতিশয় দুঃখমগ্ন।

আদি কংগ্রেসের পক্ষে দিনটি ছিল সত্যিই খারাপ। তাঁদের একজন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী রণে পরাভূত হয়েছেন—উত্তরে। আর দক্ষিণে—অন্ধ্রে, তাঁদের একজন সাধারণ সম্পাদক, শ্রী পি বেংকটসুব্বিয়া দলত্যাগ করেছেন। হায়দরাবাদ থেকে খবর, তিনি নাকি নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন এবং ওই দলের টিকিট নিয়ে অন্ধ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী হচ্ছেন।

এই উপনির্বাচনের ফলাফল যে কী হবে তা নিয়ে গতকালও গবেষণার অন্ত ছিল না। অন্তত এত বিরাট ভোটের ব্যবধানে তাঁদের প্রার্থীর জয়—নব কংগ্রেসীদের অপ্রত্যাশিত ছিল।

সে যাই হোক, এটা সবাই জানতেন ও জানেন যে, এই উপনির্বাচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী সাধারণ নির্বাচনে হাওয়া কোন দিকে বইছে তার একটা ইংগিত এতে মিলবে। বিশেষ করে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটবে উত্তর প্রদেশে এবং অন্যান্য হিন্দীভাষী রাজ্যে। তাই দু পক্ষই (এক তরফে নব কংগ্রেস এবং অন্য তরফে মিলিতভাবে আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, এস এস পি, স্বতন্ত্র এবং বি কে ডি) পূর্ণ শক্তি নিয়ে এই নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

সংযুক্ত বিধায়ক দলের উভয় সংকট। এই উপনির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা সোজাসুজি কিছু বলতে চান নি। তিনি বলেন যে, এরপর কী করা হবে তা সংযুক্ত বিধায়ক দল ঠিক করবেন।

সংযুক্ত বিধায়ক দল এখন এক উভয় সংকটের সম্মুখীন। এই উপনির্বাচনের ফলাফলে সেটাই তাঁদের বিভ্রান্তির কারণ। গণতন্ত্রের প্রচলিত প্রথানুসারে এখন শ্রী টি এন সিং পদত্যাগ করবেন—এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সংযুক্ত বিধায়ক দলের কোন কোন শরিক চাইতে পারেন যে, লোকসভা নির্বাচনের পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রী সিংহই মুখ্যমন্ত্রী থাকুন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নব কংগ্রেস এর নির্বাচনী সুযোগ নেবেই এই প্রচার চালিয়ে যে, এভাবে শ্রীসিং-এর গদি আঁকড়ে থাকা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

আবার শ্রী সিং পদত্যাগ করলে সংযুক্ত বিধায়ক দল বিশেষ করে আদি কংগ্রেস থেকে বেশ কিছু এম এল এ দলত্যাগ করতে পারেন। নব কংগ্রেসের আকর্ষণী শক্তি এই উপনির্বাচনের ফলে জোরদার হয়েছে। শ্রী সিং-এর বদলে নতুন নেতা নির্বাচন? প্রস্তাবটি সমীচীন কিন্তু এটি কাজে রূপায়ণ করা সহজসাধ্য হবে না। আর লোকসভা-নির্বাচন কালে সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকার না থাকলে, ক্ষমতাধিষ্ঠিত থেকে নির্বাচনে লড়াইয়ের যে সুবিধা তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

রাজ্যের পাটকলগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য সাহায্যের অনুরোধ

স্টাফ রিপোরটার

পাট উৎপাদনকারী প্রতিবেশী রাজ্যে নতুন করে পাটকল স্থাপনের পরিবর্তে পশ্চিম বাংলার পাটকলগুলিকে আধুনিকীকরনের ব্যাপারে সাহায্য পাবার জন্য ভারত চেমবারস অফ কমারস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

বণিক সভার বক্তব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গে সে ৯৪ শতাংশ তাঁত এবং ৫৫ শতাংশ কাঁচা পাট উৎপাদন করা হয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে এখানে তার ৭৫ শতাংশের বেশী ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

প্রতিবেশী রাজ্যে নতুন পাটকল খোলা হলে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা তীব্রতর হবে বলেও তাঁরা আশংকা করছেন।

সি পি এম কর্মীদের বিক্ষোভ, বন্দীদের মুক্তি দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

হুগলি জেলা সি পি এম-এর পক্ষ থেকে হুগলির এ ডি এম-এর কাছে সোমবার এই অভিযোগ করা হয়, জেলায় এ পর্যন্ত যে ক'জনকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইনে আটক করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১২ সি পি এম কর্মী আছেন। এক স্মারকলিপিতে এ দাবিও রাখা হয়েছে ঃ নির্বাচন এসে গিয়েছে, অতএব ওঁদের ছেড়ে দেওয়া হোক।

স্মারকলিপি পেশের আগে তাঁদের দাবির সমর্থনে কয়েক শ সি পি এম কর্মী হুগলি জেলা শাসকের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

সংগীত সংহতি সম্মেলন

সপ্তাহব্যাপী সংগীত সংহতি সম্মেলনের পঞ্চম আসর মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় রবীন্দ্র-সদনে আরম্ভ হবে। এই দিনের অনুষ্ঠানসূচী ঃ

পশ্চিমবঙ্গ অধিবেশন — তথ্য চিত্রের প্রদর্শনী; কীর্তন (ছবি বন্দোপাধ্যায়); লোকসংগীত (নির্মলেন্দু চৌধুরী); রজনী-সংগীত (ছন্দম শিল্পিগোষ্ঠী); সেতার (জয়া বিশ্বাস); খেয়াল (অপর্ণা চক্রবর্তী); তবলা-লহরা (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ); খেয়াল, ঠুংরি (চিন্ময় লাহিড়ী); সরোদ (শ্যাম গাঙ্গোপাধ্যায়)।

বুধবারের আসরের (আরম্ভ বিকাল পাঁচটায়) প্রথম পর্ব রবীন্দ্র-সংস্কৃতি অধিবেশন নামে চিহ্নিত। এই পর্বের অনুষ্ঠান-সূচী এই রকম ঃ তথ্য চিত্রের প্রদর্শনী; রবীন্দ্র সংগীত (সুচিত্রা মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ, ঋতু গুহ); রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে আলোচনা (সন্তোষকুমার ঘোষ); গান (কণিকা বন্দোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়); দক্ষিণ ভারত অধিবেশন—তথ্য চিত্রের প্রদর্শনী; বেহালা (রাধানারায়ণ); ভরতনাট্যম (নির্মলা রামচন্দ্রন)।

জাতি-গঠনে বাস্তব অবদান

শংকর সিমেন্ট

এই চিহ্ন ISI গ্যারাণ্টীর প্রতীক

প্রজাতন্ত্র দিবসের অভিনন্দন

জানাচ্ছেন প্রস্তুতকারকগণ

ইণ্ডিয়া সিমেন্টস লিঃ

ধুন বিল্ডিং, মাদ্রাজ-২

বোম্বে অফিস ঃ কস্তুরী বিল্ডিং, চার্চ গেট রিক্লেমেশন, বোম্বে-২০

কলিকাতা অফিস ঃ ৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

নয়াদিল্লি অফিস ঃ ৬এ/৫০, ডাব্লিউ ই এ, নয়াদিল্লি-৫

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অশোকা — ১২ ৩ ৬টা — মহারাজা (সঞ্জয়, নূতন)

অলকা ৬৭-২০২৭ — ১, ৪।, ৭। — জনী মেরা নাম (৩য় সপ্তাহ)

নারায়ণী ৬৬-৩৩০৮ — ৩টা, ৬।টা — মেরা নাম জোকার (৪র্থ সপ্তাহ)

পার্বতী ৬৭-২৪১৯ — ১২, ৩, ৬ — (রঙীন) গীত (২য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬ — ১২, ৩, ৬ — মন নিয়ে

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-০১৫০ — ১২, ৩, ৬ — শারাফৎ

রূপায়ন — মন নিয়ে

শ্যামলী — কব কিঁউ আউর কাঁহা

রঙ্গা — গীত

যোগমায়া — এখানে পিঞ্জর

জয়া — মেরা নাম জোকার

রূপম — মন নিয়ে

বিনোদিনী — পরিণীতা

পূরবশ্রী — জনী মেরা নাম

ধাত্রী — আয়া শাওন ঝুমকে

জেম — আধি-রাত-কে-বাদ

মাধবী

কারিকা

৩৯শ সপ্তাহ — প্রতিদ্বন্দ্বী — মিনার - বিজলী - ছবিঘর

শেষ সপ্তাহ! — মঞ্জরী অপেরা — উত্তরা - উজ্জ্বলা

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২

আজ ২॥টা ও ৬টায়

বৃহঃ ৬টা, শনি ও রবিবার ২॥ ও ৬টায়

বেগম মেরী বিশ্বাস

কাহিনী: বিমল মিত্র

নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : রাসবিহারী সরকার

শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সাবিত্রীব্রত, সত্য, কণিকা, তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯

আজ ও রবি : ২॥ ও ৬টায়

বৃহ ও শনি : ৬টায়

মনোজ মিত্রের

বাবাবদল

শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, মিণ্টু, তুষার, মানস, বাসু, রত্না, মমতা, ইন্দিরা, সাধনা ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার

[শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

স্থাপিত : ১৮৮৩ ● ফোন : ৫৫-১১৩৯

— শর্মিলা —

আজ : [গণতন্ত্র দিবস] : ২॥ ও ৬টায়

বিশ্বরূপা ... শৌভনিক

মাইমোসিস ... কোলকাতা কোলকাতা

অঙ্গার — আজ ৩ ও ৬টায় — মিনার্ভা থিয়েটার

রঙ্গনা ... নান্দীকার

শ্রী কৃষ্ণলীলা

নিশিপদ্ম

প্রজাতন্ত্র দিবসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ — ফিরপো হোটেল

প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যলগ্নে দেশবাসীকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। যাত্রার ইতিহাসে এই প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় যাত্রার আমন্ত্রণ।

ভারতের সবারই মুখে একটি নাম—

তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১

১লা ফাল্গুনে অভিনয়ের স্থান—বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

চৈত্র মাসের বায়নার জন্য হেড অফিসে যোগাযোগ করুন।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫-৫৫৯৮

সমরেশ বসুর সওদাগর

শুভমুক্তি আসন্ন

অভিনয় — পত্রিকার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব

শঙ্কর কৌশিক

শুভ আবির্ভাব শুক্রবার ১২ই ফেব্রুয়ারী

পদ্মিনী

হরপার্বতী

সন্ধানীর প্রযোজনায়

অমল নাগের

একক রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠান

॥ গ্রন্থনায় : প্রদীপ ঘোষ ॥

॥ যন্ত্রসংগীত সহযোগিতা : সলিল মিত্র ॥

রবীন্দ্র সদনে

রবিবার ২১শে ফেব্রুয়ারী

সকাল ১০॥টায় ॥ টিকিট : ২, ৩, ৫,

প্রাপ্তিস্থান : স্টাইলো (গড়িয়াহাট) · সি গুহ (কলেজ স্ট্রীট, কফি হাউস) · কেরালা কাফে (দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট) · মেলোগ্রাম (রাসবিহারী এভেনিউ)।

● পারফেক্ট ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের সৌজন্যে ●

CLT

অবন মহল। ফোন ৪৬-১২০০

আজ বেলা ৩টা ও ৩১শে ৪টায়

সি. এল. টির অনবদ্য পুতুল নাচ

আলাদীন

আজ সন্ধ্যা ৬টায় : পূজারিণীর

অশ্রুমালার দেশে

অজিনজ্রী — প্যারাডাইস

আজ সকাল ১০॥ প্যারাডাইসে 'শহীদ ভগৎ সিং'। রক্সিতে 'তেরে ঘরকে সামনে'।

উত্তম ও দ্বৈতচরিত্রে সুপ্রিয়া

মন নিয়ে

সুরশ্রী — রূপম — আলেয়া

রূপায়ণ

সেদিন ছাব্বিশে জানুয়ারি

সারা দেশ শপথ নিয়েছিল

পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের

আজ আর এক

ছাব্বিশে জানুয়ারি

ইস্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

ঘোষণা করছেন

বিপ্লবী বাংলার স্মরণে

নিবেদিত

তাঁদের প্রথম চিত্রার্ঘ্য

শপথ নিলাম

পরিচালনা ॥ শচীন অধিকারী

সংগীতায়ন ॥ সুকুমার মিত্র

চিত্রায়ণ ॥ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশনা ॥ সত্যেন বসু

সম্পাদনা ॥ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

গীত রচনা ॥ অমিতাভ নাহা

নেপথ্যকণ্ঠ ॥ মান্না দে, প্রতিমা, দীনেন ও সুবাস

রূপায়ণ ॥ সমিত, শুভেন্দু, দিলীপ, শেখর, ভাস্কর, মলিনা, সাবিত্রী, শমিতা, শিবানী ও সুনন্দা

৪র্থ জনপ্রিয় সপ্তাহ

মেরা নাম জোকার

মেট্রো — জ্যোতি — মেনকা

দর্পণা — গণেশ — ওরিয়েন্ট

জনী মেরা নাম

তুম হাসীন ম্যায় জোয়ান

পরিচালনা : ভাপ্পী সোনী

সঙ্গীত : শংকর জয়কিষণ

সোসাইটি ২॥, ৫৳, ৮৳ — অনুরাধা (গৌহাটী)

প্রভাত (কটক) — হিন্দ (কটক)

অন্নপূর্ণা : বারুইপুর শো হাউস (সোনারপুর) (বারুইপুর)

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ যে দুর্যোগের ঘনঘটা তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী ছবি

উত্তম · অপর্ণা অভিনীত

কলামন্দিরের

এখানে পিঞ্জর

পরিচালনা যাত্রিক

সংগীত ভুপেন হাজারিকা · মিতালী পরিবেশিত

প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়

রূপবাণী ● ভারতী ● অরুণা

পদ্মশ্রী ॥ মধুচিত্রা ॥ যোগমায়া ॥ মায়া (২, ৫, ৮)

নিউ তরুণ ॥ নেত্র ॥ কৈরী ॥ শ্রীরামপুর টকীজ ॥ নৈহাটি সিনেমা

শুক্রবার থেকে : শ্রীমা (খড়দহ) ॥ মহুয়া (মেদিনীপুর) ॥ মেঘদূত (শিলিগুড়ি)

---

২৭ জানুয়ারি বুধবার থেকে অগ্রিম বুকিং

নারকীয় কাহিনী, দুর্দান্ত গতি এবং অপরূপ প্রণয়লীলা সমৃদ্ধ দুঃসাহসিক অনবদ্য চিত্র

নবীন · রেখা

শাওয়ান ভাদো

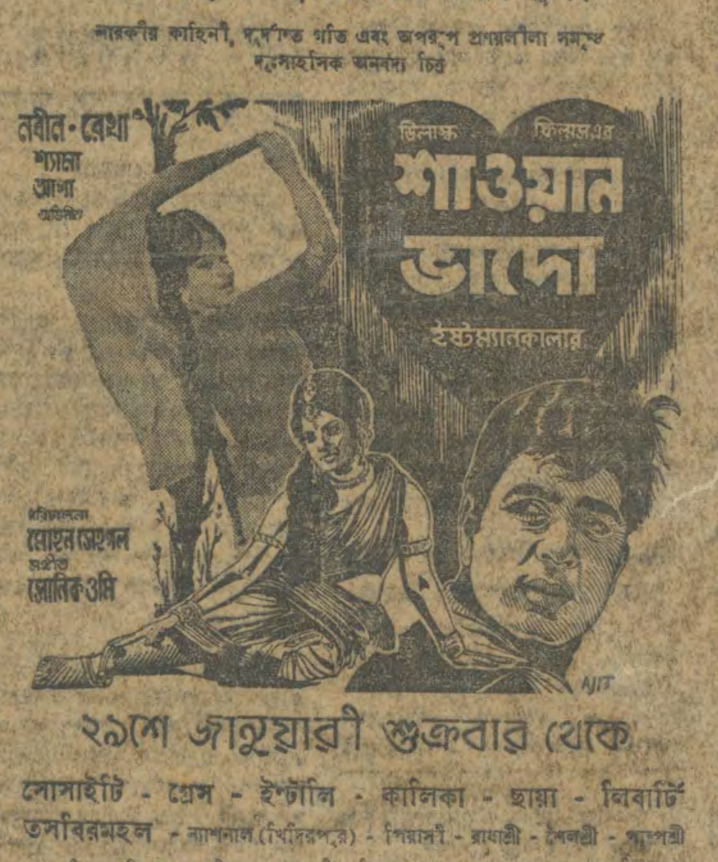

২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার থেকে

সুন্দরী

রাধা · পূর্ণ · পূরবী

সঙ্গে দেখানো হচ্ছে : Laurel And Hardy's Laughing 20s.

মহারাজা

জনপ্রিয় ৯ম সপ্তাহ!

গীত

JOHNNY BANCO '70 EASTMANCOLOR

মহাজাতি সদন : নিয়মিত নাট্যাভিনয়

শুভমুক্তি বৃহস্পতিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, '৭১, সন্ধ্যা ৬টায়

এন্যাক্ট এণ্টারপ্রাইজ প্রযোজিত—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

অমাবস্যার গান

নাটক : বিধায়ক ভট্টাচার্য — সঙ্গীত : অনিল বাকচী

মঞ্চসজ্জা : সুরেশ দত্ত — আলো : তাপস সেন

রূপায়ণেঃ দিলীপ রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, শমিতা বিশ্বাস, কেতকী দত্ত এবং প্রসূন ব্যানার্জী

প্রয়োগ প্রধানা : কেতকী দত্ত — সহযোগী : পরেশ দাস

প্রত্যহ সকাল ৮॥ থেকে রাত ৮॥ পর্যন্ত মঞ্চে (৩৪-৬৬৬৫) টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

প্রজাতন্ত্র দিবসের সানন্দ ঘোষণা!

বাঙলার লক্ষ লক্ষ অবহেলিত, নির্যাতিত মেহনতী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে বাস্তব চলচ্চিত্র—

অনিল কুমার — রচিত ও প্রযোজিত

জনতার আদালত

■ মুক্তি আসন্ন ॥

সশ্রদ্ধ নিবেদন!

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও জনসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, পণ্ডীচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা'র আশীর্বাদ-ধন্য উমেশ মজুমদার ও পরেশ মজুমদার প্রযোজিত, দীপক গুপ্ত পরিচালিত ও হেমন্ত মুখার্জী সুরারোপিত শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক জীবন-আলেখ্য "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" ছবিখানি গত ৩ বছরের প্রচেষ্টায় সমাপ্ত হয়েছে। গত ৩০শে নভেম্বর পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাধক-সাধিকারা এক ঘরোয়া প্রদর্শনীতে উক্ত ছবিখানি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বর্তমানে ছবিখানি সেন্সর বোর্ড কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। এই মহান মানব-প্রেমিকের পূত-জীবনকথা বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ছবিখানিকে 'প্রমোদ-কর'-মুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতা ও শহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীকমলা ফিল্মস্‌

বুকিং-এর জন্য শ্রীশঙ্কর ফিল্ম এক্সচেঞ্জ, ২০০, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ ২৯। (ফোন : ৪৬-০৬৯৯) এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

উত্তমকুমার — সৌমিত্র

অরুণ রায়চৌধুরীর ১৯৭১-এর সানন্দ ঘোষণা

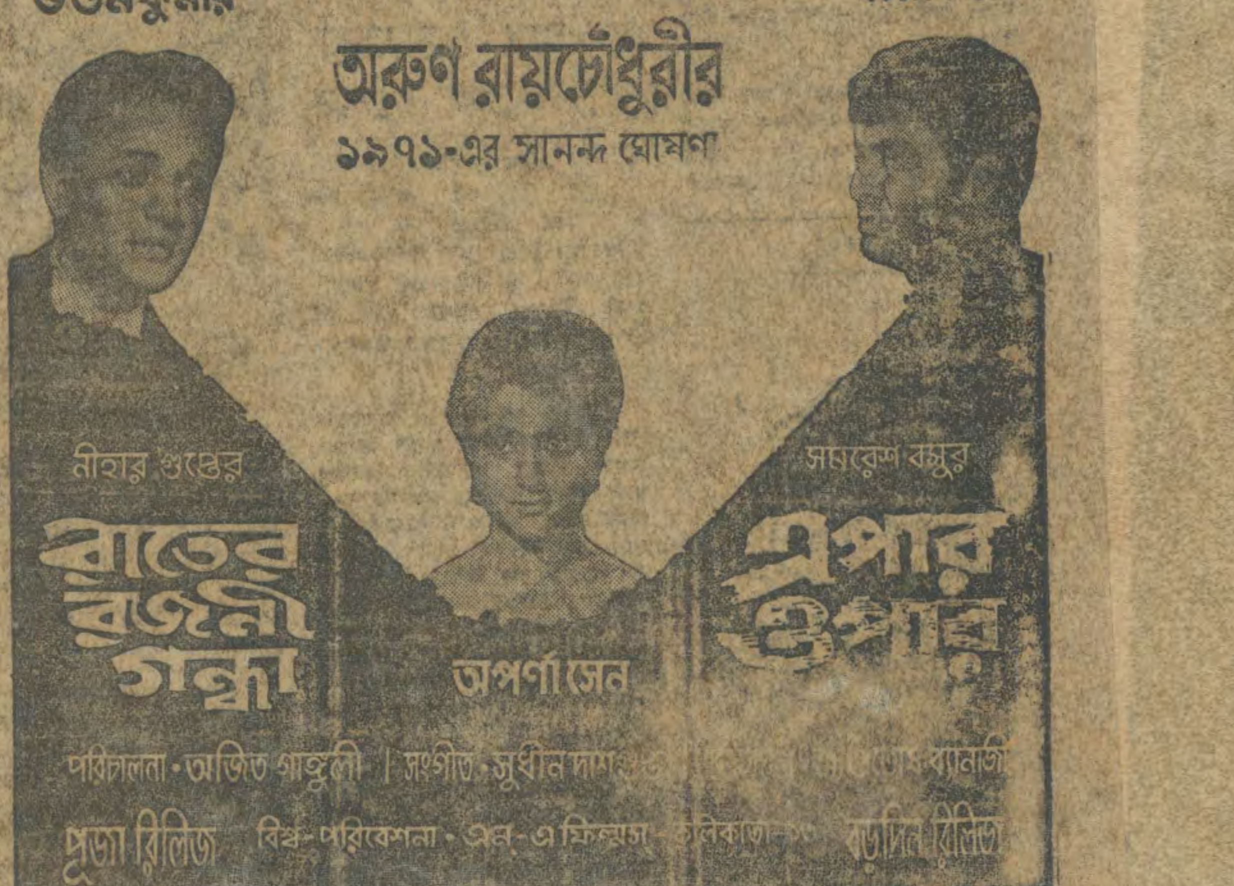

রাতের রজনীগন্ধা — অপর্ণা সেন — এপার ওপার

পূজা রিলিজ

শিক্ষায়তনে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ার জন্য আলোচনার প্রস্তাব

কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন সমাপ্ত

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যের কলেজগুলিতে আগামী পরীক্ষাগুলি যাতে নির্বিঘ্নে গ্রহণ করা যায় তার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কলেজ ও স্থানীয় ইউনিটগুলিকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন কলেজে কলেজে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকদের নিয়ে ওই একই উদ্দেশ্যে কনভেনশনের আয়োজন করেন।

সোমবার সমিতির ৪৪তম সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে এই মর্মে গৃহীত এক প্রস্তাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্রতীদের উপর হামলা ও পরীক্ষা হলে ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এই সব কার্যকলাপের সঙ্গে যাতে তাদের ছাত্র ও যুব সমর্থকরা যুক্ত না হন এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তার জন্য ওই প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তাঁদের ছাত্র ও যুব সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এ ছাড়া প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন গোলমাল, উত্তরপত্র মূল্যায়নের ত্রুটিবিচ্যুতি দূরে করার জন্যও ওই প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ করা হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে নিয়মিত মাসিক বেতন দান ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্পর্কে ইতিমধ্যে দেওয়া সরকারী প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করার ভার কর্মসমিতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক এক আদেশের ফলে স্পনসরড কলেজের যে শতাধিক 'কর্মরত সুযোগ্য অধ্যাপক' কর্মচ্যুত হতে বসেছেন, সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে তাঁদের ছাঁটাই না করার দাবি জানানো হয়েছে। এই সব প্যানেল-বহির্ভূত অধ্যাপকদের যাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনরকমেই ছাঁটাই করতে না পারেন তার জন্য সমিতির স্থানীয় ইউনিটগুলিকে ওই প্রস্তাবে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অন্যান্য কয়েকটি প্রস্তাবে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান, প্রত্যেকটি স্পনসরড কলেজে শিক্ষকদের জন্য পৃথক প্রভিডেনট ফানড হিসাব রাখার ব্যবস্থা, অধ্যাপকদের জন্য ট্রিপল বেনিফিট স্কীমের (পেনসন, প্রভিডেনট ফানড, গ্র্যাচুয়িটি) প্রবর্তন, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের রেল কনসেশন, পরীক্ষকদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবি জানানো হয়।

এদিনের প্রকাশ্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী। বিভিন্ন প্রস্তাবের সমর্থনে বহু অধ্যাপক প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

সর্বোদয় শান্তি পদযাত্রা—সকাল সাড়ে ৭টায় গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান (১১১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড) থেকে রওনা হয়ে চারুচন্দ্র ভবনে শেষ হবে। ঐ স্থানে সাড়ে ৪টায় জনসভা, সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। **সংবর্ধনা সভা**—সকাল ১০টায় ১৩, চারু এভিনিউস্থিত বাসভবনে তীর্থবাসর আরট সেনটারের উদ্যোগে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সংবর্ধনা। **অনঙ্গমোহন হরিসভা**—(১৮৮, ডবলু, সি, ব্যানারজি স্ট্রীট) ৬টায় অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্মরণ-তিথি উপলক্ষে কীর্তন ও 'নিত্যানন্দ প্রবাহ' ভাষণ। **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**—(২১১, বিধান সরণি)—সকাল ৮টায় উপাসনা, ৩॥টায় বালক-বালিকা সম্মেলন ও ৫টায় 'বাংলার মনীষী স্মরণ' বিষয়ে বক্তৃতা। **নদের নিমাই মন্দির**—হাওড়া—৫টায় সংগীতানুষ্ঠান। **বসে আঁকা শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা**—বেলা ১টায় ২২ **পল্লী** সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সুভাষ উদ্যানে (নরদারন পারক) প্রতিযোগিতা শুরু। **ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ** (১এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড)—৩॥টায় নৈশ বিদ্যালয়ের উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ, ৫টায় প্রীতি সম্মেলন। **যশোহর সাহিত্য সংঘ**—৩টায় বারাসত পাইওনীয়ার পল্লীস্থ সংঘ কার্যালয়ে মাইকেল মধুসূদনের জন্মোৎসব। **ঊর্মিবতী সংস্থা**—সকাল ৮টায় আড়িয়াদহে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব ও সাধারণ সভা। **অগ্রদূত সংস্থা**—৪॥টায় ১৫।৪, ফকির চক্রবর্তী লেনস্থিত শিশু পাঠশালা ভবনে পুরস্কার বিতরণ।

নেতাজী তথ্যচিত্র—নেতাজী রিসারচ ব্যুরোর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার বসু জানাচ্ছেন যে, 'নেতাজী ইন অ্যাকসন' তথ্যচিত্রটি জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। শীঘ্রই এই প্রদর্শনী কম দর্শনীতে পুনরায় দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। এ সম্পর্কে যথাসময়ে জানানো হবে।

বুধবারের সভা

অবনীন্দ্র পরিষদ—৬টায় ৪নং এজগিন রোডে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শততম জন্মজয়ন্তী পালন। **আকাডেমি অব ফাইন আরটস**—পাঁচটায় টমাস ডেনিয়াল ও উইলিয়াম ডেনিয়ালের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। **ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ**—সাড়ে ৬টায় রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে আলোচনা। **হাওড়া সমাজ**—৬টায় শ্রীমন্দিরে রামায়ণ গান। **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**—মাঘোৎসব উপলক্ষে ৬টায় সভ্যদের বার্ষিক সভা। **রাণী ঝান্সি বাহিনী**—মহাজাতি সদনে সাড়ে পাঁচটায় রজত-জয়ন্তী উৎসব। **চিত্র প্রদর্শনী**—ছয়টায় অঞ্জু চৌধুরীর চিত্র প্রদর্শনী আকাডেমি অব ফাইন আরটস প্রেক্ষাগৃহে।

এই শুক্রবার, ২৯শে

শুরু হবে এদের এক অতি বিচিত্র বুদ্ধির লড়াই!
অগ্রিম বুকিং কাল শুরু!

ওরিয়েণ্ট ॥ ম্যাজেস্টিক
নাজ ॥ উত্তরা ॥ উজ্জলা
শিকাডিলি ॥ পার্বতী ॥ এলোরা ॥ ইন্দ্রধনু
চিত্রপুরী ॥ রাজকৃষ্ণ ॥ ছায়া ॥ রমা ॥ প্রফুল্ল
শ্রীলক্ষ্মী ॥ চিত্রালয় ॥ ডটিনী ॥ ভবানী
(কুচবিহার) ॥ কমল (মেটিয়াবুরুজ)
আনন্দম (বনহুগলী)

আসন নিয়ে আট পারটির শরিকে শরিকে আলোচনা

স্টাফ রিপোরটার

আট পারটি জোটের শরিক দলগুলি সোমবার সারাদিন আসন ভাগাভাগী নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যান। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ আট পারটি জোট আসন ভাগাভাগী চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসেন। গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক চলতে থাকে। জোটের একজন মুখপাত্র শেষ খবর দেন, প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়ে আসছে। ২৭ জানুয়ারি, না হলে ২৮ জানুয়ারি পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবেই।

আসলে সি পি এম, বাংলা কংগ্রেস, এবং নব কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ায় আট পারটির অনেক শরিক নিজেদের জোটের তালিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কোন কোন শরিক দাবি তোলেন, সব না হোক যতগুলি আসনের মীমাংসা হয়েছে, প্রথম কিস্তিতে তাই বের করে দেওয়া হোক। না হলে জনসাধারণের মনে আট পারটি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা গড়ে উঠবে। তা ছাড়া বিভিন্ন দলের কর্মীদের কাছ থেকেও তাড়া আসে, তাড়াতাড়ি প্রার্থী নির্বাচন শেষ করুন। নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে হলে আর দেরি করা উচিত নয়।

মোটামুটি ৫৫টি আসন নিয়েই জোটের শরিকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এই ৫৫টির মধ্যে বড় শরিক সি পি আই-এর দাবি গোটা ৩০। একজন শরিকের মতে, ওই ৫৫টির অধিকাংশই 'কৃত্রিম' দাবি। অনেক শরিক একটা আসনের জন্য দু-তিনটি ভুয়া দাবি রেখেছেন।

এ ছাড়াও ওদিকে ইনডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ তালিকা প্রকাশের ব্যাপারে আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাঁরাও চাপ দিচ্ছেন, আপনারা আট পারটি যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে হবে।

আট পারটি জোটের শরিকরা আজ সকলেই নিজেদের পারটিতে চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে বৈঠক করবেন। তারপর প্রয়োজন হলে আজ, মঙ্গলবার আবার আট পারটির বৈঠক হতে পারে।

আর এস পি পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল

আর এস পির রাজ্য কমিটির প্রথম দিনের বৈঠকে মঙ্গলবার আবার সেই একই সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আর এস পি আসন ভাগাভাগী করতে পারে, কিন্তু কোনরকম আঁতাত বা সমঝোতা নয়। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের ব্যাপারেও এই নীতি বহাল থাকবে।

দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এদিনের বৈঠকে ছিলেন না। তিনি দিল্লি থেকে ট্রাংক কলে শ্রীমাখন পালের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। শ্রীচৌধুরী আজ মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরছেন।

আর এস পি বিধানসভায় ৩৭টি এবং লোকসভায় ৫টি—বহরমপুর, বালুরঘাট, জয়নগর, জঙ্গীপুর ও জলপাইগুড়ি আসনে প্রার্থী দেবেন।

দমদমে

দমদম ও দক্ষিণ দমদম টাউন কংগ্রেস (আদি) সম্প্রতি এক যুক্ত সভায় মিলিত হয়ে বিধানসভার দমদম কেন্দ্রে কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীপীযূষচন্দ্র বোষের নাম সুপারিশ করেন। সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীঅমরেশ ভট্টাচার্য।

পুরুলিয়ার সব কটি আসনে লোকসেবক সংঘের প্রার্থী

লোকসেবক সংঘ পুরুলিয়া জেলার সব কটি বিধানসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া এই দল পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

উত্তর কলকাতার রমেশ দত্ত স্ট্রীটের জয়ন্ত মালিক পাঁচ মাস ধরে বাঁশের কুচি দিয়ে এই সরস্বতী প্রতিমা তৈরী করেছেন। —নিজস্ব চিত্র

চারজন খুন, সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রবিবার গভীর রাত্রে একজন গ্রামবাসী নিহত হন।

জোড়াবাগানের ঘটনা সম্পর্কে জানা গেল যে, ওইদিন রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় শ্রীসেন যখন দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সে সময় কয়েকজন ছুরি নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে আর-জি-কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনি মারা গিয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়।

সোমবারের সকালে নোয়াপাড়ার ঘটনা সম্পর্কে উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা আরও জানান যে, নোয়াপাড়া থানা এলাকায় সি পি এম ও নকশালপন্থীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে বোমার আঘাতে এক ব্যক্তি নিহত ও আর একজন গুরুতর আহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশকে সাত রাউন গুলি ছুঁড়তে হয়। নিহত শ্রীঘোষ এবং আহত শ্রীগোপাল চক্রবর্তী উভয়েই সি পি এম সমর্থক বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

সোমবার সকালে বেহালা থানা এলাকার সরশুনার কাছে ১২ বছরের একজন তরুণের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।

বেহালা বন্ধ

পুলিস জুলুমের প্রতিবাদে সোমবার বেহালা এলাকায় বন্ধ পালন করা হয়। রবিবার ঠাকুরপুকুরে এক হাঙ্গামার সময় পুলিশের গুলিতে একজন সি পি এম সমর্থক নিহত হন। তার প্রতিবাদে ওই বন্ধ।

দোকানপাট হাটবাজার, যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। দুপুর পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে গাড়ুলিয়ার গোয়ালাপাড়ায় শ্রীশুকদেও মাল্লা নামে একজন ফরওয়ারড ব্লক কর্মী ছুরিকাহত হন। কয়েকজন অপরিচিত লোক তাঁকে বুকে, গলায় ছোরা মারে। ওই জায়গায় বোমার টুকরোয় শ্রীমতী রেওয়া দেবী ও সাত বছরের একটি মেয়ে কুমারী দেবী আহত হয়। তাদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ঘটনাটি ঘটে ৯-৩০ মিনিট নাগাদ।

বোমা বিস্ফোরণের খবর পেয়ে বারাকপুরের সারকেল ইনসপেকটর ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। পথে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাকটরির কাছে ৫—৬ শয়ের মত এক মারমুখী জনতাকে পাইপগান, লাঠি, বল্লম নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে দেখেন। তিনি তাদের সামনে গিয়ে পৌঁছলে জনতা আরও মারমুখী হয়ে ওঠে। তখন তিনি সাত রাউনড গুলি ছোড়েন জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলথেকে পুলিশ একটি দেশি পিস্তল, একটি পাইপগান, ১২ বোরের একটি তাজা কারতুজ ও কয়েকটি ব্যবহৃত কারতুজ উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে ৫জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বারাকপুরের একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার জানান, ঘটনাস্থলে শ্রীরমেশ ঘোষের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার পাশে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী আহত অবস্থায় ছিলেন। বোমার আঘাতে তার একটি হাত সম্পূর্ণ উড়ে যায়। পুলিশ শ্রী চক্রবর্তীকে প্রথমে বি এন বসু হাসপাতালে ভরতি করে। পরে তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

তিনি জানান, পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যান নি। তবে কয়েকজন আহত হন। কিন্তু আহত ব্যক্তিদের জনতা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাদের নাম ধাম পাওয়া যায় নি। নিহত ব্যক্তির ঘাড়ের উপর বোমার জখমের চিহ্ন ছিল। গুলির কোন আঘাত ছিল না বলে তিনি জানান। তবে অন্য এক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যায় পুলিশের গুলিতেই শ্রীরমেশ ঘোষের মৃত্যু ঘটে।

বাসে আগুন

এদিন বেলিয়াঘাটা ও টালিগঞ্জ এলাকা থেকে বাসে অগ্নিসংযোগ বোমা মেরে আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ভোর ৬টা নাগাদ বেলিয়াঘাটা মেন রোডে কয়েকজন একখানি স্টেট বাসে আগুন লাগায়। বাসটির ইনজিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে সেটিকে রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। টহলদার পুলিশ আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাসখানিকে এরপর ওখান থেকে অনত্র নিয়ে যাওয়া হয়।

ট্যাকসি থেকে বোমা

বেলা ১টার সময় টালিগঞ্জ এলাকায় ন্যাশনাল হাই স্কুলের সামনে একখানি চলন্ত ট্যাকসি থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে চারজন আহত হন। তাঁদের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বেলিয়াঘাটায় ব্যাপক তল্লাসি গ্রেফতার

কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ গত দুদিনে বেলেঘাটার বিভিন্ন অঞ্চলে তল্লাসী চালিয়ে কয়েকটি পাইপগান ও বোমা তৈরির মত প্রচুর মালমশলা উদ্ধার করে। দুপুরে বেলিয়াঘাটার রাধামাধব দত্ত, গারডেন লেনে তল্লাসী চালিয়ে ১টি পাইপগান, তিনটি গ্রেনেড, ১০টি মলটোভ ককটেল, ২০ কেজি আসেনিক সালফাইড এবং প্রচুর পরিমাণে মাওবাদী প্রচার পত্র ও পুস্তিকা আটক করে। এ সম্পর্কে পুলিশ ৬জনকে গ্রেফতার করে। আর এক জায়গায় সকালে তল্লাসী সম্পর্কে আরও ৮জনকে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রায় ৫০ জনকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। এ'দের মধ্যে বেশ কিছু লোক শহরের বাইরের বাসিন্দা।

বীজপুরে কারফু চলছে

বীজপুর এলাকার অবস্থা শান্ত থাকলেও সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত আবার কারফু জারী করা হয়। এছাড়া নৈহাটি ও বীজপুর-এর কিছু অংশে ১৪৪ ধারা বলবৎ রাখা হয়েছে।

দত্তপুকুর স্টেশনে গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার দত্তপুকুর স্টেশনে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একটি ট্রেন ঢোকার সময় একজন লোক পাপইপগান থেকে গুলি চালায় বলে খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আটক আইনে ৭০০ জন

হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইনে কলকাতা শহরে এপর্যন্ত প্রায় ৭০০ জনকে আটক করা হয়েছে বলে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শুক্রবার সাংবাদিকদের জানান।

ফুলবাড়িতে খুন

শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, খড়িবাড়ির ফুলবাড়ি অঞ্চলে রবিবার অধিক রাতে একজন বিশিষ্ট গ্রামবাসী নিহত হন। তাঁর নাম শ্রীশনি রাই।

তাঁর স্ত্রী আহত হয়েছেন। তাঁকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নকশালপন্থীরা জড়িত বলে তাঁদের সন্দেহ। এ নিয়ে গত ১৪ দিনে শিলিগুড়ি পল্লী অঞ্চলে খুনের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪।

শহরের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি আলোচনার জন্য পুলিশ সুপার বুধবার সন্ধ্যায় পৌর হলে একটি নাগরিক বৈঠক ডেকেছেন।

বাটরার ও সি হাসপাতালে স্থানান্তরিত

বাঁটরা থানার আহত ও সি শ্রীকনককান্তি ভট্টাচার্য এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দীর্ঘাঙ্গীকে সোমবার ভবানীপুর পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এ'রা দু'জন রবিবার বিকালে বোমার আঘাতে আহত হন। এ'দের অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি বলে জানা যায়।

এই ঘটনার কিছু পরে পুলিশের উপর বোমা ফেলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঝাউতলা এলাকা থেকে তিনজন যুবককে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এখন জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে এ'দের কোন সম্পর্ক নেই। এবং এ'রা নকশালপন্থীও নন। হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্র জানান, প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে রবিবার রাত্রে এই খবরটি দেওয়া হয়েছিল।

খড় বিক্রেতা ছুরিকাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

পলাশী, ২৫ জানুয়ারি—গতকাল রাত্রে কৃষ্ণনগরের চড়শম্ভুনগর অঞ্চলে একজন খড় বিক্রেতা ছুরিকাহত হন। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শক্তিনগর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

জানা যায়, ঐ খড় বিক্রেতা যখন বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় কয়েকজন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে এবং তর নিকট থেকে পাঁচশত টাকা নিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

হুগলীতে স্কুলে আগুন

হুগলির সিদ্ধেশ্বরীতলায় এস সি ট্রেনিং স্কুলে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ আগুন লাগানো হয়। কিছু চেয়ার টেবিল পুড়েছে বলে দমকল থেকে জানা যায়। পুলিশের সন্দেহ এটি নকশালপন্থীদের কাজ।

প্রজাতন্ত্র দিবস (২২তম)

আজ ২৬ জানুয়ারি ('৭১), ২২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে :—**সরকারী কর্মসূচী**—সকাল ৯টায় রেড রোডে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ। রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান কর্তৃক অভিবাদন গ্রহণ। কুচকাওয়াজে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উন্নয়ন ও সংস্কৃতিমূলক ট্যাবলো প্রদর্শন। রাজভবনে রাজ্যপালের উদ্যোগে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী 'আমাদের স্বপ্নের ভারত' বিষয়ক প্রদর্শনী। **মহাজাতি সদনে**—সন্ধ্যা ৬টায় অছি পরিষদের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান। সভাপতি — শ্রীভূপতি মজুমদার। **ফরওয়ারড ব্লক (জোড়াসাঁকো শাখা)**—সকাল ৮টায় মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে পতাকা উত্তোলন ও জনসভা। **ন্যাশনাল ফ্রনট অব ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন**—বিকাল ৩টায় ভারত সভা হলে শ্রমিক সমাবেশ। **প্রাক্তন সৈনিক সমিতি** (আউটরাম রোড ময়দান) প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যদের যোগদান। **দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস (আদি)**—সকাল ৯॥টায় হাজরা পারকে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শহীদ বেদীতে মাল্যদান। **মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস (নব)**—সকাল ১০টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জনসভা। **৬০নং ব্লক কংগ্রেস**—সকাল ৯টায় হিউজেস পারকে, ৯॥টায় ৭নং সাউথ ট্যাংরা রোডে ও ৯টা ৪৫ মিনিটে ধাপায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন। **কলকাতা পৌর সংস্থা**—সকাল ১০॥টায় ৫নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানারজি রোডস্থ কেন্দ্রীয় পৌরভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান। সভাপতি মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। **দক্ষিণ কলকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি**—বিকাল ৩টায় দেশপ্রিয় পারকে শরীর চর্চা অনুষ্ঠান। **বেলুড় কংগ্রেস কমিটি**—সকাল ৯॥টায় বেলুড় মিউনিসিপ্যাল ময়দানে পতাকা উত্তোলন। **দঃ পূঃ রেলওয়ে গারডেন রীচ** কার্যালয়ে সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলন। **সিমলা সেবা সমিতি**—১১১ বলরাম দে স্ট্রিটস্থ সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান। **ভারত গণতান্ত্রিক জারমান মৈত্রী সমিতি**—বিকাল ৫॥টায় ২৭ জি কলেজ স্ট্রিটে 'রবীন্দ্রনাথ' জীবনীচিত্র প্রদর্শন।

সারা ভারত মৌলানা আজাদ সমাজ কল্যাণ মিশন—মৌলানা আজাদ ভবনে সকাল ৬টায় পতাকা উত্তোলন ও বেলা ১১টায় জনসভা। **রাজবল্লভ পাড়া ব্যায়াম সমিতি**—সমিতি ভবনে সারাদিনব্যাপী প্রজাতন্ত্র উৎসব। **দি ফ্রেনডস্** (বাণীপুর ২৪ পরগণা)—সংঘ মাঠে শিশু-শিবির। **যুব পরিষদ**—সকাল ৮॥টায় ৮০।২, স্বামী বিবেকানন্দ রোডে পতাকা উত্তোলন। **নেতাজী ব্যায়ামাগার**—সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলন। **চন্দননগর যুব কংগ্রেস**—সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলন ও বিকাল ৫টায় বড়বাজার কার্যালয়ে সম্মেলন।

হাওড়ায় অনুষ্ঠান

হাওড়া ময়দানে—অখিল ভারত হরিজন সেবা সংঘের ব্যবস্থাপনায় দুপুর ১২টা থেকে সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। **হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি (আদি)**—সকাল ৯টায় হাওড়া কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠান। সভাপতি — শ্রীশংকরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। **হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ**—সকাল ৯টায় ২৩৩, নেতাজী সুভাষ রোডে অনুষ্ঠান। **হাওড়া, ৪০ ওয়ারড কংগ্রেস কমিটি (আদি)**—সকাল ৮টায় ৫৭।১, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়ায় পতাকা উত্তোলন ও সন্ধ্যায় সভা। **প্রগতি সংঘ**—সকাল ৮টায় হাওড়া, নেপাল সাহা লেনে পতাকা উত্তোলন। **পূর্ব রেলওয়ে**—সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ফেয়ারলি প্লেসে পতাকা উত্তোলন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে অনুষ্ঠান

আজ মঙ্গলবার প্রজাতন্ত্র-দিবস উপলক্ষে সকাল সাড়ে ন'টায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-ভবনে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু পতাকা উত্তোলন করবেন।

চুঙ্গি কর্মীদের সংস্থা সম্পর্কে

চুঙ্গি কর্মীদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী গোপাল চ্যাটারজি, উৎপল বিশ্বাস, আশুতোষ চক্রবর্তী, শৈলেন ঘোষ প্রমুখ জানাচ্ছেন যে, গত ২৫ জানুয়ারি বহু কর্মীর উপস্থিতিতে যে সাব-অরডিনেট এনট্রি ট্যাকস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, তার সঙ্গে রাজ্য-কো-অরডিনেশন কমিটির কোনও সম্পর্ক নেই।

সংশোধনী

২৪-১-৭১ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন সম্পর্কে লক্ষ্য করিবেন যে, ২১-২-৭১ তারিখে কলসসৈকতে ভ্রমণ বাতিল করা হইয়াছে এবং বিষ্ণুপুর-দীঘা এর ভ্রমণ ফেব্রুয়ারি ১৪-১৫ এর স্থলে ফেব্রুয়ারি ১২-১৪ তারিখে হইবে। অসুবিধাদির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট ব্যুরো দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

২৫-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রত্যাহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং E-347801; প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং A-307711, B-268272, C-151252, D-398456

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

ট্রাফিক জ্যাম এড়াতে 'ফ্লাই ওভার' তৈরি হবে

স্টাফ রিপোরটার

ট্রাফিক জ্যাম এড়াতে ব্যাবোরন রোড থেকে হাওড়া সেতু পর্যন্ত একটি ফ্লাই ওভার তৈরি হবে। সোমবার কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পৌর সংস্থার একটি যুক্ত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই 'ফ্লাই ওভার' প্রকল্পটি সি এম পি ও'র তৈরি। এজন্য খরচ হবে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন রবীন্দ্র সেতু কমিশনারস কর্তৃপক্ষ। ওই সেতুর জন্য আদায়ী করের উদ্বৃত্ত এই প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে। বাকি ৩৫ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন সি এম ডি এ। ফ্লাই ওভার তৈরির ভার বন্দর কর্তৃপক্ষের। শীঘ্রই এজন্য সমীক্ষা শুরু হচ্ছে।

এদিনের বৈঠকে পৌর কমিশনার শ্রী এম জি কুট্টি ও পোরট কমিশনারস এর চেয়ারম্যান শ্রী কে কে রায় উপস্থিত ছিলেন।

নতুন হলট স্টেশন উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা

শনিবার বারাসত-হাসনাবাদ শাখায় একটি নতুন হলট স্টেশন উদ্বোধন হয়। শিয়ালদহ বিভাগের হাড়োয়া রোড ও মালতিপুর স্টেশনের মাঝে নতুন স্টেশনটির নাম 'কাঁকড়া-মিরজাপুর'। বিকাল ২-৪৬ মিঃ-এ হাসনাবাদগামী এস ৪৬৫ আপ ট্রেনটি প্রথম থামে। স্টেশনটিতে আপাতত চারটি আপ ও চারটি ডাউন ট্রেন থামবে।

বিবাহে কিংবা উৎসবে

ন্যায্যমূল্যে মাছ!

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্রেডিং সেণ্টার

(ফিস ডিপার্টমেণ্ট), কলিকাতা—১

বিবাহ ও উৎসবে ন্যায্যমূল্যে মাছের জন্য শুধুমাত্র আমাদের নিম্নলিখিত অনুমোদিত এজেণ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :—

উত্তর কলিকাতা — ফোন ৫৫-৩২০৬
মিঃ এস. এন. মজুমদার, C/o. "ট্রেডার্স ব্যুরো", শ্যামবাজার ১২নং ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪

দক্ষিণ কলিকাতা—ফোন : ৪৭-৬৫৫২
মিঃ এস. এন. দত্ত ও মিঃ এস. ভদ্র, C/o. নিরালা রেস্তোরাঁ—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হিন্দুস্থান মার্ট, গড়িয়াহাট, ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯

মধ্য কলিকাতা — ফোন ৪৪-১২৬৫
মিঃ এস. এন. মিত্র, C/o. জি. মেকাঞ্জি এণ্ড কোং (১৯১৯) প্রাঃ লিঃ, ২৪বি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

বরানগর — ফোন : ৫৬-৩৯৭৫
মিঃ ডি. কে. চ্যাটার্জি, ৪১/১, কাশীপুর রোড (৪নং বাস স্ট্যাণ্ড), কলি-৩৬

দমদম — ফোন : ৫৭-৩৬৬৯
মিঃ কে. বসাক ও মিঃ এন. নস্কর, C/o. "মুখারজি ডেকরেটরস", সাতগাছি মোড়, ৯৯/৫১, যশোহর রোড, কলিকাতা-২৮

বুশ আবার বাজিমাৎ করেছে!

এই প্রথমবার ভারতে,
বুশ ১-ব্যাণ্ডের দামে* একটি ২ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল ট্রানজিস্টার সেট বাজারে ছেড়েছে।

সিলোন, বিবিসি…২৫, ৩১ এবং ৪১ মিটার ব্যাণ্ডে অন্যান্য বিদেশী স্টেশন আপনি চাইলেই হাজির হবে।

বুশ
বডালাড

* এমনকি লাইসেন্স ফী পর্যন্ত অর্ধেক—১৫, টাকার পরিবর্তে ৭/৫০, টাকা। প্রতি বছরে ৭/৫০, টাকা বাঁচাতে পারবেন।

mcm/br/16b ben

অগ্রগতিকে আর-ও গতিশীল করার জন্য

ইডকল

সেরা পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট ব্যবহার করুন

আজ সারাদেশে স্বল্পব্যয়ে ক্রমবিবর্দ্ধমান নির্মাণকার্যের জন্য আরো বেশি পরিমাণে সিমেণ্টের প্রয়োজন। এই কর্মযজ্ঞে মিতব্যয়ী সুষ্ঠু প্রয়োগে সহযোগিতা করছে ইডকল পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।

ইডকল সিমেণ্ট সব রকম অবস্থাতেই সহজে ব্যবহার করা চলে। দ্রুত জমিয়ে নেয়ার বিশেষ গুণের জন্যেই এঞ্জিনীয়ার এবং নির্মাণ শিল্পীদের কাছে ইডকল বিশেষ আদৃত। শুকোবার সংগে সংগে গাঁথুনিকে মজবুত করে বলেই ইডকল আপনার নির্মাণের কাজে অপরিহার্য।

ইডকল পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট এখন সহজেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, নেফা এবং মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান জেলায় আমাদের ষ্টকিষ্ট, ডিলার ও পরিবেশকদের কাছে পাওয়া যায়।

IDCOL PORTLAND CEMENT

দি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন অব ওড়িশা লিঃ
(ওড়িশা সরকারের একটি সংস্থা)—এর একাংশ :

হীরা সিমেণ্ট ওয়ার্কস

সিমেণ্টনগর, পোঃ বাড়দোল, জেলা সম্বলপুর
ফোন : বড়গড় ৩৬ □ গ্রাম : Hiracement

adarts/HCem/701B

বাস্তু কংগ্রেসের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গ বাস্তু কংগ্রেস কমিটির স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের আট দফা দাবি-সনদে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। বাস্তুহারাদের এই দাবি সনদ মেয়র ও রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হবে।

স্ক্রীন প্রিন্টিং

গুণে সেরা দরে সস্তা

* পিগমেন্ট পেপার
* নাইলন বোল্টিং ক্লথ
* ট্রান্সফার পেপার
* সব সাইজের ফ্রেম
* স্টিকার সাল্যুশন

ফ্লোরেসেন্ট ইঙ্ক ৭৫ টাকা প্রতি কেজি

ম্যাক এন্টারপ্রাইজেস

GUJARAT (৭১৪৩৩এ)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড

এলয় স্টীলস প্ল্যান্ট

দুর্গাপুর-৮, পশ্চিমবঙ্গ

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

টেন্ডার নং এএসপি/পার/কো-অর্ড/১৪(৪৩)/৭১ তারিখ— -১-৭১

মাল ভাড়ার জন্য টেন্ডার

দুর্গাপুর-৮

(৭০৫৮)

নব কংগ্রেস প্রার্থী দেবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মহিষাদল কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসের শ্রীসুশীলকুমার ধাড়ার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজয়বাবু বলেন, এখনও স্থির হয়নি। জেলা পর্যায়ে বাংলা কংগ্রেস ও অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে আসন নিয়ে বোঝাপড়া হতে পারে বলে তিনি জানান। তবে যা কিছু হবে, তা স্থানীয় নেতাদের বিচার-বিবেচনা মত হবে।

আহ্বায়ক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এদিন এক বিবৃতিতে বলেন, এবার নির্বাচনে নব কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে ত্রিশজন ছাত্র-যুব কর্মী দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি) সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার বালিগঞ্জ কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বর্ধমান জেলার কালনা, বর্ধমান দক্ষিণ, মেমারী ও কাটোয়া কেন্দ্রে যথাক্রমে ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম, ...

কল্যাণপুর—নবীন ঘোষ। জগৎবল্লভপুর—পান্নালাল শিট।

হুগলী

জাঙ্গিপাড়া — গণেশচন্দ্র হাতুই। শ্রীরামপুর—গোপালদাস নাগ। হরিপাল—অধীরচন্দ্র ঘোষ। চুঁচুড়া — ভূপতি মজুমদার। খানাকুল (তফঃ)—দুলালচন্দ্র সাহা। তারকেশ্বর—রাম সিং পাল। পুরশুড়া—মহাদেব মুখোপাধ্যায়। খানাকুল (তফঃ)—বাসুদেব হাজরা। গোঘাট (তফঃ)—মদনমোহন মিন্দা।

...

সত্যবান মণ্ডল। নলহাটি—মনসুরল হক।

২৪ পরগণা

গাইঘাটা—চণ্ডীপদ মিত্র। হাসনাবাদ—তফঃ—খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। হাবড়া—তরুণকান্তি ঘোষ। স্বরূপনগর—চন্দ্রনাথ মিশ্র। বাদুড়িয়া—কাজি আবদুল গফফর। বসিরহাট—ললিতকুমার ঘোষ। গোসাবা তফঃ—... পশ্চিম—জয়নাল আবেদিন। পাথরপ্রতিমা—বৃন্দাবন গায়েন। কাকদ্বীপ—অমূল্যচরণ প্রধান। বীজপুর—জগদীশ দাশ। নৈহাটি—রঞ্জিত ভট্টাচার্য। ভাটপাড়া—গোরখনাথ মিশ্র। নোয়াপাড়া—শুভেন্দু রায়। খড়দহ—রাধেশ্যাম গুপ্ত। টিটাগড়—কৃষ্ণকুমার শুক্লা। দেগঙ্গা—শওকত আলি।

... হাবড়া ও টিটাগড় কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন। ত্রিশজন ছাত্র যুব কর্মী প্রার্থী —পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের (মহাজাতি)

নবকংগ্রেসের সঙ্গে এখনও সমঝোতা হতে পারে

—কৃষ্ণনগরে অজয় মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোমবার কৃষ্ণনগরে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই আশা প্রকাশ করেন যে, আসন্ন নির্বাচনে নবকংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও এখনও তাঁদের সঙ্গে ...

ওড়িশার রাজনৈতিক হালচাল

অধিকাংশ দলই ঘর সামলাতে ব্যস্ত

সুনীত ঘোষ

ভুবনেশ্বর, ২৫ জানুয়ারী—ওড়িশা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এখন কেটেছে। রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী মনোনয়নে এবং কী ভাবে প্রচারাভিযান চালানো হবে তা ঠিক করার কাজে এবার ব্যস্ত। ...

... জন সংঘ বিধানসভায় ১১টি এবং লোকসভায় ২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই জিততে পারেন নি এবং এমন কি তাঁদের সবারই জামানত জব্দ হয়েছিল।

বাতিল লোকসভায় রাজ্য স্বতন্ত্র পার্টির ছিল ৯জন সদস্য, আদি কংগ্রেসের ২জন এবং এস এস পি-র ...

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ২৫ জানুয়ারি—বুধবার ২৭ জানুয়ারি, ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৬০ পয়সা বহাল থাকবে।

সোনা ও রূপা

২৫ জানুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	১৯২
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৮১
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭২
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৭৬

শুভবিবাহে

বেনারসী শাড়ী

সম্পূর্ণ নূতন ষ্টক থেকে আপনার মনের মত শাড়ীটি বেছে নিন।

দাম সুলভ

হরলালকা টেক্সটাইলস

২০৬/১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

(গড়িয়াহাট মোড়ের নিকট)

এ গ্রুপ অফ এডিটরস সম্পাদিত

লাস্ট মিনিট সাজেসন্স-৭১

মূল্য ২, টাকা

স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারী, প্রি-ইউ, বি-এ, বি-কম, বি-এসসি (পার্ট ওয়ান এবং টু)

প্রাপ্তিঃ—নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২৩, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলিঃ-৯

বিশ্বাস বুক স্টল, বেঙ্গল বুক এজেন্সী

(৭১২৫৫এ)

এই গ্লিসারিন সাবান শীতের দিনে এবং সারা বছর ধরে আপনার ত্বক কোমল, মসৃন ও লাবণ্যে উজ্জ্বল রাখে।

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২

Progressive/HIMANI-59

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

২৪-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং B-107271; প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং C-427560, D-076891, E-263381, A-030321; অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

৫০০০, টাকার বিশেষ সাপ্তাহিক পুরস্কার টিকিট নং C—424052

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান জয়পুর।

স্বাস্থ্যবান হউন এবং সুখী জীবন উপভোগ করুন

নবযৌবন তেজস্বিতা স্নায়ুপীড়া অকাল বার্ধক্য, শক্তিহীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রোগের ...

... বিশেষ ঔষধ এবং ইন্জেকশন ছাড়া, আধুনিকতম যন্ত্রগুলি দ্বারাও দুর্বলতা ও স্নায়বিক বৈকল্যের চিকিৎসা করা হয়। ওরিয়েন্টাল ডিসপেনসারী রেজিঃ। ১০৩, হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার প্রায় অর্ধ ফার্লং পশ্চিমে)। ৩৪-১১৫৪, সময়—৯—১২টা, বৈকাল ৫—৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ।

কানাড়া ব্যাংকের বিহারে নোয়ামুণ্ডি শাখা

শীঘ্রই খোলা হইবে

স্থান: বাবু লাইন, মেন ক্যাম্প, নোয়ামুণ্ডি (সিংভূম জেলা)

মনোনীত ম্যানেজার: শ্রী পি ভি বি মহাদেব

ইহা হইবে বিহারে এই ব্যাঙ্কের ৪র্থ শাখা। বিহারে এই ব্যাঙ্কের অন্য তিনটি শাখার স্থান: চক্রধরপুর, জামশেদপুর ও পাটনা।

বিহারে উপরোক্ত শাখাগুলি ছাড়াও উত্তর-ভারতে কানাড়া ব্যাঙ্কের শাখা আছে: হরিয়াণা, ওড়িশা, ইউনিয়ন টেরিটরি অব দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।

কানাড়া ব্যাংক

হেড অফিস: বাঙ্গালোর-২

৩১-১২-৭০ তারিখে সারা ভারতে ৫০৪টি শাখা ছিল।

আরো অনেক শাখা খোলা হইতেছে।

HARYANA STATE LOTTERIES

অর্ধসাপ্তাহিক খেলা

(নিয়মিত ২৫তম খেলায় সময়কালে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)

নোটিফিকেশন নং ডি ও এল/এইচ আর/৭১/৫৪৫

তারিখ ২৫-১-৭১

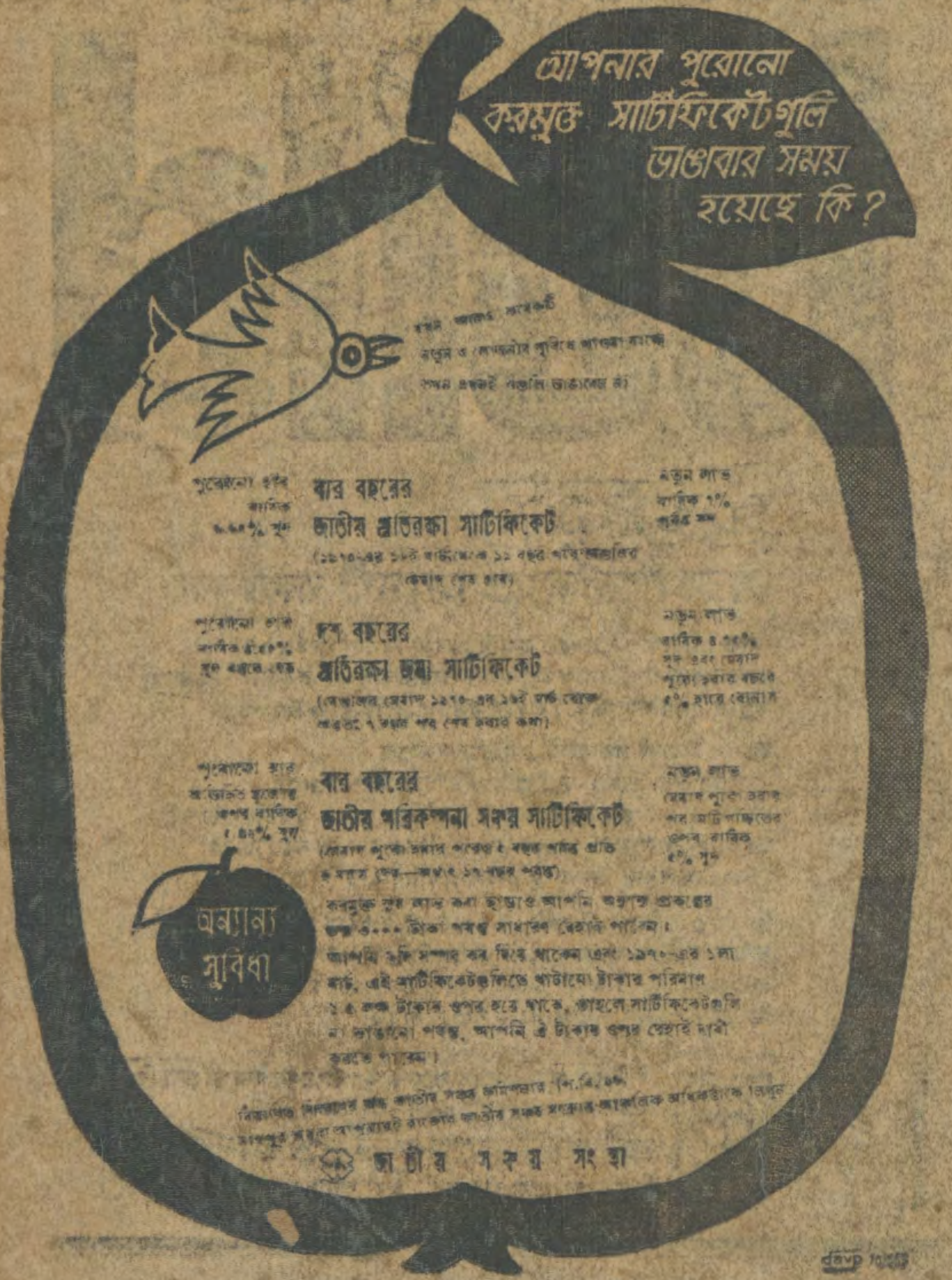

প্রধানমন্ত্রী আসন্ন সফরে পশ্চিমবঙ্গে ১২টি জনসভায় ভাষণ দেবেন

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগামী সপ্তাহে চারদিন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অভিযানে আসছেন। সোমবার সন্ধ্যায় মহাকরণে তাঁর যে সফর-সূচী পাওয়া যায়, তাতে কলকাতা সহ রাজ্যের ৬টি জেলায় প্রায় ১২টি জনসভায় তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা।

শ্রীমতী গান্ধী ২ ফেবরুয়ারি সকাল ৯-৪০ মিঃ-এ পানাগড় হয়ে বোলপুরে যাবেন। বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান ছাড়া বেলা ২-৩০ মিঃ-এ বোলপুরে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। এদিন ৩-৪০ মিঃ-এ শ্রীরামপুরে ও সন্ধ্যা ৬টায় খড়্গপুরে সভা করবেন। পরদিন বুধবার সকাল ৯-৩০ মিঃ-এ বহরমপুরে, ১১টায় কৃষ্ণনগরে, ৩টায় হাবড়া (২৪ পরগণা), ৫টায় ভাটপাড়ায় জনসভায় বক্তৃতা দেবেন।

৪ ফেবরুয়ারি কলকাতা থেকে আগরতলা ও আসাম সফরে যাবেন। ৪—৫ ফেবরুয়ারি এই দুটি রাজ্যে সফর শেষ করে তিনি ৬ ফেবরুয়ারি সকালে কোচবিহার আসবেন। সেখানে সকাল ৯-৩০টায় তাঁর জনসভা। ওই-দিনই বেলা ১১টায় রায়গঞ্জে এবং বিকাল ২টায় মালদহে জনসভা। তারপর তিনি কলকাতায় আসবেন এবং বিকাল ৪-৩০ মিঃ-এ কলকাতার ময়দানে ভাষণ দেবেন।

রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, এই সফরসূচীর সামান্য কিছু রদবদল হতে পারে।

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্দশী পরে অমাবস্যা (ব্রহ্মস্পর্শ) অমাবস্যার নিশিপালন ও উপবাস
সাধারণতন্ত্র দিবস

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

মঙ্গলবার, ১২ মাঘ, ১৩৭৭ (৬ মাঘ, ১৮৯২ শকা), ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭১, ২৪ জেল্‌কদ্‌। চতুর্দশী প্রাতঃ ঘঃ ৭।২৩ মিঃ পর্যন্ত পরে অমাবস্যা শেষ রাত্রি ঘঃ ৪।২৩ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১১।৪৪ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২১।৪৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৩।২৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি, ব্রহ্মস্পর্শদোষ। অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন, সাধারণতন্ত্র দিবস। মুখ্যচান্দ্র পৌষ গৌণ মাঘ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

মঙ্গলবার, ১২ মাঘ, ১৩৭৭ (৬ মাঘ, ১৮৯২ শক), ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭১, ২৪ জেল্‌কদ্‌। চতুর্দশী দিবা ঘঃ ৬।৫৯।২১ সেঃ পর্যন্ত পরে অমাবস্যা শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।১৪।৩৯ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১২।২৬।৩৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২৩।৫৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৪।১৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি ব্রহ্মস্পর্শদোষ। অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন। সাধারণ প্রজাতন্ত্র দিবস। মুখ্যচান্দ্র পৌষ গৌণ মাঘ (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্র জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্র ভাঁটা আরম্ভ
মঙ্গলবার	৯-৫১	১০-৯	২-১৭	২-১২

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনব ও আধুনিকতম ডিজাইন

সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম কারিগরী-নৈপুণ্যে ও মান-নিয়ন্ত্রক প্রথায় নির্মিত 'বম্বে-সেফ'-এর এই স্টীলের আলমারীটি বাইরে থেকে দেখতে যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি জিনিস রাখার জায়গাও এতে প্রচুর। — আছাড়া নিরাপত্তার দিক থেকেও এই আলমারীটি সিন্দুকের সগোত্র। ভিতর থেকে বন্ধ হওয়ার বিশেষ তিনটি ব্যবস্থা আর বাইরে থেকে খুলে নেওয়া যায় না এমন একটি দুই চাবির মজবুত গা-তালার দ্বারা আলমারীটি সুরক্ষিত।

যে কোনও আধুনিক বাসগৃহে বা অফিসে মানায় এমন কয়েকটি সুন্দর রঙে পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত ফিটিং : লকার, টাই-বার, হ্যাংগিং রড, আয়না ইত্যাদি আপনার পছন্দমত বেছে নিতে পারেন।

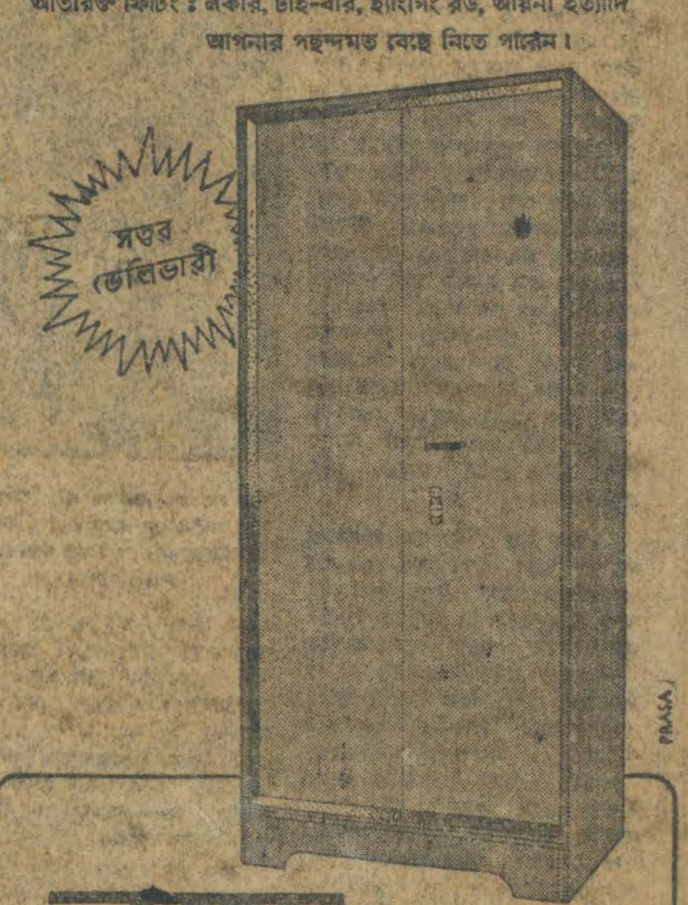

বম্বে সেফ
কয়েক দশক ধরে স্টীল-ফার্নিচারের সব চাইতে প্রিয় নাম

বম্বে সেফ অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
৩৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৬৯৫৩ ও ২২-৮৭৬৯

একমাত্র এজেন্ট :
পাঞ্জাল এন্টারপ্রাইজেস
১১/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ২৪-৩৩৪৪ ও ২২-২৭৬৩

হিমাচল প্রদেশের পূর্ণ রাজ্য রূপে আত্মপ্রকাশ

সিমলা, ২৫ জানুয়ারি—আজ অপরাহ্নে এখানে এক মনোরম অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টাদশ রাজ্যরূপে হিমাচল প্রদেশের উদ্বোধন করেন। তখন তুষারপাত হচ্ছিল, তুষার-কণিকার স্তরগুলি অনুষ্ঠানের বর্ণ-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে।

তুষারপাত শুরু হওয়ার আগে প্রবল বাতাস বইছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগ দানের জন্য এক বিরাট জনতা চার ঘণ্টা ধরে প্রবল শীত এবং বাতাস উপেক্ষা করে রিজ ময়দানে অপেক্ষা করছিল।

হিমাচল প্রদেশ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করায় শ্রীমতী গান্ধী এই রাজ্যের জনগণকে অভিনন্দিত করে বলেন যে, এই তুষারপাত এই নতুন রাজ্যের নতুন সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি বহন করে নিয়ে আসবে।

রেস কোরস থেকে রিজ ময়দান পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ৫০ হাজার হিমাচলী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। শ্রীমতী গান্ধী একখানি জীপে করে এই পথ দিয়ে যান।

সারা রাস্তার দুই পাশে অপেক্ষমান জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রীকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে।

প্রধানমন্ত্রী দুই পাশের শিশুদের লক্ষ্য করে মালাগুলি ছুড়ে দেন।

রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা : নতুন রাজ্য হিমাচল প্রদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি বার্তা পাঠিয়েছেন।

এক নজরে

হিমাচল প্রদেশ দশটি জেলায় বিভক্ত। এই জেলাগুলি হল—কিন্নাউর, সিমলা, সিরমুর, বিলাসপুর, কাংড়া, লাহুল-স্পিতি, মণ্ডি, কুলু, মহাসু এবং চম্বা।

রাজধানী : সিমলা।

হিমাচল প্রদেশের আয়তন ৫৬০১৯ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৬৯ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী হিমাচল প্রদেশে জনসংখ্যা ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৬৩। এখান থেকে লোকসভার আসন সংখ্যা ৬।

রাজ্যপাল হিসাবে শ্রীচক্রবর্তীর শপথ গ্রহণ

সিমলা, ২৫ জানুয়ারি—নতুন রাজ্য হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে শ্রী এস চক্রবর্তী আজ সকালে শপথ নিয়েছেন। রাজ্যের ভাবী প্রধান বিচারপতি মিরজা হামিদল্লা বেগের কাছে তিনি শপথ নেন।

এর পর প্রধান বিচারপতি মিরজা হামিদল্লা বেগ ও বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীদেশরাজ মহাজন রাজ্যপাল শ্রীচক্রবর্তীর কাছে শপথ নেন।

শিয়ালদহে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার মেন লাইনে ব্যারাকপুর থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত সকাল থেকে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এর আগে তারের গোলমালের জন্য মেন লাইনে ট্রেন চলাচল সকাল ৮-৫ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। এই সময়ের পর থেকে শিয়ালদহ ব্যারাকপুর শাটল ট্রেন চলাচল করে।

ব্যারাকপুর থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধের কারণ সম্পর্কে পুলিশসূত্রে এরূপ অভিযোগ পাওয়া যায় যে, রবিবার রাত্রে কাঁকিনাড়ায় রেল সম্পত্তি চুরির অভিযোগে রেলরক্ষী দল দুজন রেলকর্মীকে গ্রেফতার করে। রেলকর্মীদের পক্ষ থেকে পালটা অভিযোগ করা হয় যে, আর পি এফ নিজেদের দুষ্কর্মের দায়িত্ব রেল কর্মীদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। এনিয়ে দুপক্ষে বচসা বাধে। শেষ পর্যন্ত গ্রেফতারের প্রতিবাদে রেল কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেন। এর ফলে এই সেকশনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

এদিন শিয়ালদহ মেন লাইনে আগড়পাড়া এবং দমদম স্টেশনের মধ্যে তারের গোলমালের জন্যও ট্রেন চলাচল সকাল থেকে বিঘ্নিত হয়। তারের গোলমাল মেরামত করার পর সকাল ৮-৫ থেকে শিয়ালদহ মেন লাইন চালু হয়। কিন্তু উল্লিখিত অবস্থার দরুন ব্যারাকপুরের পর আর কোন ট্রেন চলাচল করে না। দুপুর পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল।

রেলসূত্রে জানা যায়, বেলা দুটো থেকে শিয়ালদহ সেকশনে যথারীতি ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রথম ট্রেনটি ছিল কৃষ্ণনগর সিটি লোক্যাল।

ট্রেন চলাচল শুরু হলেও প্রায় সারাদিনই রেকের অভাবে সব সেকশনেই তা অনিয়মিত ছিল।

হাওড়ায় যাত্রী বিক্ষোভ, বাস চলাচলে বাধা

যাত্রী বিক্ষোভের ফলে সোমবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কদমতলা—মুনসিরহাট—আমতা রুটে বাস চলাচল বন্ধ থাকে। হাওড়ার সদর মহকুমা শাসক শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্তীর মধ্যস্থতায় এক আপস-রফার পর বেলা তিনটার পর আবার বাস চলাচল শুরু করে।

কদমতলা—ডোমজুড় রুটের বাস ধর্মঘটের ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত এই রুটের যাত্রীদের জন্য বিকল্প বাসের ব্যবস্থা করার দাবিতে যাত্রীরা বিক্ষোভ জানান। হাওড়া জেলা কর্তৃপক্ষ অন্তবর্তী সময়ের জন্য কিছু বাসের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন বলে প্রকাশ।

পরলোকে ডঃ উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাঁচি, ২৩ জানুয়ারি—লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভূতাত্ত্বিক ডঃ উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী গতকল্য তাঁর রাঁচিস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

তাঁর মৃত্যুকালে কাছে ছিলেন তাঁর দুই পুত্র শ্রীসৌরকুমার চৌধুরী (কুয়েতে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত) ও [illegible]

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে — আনন্দ বাজার পত্রিকা

[শুক্রবার ১২ই মাঘ ১৩৪০ ইং ২৬-১-৩৪]

কবিগুরুর তারের উত্তর

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের তার

পাটনা, ২৫শে জানুয়ারী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহানুভূতি জানাইয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট যে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তদুত্তরে কবিগুরুর নিকট নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করেন:—"ধন্যবাদ, আপনার সহানুভূতির আশ্বাস পাইলাম। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন হইতে প্রথম দফার টাকা ও কাপড় পাইয়াছি। আপনার আবেদনে কর্মী ও দেশবাসীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিবে।"

—ইউনাইটেড প্রেস

*

শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জার্মাণী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন

শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্মাণীতে ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ মেল যোগে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে পর পুলিশ শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জিনিসপত্র খানাতল্লাসী করিয়া কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করে বলিয়া প্রকাশ।

*

শরৎচন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সাহিত্য সমিতির অনুষ্ঠান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বাঙ্গলা সাহিত্য সমিতির সভ্যবৃন্দের আহ্বানে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় [illegible]

বেতারবার্তা

মঙ্গলবার—২৬ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্‌; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ...৬-৩০ আলি আহমেদ হোসেন—সানাই; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৫৫ ...; ৬-৫৫ সমবেত সংগীত : সেতার—পণ্ডিত রবিশঙ্কর; ৭-১০ আবহ-বার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ মীনা মুখোঃ—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ জয় হোক : নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত : পরিবেশনা—শৈলেন দাস; ৮-০০ হাসি ভট্টাঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ৮-১৫ স্বর্গাদপি গরীয়সী—দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল ইসলামের নির্বাচিত গান : সমবেত কণ্ঠে; ৮-৩০ নাসির আমিনুদ্দিন খাঁ ডাগর—আলাপ ও ধ্রুপদ, পাখোয়াজ সহযোগিতায় বিঠলদাস গুজরাটি; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ আনন্দধ্বনি—নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজের ইংরেজী ধারা-বিবরণী (দিল্লি থেকে), বুলবুলে সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-৩০ তপতী ভট্টাঃ—আধুনিক; ৯-৪৫ পূর্ণচন্দ্র দাস ও সহ-শিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ১০-০০ সুমিত্রা মুখোঃ—নজরুলগীতি; ১০-১৫ নাসির আহমেদ খাঁ—ঠুংরি ও ভৈরবী; ১০-৩০ বলরাম পাঠক—সেতার; ১১-০০ প্রসূনমোহন মজুমদার—খেয়াল; ১১-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, ভুবনমনোমোহিনী—নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত : পরিবেশনা—সুচিত্রা মিত্র ও হেমন্ত মুখোঃ; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ ধরতী কে গীত—বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতির অনুষ্ঠান; ১-৩০ মাতৃভূমি কল্যাণী : আকাশবাণীর নির্বাচিত রেকরডকরা সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ আলি আহমেদ হোসেন—সানাই; ২-০০ গীতিকা—আধুনিক : শিল্পী—লতা মঙ্গেশকর ও মান্না দে; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অতীত গৌরব : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নির্বাচিত দেশাত্মবোধক গান; ২-৪৫ লোকগীতি (নির্বাচিত অংশ), পরিবেশনা—সুরেন চক্রঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ; ৩-০০ রম্যগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সংকেত; নাসির আমিনুদ্দীন ডাগর—ধ্রুপদ ও ধামার; পাখোয়াজ সহযোগিতায় বিঠলদাস গুজরাটি; ৫-৩০ রেখা আচ—রাগপ্রধান; ৫-৪৫ পূর্ণেন্দু রায়—শ্যামাসংগীত; ৬-০০ আলি আহমেদ হোসেন—সানাই; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী, সাধারণতন্ত্র দিবস : বাংলা কথিকা—সত্যচরণ ঘোষ; ৬-৩০ ছোটদের আসর : আজকের এই দিনে—রূপক, রচনা—অজয় বসু; ৭-০০ পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ সাধারণতন্ত্র দিবস : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের বেতার বাণী; ৮-৩০ শৈলেন দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ সাধারণতন্ত্র দিবস ও জাতীয় সমীক্ষা : সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলা কথিকা : সন্তোষকুমার ঘোষ, হাসি ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ৯-০০ পণ্ডিত রবিশঙ্কর—সেতার; ৯-৩০ শপথের নাম সূর্য : সংগীতালেখ্য, রচনা—সুনীলবরণ; ১০-০০ আমার মতে : বাংলা কথিকা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে স্থানীয় অনুষ্ঠান অবলম্বনে সংবাদ বিচিত্রা) অমর পাল—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ১০-৩০ লালন ফকির : বাংলা নাটক, কাহিনী—রণজিৎকুমার সেন; ১১-৪০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা, পরিচালনা—বিভূতিভূষণ রাউথ; ৮-৪৫ আলি আহমেদ হোসেন—সানাই; ৯-০০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৯-১৫ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজের হিন্দী ধারাবিবরণী (দিল্লি থেকে); ১১-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ সময় সংকেত, ...; ১-৪০ ম্যাটিনী টাইম ভ্যারাইটি—পপ্‌ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬-০০ ইং সংবাদ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ কে এল সুদ—জলতরঙ্গ; ...৬-৩০ রেখা আচা—ঠুংরি; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ মীনা মুখোঃ—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্য বার্তা (ইং ও বাং), সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ পূর্ণেন্দু রায়—আধুনিক; ৮-০০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং); ৮-২৫ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর—খেয়াল; ৮-৩০ আলি আহমেদ হোসেন— [illegible]

এস এস পি কজন প্রাক্তন কর্মীর বিরুদ্ধে লড়বে না

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের এস এস পি আপাতত শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীধনঞ্জয় কর প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন না। আর এঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা কোন প্রার্থীও দেবেন না। সোসালিস্ট পারটির নেতা শ্রীসুদর্শন সিং-এর বিরুদ্ধেও এস এস পি-র কোন প্রার্থী থাকছে না।

রাজ্য এস এস পি'র একজন মুখপাত্র জানান, তাঁরা মোটামুটিভাবে বিধানসভায় ২০টি এবং লোকসভায় ৩টি আসনে প্রার্থী দেবেন। তিনটি লোকসভার আসনে দাঁড়াচ্ছেন—শ্রীদেবেন সেন (আসানসোল), শ্রীরাজারাম সিং (ঝাড়গ্রাম) এবং শ্রীশম্ভুরাম ভগত (জলপাইগুড়ি)।

এস এস পি'র ওই মুখপাত্র আরও জানান, শ্রীমৈত্র এবং আরও কয়েকজন বাংলা কংগ্রেসের 'গণতান্ত্রিক সংহতি' মোরচায় যোগ দেওয়ায় এস এস পি'র কর্মীরা পশ্চিম দিনাজপুর এবং বর্ধমান জেলার সংগঠন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি জানান, প্রাক্তন এম এল এ-দের মধ্যে ছয়জন তাঁদের সঙ্গে আছেন।

রিজিওন্যাল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর

নোটিস

বি. ই. পরীক্ষার অ্যাকাডেমিক সূচী এবং বি. ই. এবং এম. টেক. ক্লাস আরম্ভ হওয়া সম্পর্কে পূর্বে বিজ্ঞাপিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বাতিল করা হইল।

ছাত্রদের যোগদানের তারিখ সহ বিশদ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১ — আদেশ অনুসারে প্রিন্সিপাল

(৭২০১)

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

২৫-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা টিকিট নং B—021854

1. B-430425	2. F-280238	3. F-268770	4. D-150868
5. C-388144	6. A-250264	7. F-239377	8. F-180509
9. A-137005	10. C-346137	11. B-393803	12. B-378669
13. E-476864	14. E-446712	15. D-012940	16. E-140049
17. A-444528	18. E-253816	19. B-052444	20. D-048584

আজই আপনার টিকিট কিনুন। প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক খেলায় ১১ লক্ষ টাকার ১ম পুরস্কার এবং হাজার হাজার অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার। এক একটি দিন চলিয়া যাওয়ার অর্থ এক একটি সুযোগ হারানো।

দ্রষ্টব্য : ... নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

মিৎসুবিসি জেটর কুবোতা

পাওয়ারটিলার	ট্রাক্টর	পাওয়ারটিলার
৯/১০ অশ্বশক্তি	২০ অশ্বশক্তি	১০/১২ অশ্বশক্তি

[illegible]

যোগাযোগ করুন :—

ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোঃ লিঃ
১৪নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা—১

(৭৬০৪)

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

(৭২৭২)

মধ্য প্রদেশ সরকার
ডিরেক্টরেট অব

মধ্য প্রদেশ স্টেট লটারি
ফলাফল

২৪ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ, রবিবার, ভুপালের রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশ স্টেট লটারিজ-এর সপ্তদশ মিনি খেলার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রথম পুরস্কার একটি ১,০০,০০০ টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া) — M-0143846

দ্বিতীয় পুরস্কার একটি ২০,০০০ টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া) — P-0124405

বারটি তৃতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১,০০০ টাকা
(M, P, S এবং L সিরিজের প্রত্যেকটিতে তিনটি)

M 0252715	P 0169899	S 0174698	L 0252487
M 0217656	P 0237092	S 0251867	L 0110273
M 0276875	P 0263428	S 0258729	L 0169819

আশিটি চতুর্থ পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
(M, P, S এবং L সিরিজের প্রত্যেকটিতে কুড়িটি)
(M, P, S এবং L সিরিজের যে সকল টিকিটের শেষ চারিটি নম্বর নিম্নরূপ)

M 1468	P 0638	S 9323	L 0324

এক হাজার ছয়শতটি পঞ্চম পুরস্কার—প্রত্যেকটি ৫০ টাকা
(M, P, S এবং L সিরিজের প্রত্যেকটিতে চারশতটি)
(M, P, S এবং L সিরিজের যে সকল টিকিটের শেষ তিনটি নম্বর নিম্নরূপ)

M 300	P 002	S 402	L 186
M 735	P 795	S 980	L 989

মধ্যপ্রদেশ গেজেটে প্রকাশিত ফলাফলই এই খেলার ফলাফলের সরকারী ঘোষণা বলিয়া গণ্য হইবে :

যে সকল এজেন্ট সপ্তদশ (মিনি) খেলার সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকিট লইয়াছেন তাঁহাদের তালিকা :

১। মেসার্স এস এস মারোয়া, শপ নং ১০২, মোহন সিং প্লেস, নয়াদিল্লি। ভি কুমার অ্যান্ড কোং, মূলামল অমরনাথ এস্টেট, ব্লক নং এ নং ১২, কনট প্লেস (মারিনা হোটেলের পিছনে), নয়াদিল্লি। হরবংশলাল অরোরা, নয়াদিল্লি।
২। মেসার্স ফ্রেন্ডস ডিস্ট্রিবিউটার্স লটারী, সুলতানিয়া রোড, ভুপাল-১।
৩। শ্রীইকবাল চাঁদ খুরানা, ৩, খুরাসন মার্কেট সদর বাজার, দিল্লি।

অন্যান্য প্রধান প্রধান এম পি লটারী এজেন্ট—যাঁদের নিকট টিকিট পাওয়া যায়

১। এম পি এম্পোরিয়াম, ৭৬, টি সি বিল্ডিং জনপথ, নয়াদিল্লি।
২। এম পি এম্পোরিয়াম, সেলস কাউন্টার কে/অ কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আর্টস এম্পোরিয়াম, ১২, চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৩।
৩। মেসার্স নূতন বুক ডিপো, জৈন গেস্ট হাউস, ৬-এম, ভগৎ সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি।
৪। মিসেস এস পাল, ১৩/১, এম জি রোড, কলিকাতা-৯।
৫। সংবাদ ভারতী, শপ নং ১০০, মোহন সিং প্লেস, নয়াদিল্লি।
[illegible]

ডিরেক্টর এম পি স্টেট লটারিজ

মধ্য প্রদেশ স্টেট লটারিজ

[illegible]

প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০ টাকা — দ্বিতীয় পুরস্কার ২০,০০০ টাকা

[illegible]

সর্দ্দি, কাশি ও রোগীর পথ্য–
রক্ষিতের তাল মিছরি
ফোন: ৫৫-৩০৮৫ রেজি: নং:-২০৬৬৯২

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট মাঠে ভারত

তৃতীয়বার ভারতীয় ক্রিকেট টিম যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। দু'পক্ষে ৪৮-৪৯ থেকে ৬৬-৬৭ পর্যন্ত ২৩টি টেস্টে ওঃ ইন্ডিজের জয় ১২ বার, বাকি ১১টি অমীমাংসিত;–এখন প্রশ্ন, এতাবৎ ভারতের কাছে অপরাজিত ওঃ ইন্ডিজকে ওদের মাটিতে হারানো সম্ভব কিনা?

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতের পয়লা ওঃ ইনডিজ সফরের ফলাফল খুব একটা নিন্দের হয়নি। ৫টি টেস্টে ভারত হেরেছিল একটিতে। দশটি ইনিংসে ভারতের ৩০৮৪ রানের পাশে ওঃ ইনডিজ করেছিল ২৫০১ রান। এতে ওঃ ইনডিয়ান ব্যাটসম্যানের সেনচুরি ছিল আটটি এবং ভারতীয়দের পাঁচটি। ওদের ব্যাট করার প্রথম চারটি স্থান দখল করেন উইকস (গড় ১০২.২৮), ওয়ালকট (৭৬.২৬), স্টলমেয়ার (৫৯.০০), ওরেল (৪৯.৭৫) আর ভারতীয় টিমে উমরিগড় (৬২.২২) এম এল আপ্তে (৫১.১১) পি রায় (৪৭.৮৭), মনজরেকার (৩৬.২৮)। বোলিংয়ে ওঃ ইনডিজের বেশি সংখ্যক উইকেট পান ভ্যালেনটাইন (২৮), কিং (১৭), রামাধীন (১৩) ও গোমেজ (১১) এবং ভারতের গুপ্তে (২৭), মাঁকড় (১৫), ফাড়কর (৯), রামচাঁদ (৮)।

ঠিক নয় বছর আগের এই দিনটিতেই নারি কনট্রাকটরের দলের ওয়েস্ট ইনডিজ রওনা হবার ছবি। এ'দের মধ্যে চারজন এবারও যাচ্ছেন।

সুনাম নিয়ে ফিরেছিল অধিনায়ক হাজারের টিম। দ্বিতীয়বার (৬২-তে) কনট্রাকটরের টিমের উপর অনেকেরই আশা ছিল কেননা ওঃ ইনডিজে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে নিজের মাটিতে ২—০ খেলায় ভারত ইংল্যানডের বিরুদ্ধে জিতেছিল। টিমটি ছিল ভারতীয় টিমের একালের সেরা ক্রিকেটার সমন্বয়ে: কনট্রাকটর, উমরিগড়, মনজরেকার, নাদকারনী, বোড়ে, পতৌদির নবাব, সুরতি, রঞ্জানে, দুরানী, এনজিনীয়ার, জয়সীমা সারদেশাই, কুন্দেরণ, দেশাই, প্রসন্ন, মেহেরা। কিন্তু ভারতীয় টিম কোন টেস্টেই যে দাঁড়াতে পারেনি তার প্রমাণ ০—৫-এর তফাতে সিরিজ সমর্পণ।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ৫টি টেস্টে ১০ ইনিংসে ২৫১৫ রান তুললেও ওঃ ইনডিয়ানরা ৮ ইনিংসে করেছিল ২৪৪২ রান। ক্রমান্বয়ে পাঁচটি টেস্টে ভারত হারে ১০ উইকেটে, ইনিংস ১৮ রানে, ইনিংস ৩০ রানে, ৭ উইকেটে, ১২৩ রানে। এই হারের চেহারাটি বলছে, ভারত পরাজয়ের পার্থক্যটি যেন উত্তরোত্তর কমিয়ে আনছিল।

এই সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের এমন পশ্চাদপসরণের অনেক কারণের প্রধানটি দ্বিতীয় টেস্টের পরে ব্রেবোর্নের মাঠে চার্লি গ্রিফিতের বলে মাথায় চোট পেয়ে দলনায়ক কনট্রাকটরের অবসর গ্রহণ। এতেই দলের সংহতির শিরদাঁড়াটি ভেঙে যায়। পরের তিনটি টেস্টে অধিনায়ক হন বিশ্বের কনিষ্ঠতম (২১ বছর, ২ মাস, ১৮ দিনের মাথায়) ক্রিকেট দলনায়ক পতৌদির নবাব। পরবর্তী তিনটি টেস্টে হারের পরে পতৌদি বলেন—আমরা এ সিরিজে শোচনীয়ভাবে হেরেছি।

কেন এই পরাজয়? হল, গিবস, সোবারসের যথাক্রমে ২৭, ২৪, ২৩টি উইকেট পাওয়ায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের স্পিন ও পেস দু' ধরনের বলের বিপক্ষে দুর্বলতা যেমন জানিয়ে দেয়, তেমনি স্পিনার দুরানীর ১৭টি উইকেট লাভও ওদের ব্যাটসম্যানদের স্পিন-ভীতির পরিচায়ক। তবে দুরানী ৬০০ রান দিয়ে ওই সংখ্যক উইকেট পায়, আর হল, গিবস ও সোবারস উপরোক্ত সংখ্যক উইকেট পেয়েছিল যথাক্রমে ৪৯০, ৪২৫, ৪৭৩ রানের বিনিময়ে। এছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে ওদের সেনচুরি ছিল পাঁচটি (এর মধ্যে সোবারস ও কানহাই ২টি করে)। প্রত্যুত্তরে উমরিগড় ও দুরানীর মাত্র দুটি। শুধু ভারতীয় দলের মন্দের ভাল হয়েছিল গ্রাউন্ড ফিল্ডিং।

ক্রিকেট খেলবেন?
গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে যান না!

ক্রিকেট খেলা হবে না এমন ধারণা নিয়ে যাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে বসে আছেন তাঁদের কাছে নিবেদন, অযথা সময় ব্যয় না করে তাঁরা যেন গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হন। ওষুধ গেলার মত করে না হোক, সহজ

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

উপায়ে বিনা-খরচে আপনাকে ক্রিকেট খেলোয়াড় বানিয়ে ছাড়বেন। তবে তাঁর কথামত চলতে হবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। নিষ্ঠা থাকলেই হল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হাতে হাতে ফল পাবেন। দৃষ্টান্ত চান? পাবেন। এক আধটা নয়, অনেক।

ক্রিকেট-শিক্ষকতা কাজে অনেকেই হাত লাগিয়েছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি ও'র জুড়ি নেই। গোপাল ভট্টাচার্য প্রায় বিশ বছর ছেলে গড়ার কাজে হাত লাগিয়ে অসাধ্যসাধন করেছেন বলা যেতে পারে। বড় খেলোয়াড় হলেই যে ক্রিকেট শিক্ষকতার কাজ হাসিল করবেন এমন কথা কেউই স্বীকার করেন না। বলে রাখা ভালো গোপাল ভট্টাচার্য পঁচিশ বছর এরিয়ান্স ও কালীঘাটে ক্রিকেট খেললেও বড় ক্রিকেটারের তালিকায় তাঁর নাম নেই। সাহেবদের গোঁড়া মেজাজের ক্রিকেটে তাঁর স্থান ছিল না। চটপট ঘুরে ফিরে মারা, বোলারদের তুচ্ছ জ্ঞান করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারে পাকা। কারেক্ট ক্রিকেটের এ্যাপ্রোচ রেখে, বল যে জোরে মারা যায়; আবার সুইং ও স্পিন ভাঙ্গার মুখে বল তুলে ফিল্ডারদের টপকে রান যে অতি সহজে বানানো যায় এ প্রমাণ তিনি প্রতি খেলায় রেখেছেন। খেয়ালী মেজাজের খেলোয়াড়, রয়ে সয়ে খেললে আখেরে ভাল হত। কিন্তু তার ধার দিয়েও তিনি যাননি। কোচবিহারের মহারাজা (ভায়া) প্রায়ই বলতেন 'গোপাল চেহারায় নিখুঁত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ধাঁচের, খেলাও তাই মুস্তাকের খেলার সঙ্গেও অনেক সাদৃশ আছে। তাই বাংলার মুস্তাক বলতে গোপালকেই বোঝায়। আর কাউকে এ নামে যদি ডেকে থাকো তাহলে বলবো সে গোপালের প্রতিচ্ছবি।'

সে কথা থাক। গোপাল ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেন, 'আমি ক্রিকেটের কি বুঝি? আমায় গ্রাউন্ডসম্যান বললেই মানাবে ভাল।' কিন্তু আশ্চর্য লাগে যখন তাঁরই সমকালীন খেলোয়াড়েরা তাঁর কাছে প্র্যাকটিশ না নিয়ে পারতেন না। বলা হত, গোপালের কাছে গেলে লাভ বই লোকসান নেই। নির্মল চ্যাটার্জি যখন ভাবলেন অস্ট্রেলিয়া সফরে (১৯৪৮) তাঁর নাম ঢুকতে পারে তখন তিনি বন্ধু গোপাল ভট্টাচার্যের কাছেই প্র্যাকটিশ নেন। তাঁর এমনই বিশ্বাস ছিল। খেলতেন আর বলতেন, 'কিরে গোপ্‌লা ঠিক আছে তো। ভুল হলে বলিস কিন্তু!'

অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেস দলের (১৯৪৫) বিরুদ্ধে ইউনিভারসিটির খেলোয়াড় বাদল দত্ত বাতে পুণার কিথ মিলারের মত ফাস্ট বোলারকে ঠিকমত খেলতে পারেন তার জন্যে গোপাল ভট্টাচার্যের চেষ্টার অন্ত ছিল না। আর এটাও জানি হোলকারের ন্যাটা স্পিনার হীরালাল গাইকোয়াড়ের সম্মুখীন হবার আগে গোপাল ভট্টাচার্য বাদল দত্তকে প্র্যাকটিশ দেন। সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়নি তার প্রমাণ বাদল দত্তের ১৪৭ রান। খেলাটা হয় ইডেনে, ১৯৫২ সালে। ফাইনালে বাংলা সেবার বাগে পেয়েও হোলকারকে হারাতে পারেনি।

শিবাজী বোস ইংল্যাণ্ডে গোভার ট্রেনিং পর্ব সেরে এসে বলেন গোপাল ভট্টাচার্য যা শিখিয়েছেন তার ওপর আর কিছু নেবার ছিল না।

শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ পাড়ি দিয়ে নিজেই উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে নিত্য খেলার অভ্যাস করার অনুমতি চেয়েছিলাম। বলেছিলেন, 'এত কষ্ট যদি তোর সয় তাহলে বাজী রাখছি

গোপাল ভট্টাচার্য

তোকে বেঙ্গল খেলাবো। একটানা আট বছর অফ স্পিন বল করে তো দেখলি। এবার আমার কথা শুনে দ্যাখ একবার।' একটু হেসে বললেন, 'তবে ভোল পালটাতে হবে। কাকার নকল করে ঝুলিয়ে বল দিলেই কমল ভট্টাচার্য সাজা যায় না। তার চেয়ে জোর বল কর। গতর আছে, দেখি কেমন না হয়! সুদে আসলে তুলে দেবো।' তখন আমার ক্রিকেট এককালে গিয়ে ঠেকেছে। কিছুটা বিতৃষ্ণাও। উদাস চাউনী মেলে তাকাতেই তিনি একখানা চ্যালা ব্যাট ধরিয়ে বললেন, 'বোলিংয়ের কথায় পরে আসছি। এখন ব্যাট করো দেখি।' সেই আধ-ডজন ক্যাম্বিস বল, জলে চোবানো বালতি থেকে তুলে নিয়ে বাঁ হাতে একটার পর একটা ছুঁড়তে লাগলেন। কখনও সর্ট অফ লেন্‌থ, কখনও গুড লেন্‌থ, আবার কখনও কখনও হাফ ভলি। আমাকেও প্রয়োজন মত ব্যাক, ফরোয়ারড ও ড্রাইভ সট নিতে হচ্ছিল। কিন্তু জলে ভেজা বল সিমেন্টের মাটিতে পড়ে যে এত জোরে আসে কে জানতো! শুধু কি তাই, ঐ বলেই তিনি সুইং দিচ্ছেন আবার স্পিনও। একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ দুটো ছোট করে গোপাল ভট্টাচার্য বললেন, 'আসল জায়গার সঙ্গে এ খেলার কোন তফাৎ

মাঠ ময়দান

নেই। 'ব্যাটসম্যান মাস্ট বি কুইকার দ্যান দি বোলার' এইটুকু শেখাতে পারলেই আর দেখতে হবে না। গুড লেন্‌থ বলগুলো মারবার জন্যে তখন ছটফট করবি।'

যেখানে গোপাল ভট্টাচার্যের হাতে ক্রিকেটের ভার সেইখানেই ছেলেরা ভীড় বাড়াল। গোপাল ভট্টাচার্যও খুশী হলেন। উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে তিনি আসল মাঠে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করার একটা মস্ত সুযোগ পেলেন সবাইকে এক সঙ্গে পেয়ে। এই বছরটাই তিনি যেন বড় বেশী মেতে উঠলেন। কালীঘাট ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আভাসে জানালেন, ট্রফি একার তাঁর হাতের মুঠোয়, আর কম করে ছটি ছেলেকে তিনি বাংলাদলে ঢোকার পথ প্রশস্ত করে তুলবেন। এটা তাঁর পণ। নইলে খেলার মাঠ ছেড়ে দেবেন। যথাক্রমে সলিল ব্যানারজি, সুনীল দাশগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, বঁটু মৈত্র, বেণু দাশগুপ্ত, সুব্রত সরকার, বিকাশ চৌধুরী, অনিল ভট্টাচার্য, বাদল চন্দ, স্বরূপ গুহঠাকুরতা, কল্যাণ বিশ্বাসের হাতে ব্যাটিংয়ের ভার রেখে তিনি বোলিংয়ের গোড়াপত্তন ধরালেন ডি এস মুখারজির সঙ্গে আমাকে। আর তারই জন্যে কিছু বাড়তি নজর রাখলেন আমার প্রতি। মোল পা মেপে বল করা, টিপ করে ব্যাটসম্যানদের পায়ে মারা এইটাই হল আমার বোলিংয়ের প্রথম শিক্ষা। ছ' ফুট দেড় ইঞ্চি আমার এই বিশাল চেহারার কানে কানে মানুষ মারার মন্ত্রটাই তিনি দিয়ে ছাড়লেন। তাতে কাজও হল, ভয় দেখিয়ে কিছু উইকেটও সংগ্রহ করা গেল। একটানা দশ বছর বাংলাদলে থেকেও খেলতে পারিনি, ১৯৫৯-এ সেই বছরই খেললাম বাংলার হয়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। আর বাংলার হয়ে সেই বছরই ছ'-সাতজন প্রতিনিধিত্ব করেন।

পুরোনো ছাত্রদের নিয়ে গোপাল ভট্টাচার্য খুব শীঘ্রই রাঁচিতে একটা ক্রিকেট খেলার আয়োজন করতে চলেছেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'খাওয়া-থাকা ফ্রি। শুধু যাওয়া-আসার ভাড়াটা চাই।' বাধা দিয়ে বললাম—'একটু প্র্যাকটিশের ব্যবস্থা করলে ভাল হত না! কতদিন ব্যাটে-বলে হাত পড়েনি।' বেশ গম্ভীর ভাবেই বললেন তিনি—'ভারিসান। ওটা ট্রেনে যেতে যেতেই সেরে নেবো।'

ডাক-বাক্স

অমর নন্দী

গত মাসে নয়াদিল্লিতে বিটলভাই ভবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যোগ মহাসম্মেলনে, বাংলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন অমর নন্দী। যদিও আমন্ত্রিত তবু তাঁর আত্ম-প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অবশেষে অনেক হেনস্থা ও তাচ্ছিল্যের পর কর্তৃপক্ষ তাকে অল্পসময় দেন। শ্রী নন্দী (ইনি জটাজুটধারী গেরুয়া বসন পরিহিত যোগী নন) ৪৫টি যোগাসন এবং ধৌতি ও নৌলি ক্রিয়ায় (শ্রীতাপস ভট্টাচার্যের ইংরাজী দ্বারা বিবরণও ছিল) মহাসম্মেলনকে এমনিই বিস্ময়াবিষ্ট করেন যে, বহু বিদেশী তাঁর কাছ থেকে যোগশিক্ষা শুরু করেন। অতঃপর আমন্ত্রণ পেয়ে শ্রী নন্দী মাদরাজ ও পাণ্ডিচেরীতে যোগ প্রদর্শন করেন।

দেশ বিদেশে বিশেষভাবে ভারতীয় যোগ ও যোগীদের সম্বন্ধে বিদেশীদের অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। এ বিষয়ে তারা আগ্রহশীলও বটে। এই আসন ও যোগের জনপ্রিয়তা দেখে আমাদের কেউ কেউ যোগের দোহাই দিয়ে যাদুর সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা ফাঁকি দিয়ে দেখিয়ে বাহবা ও প্রশংসা অর্জন করে থাকেন। হাতি ও রোলার বুকে নেওয়া, মোটা শিকল ছেঁড়া, টেনিস বল ছেঁড়া, স্প্রিং টানা, ফাঁসি, কণ্ঠে বর্শা, চোখের গোলকে লোহার শিক রেখে বাঁকান, মাথায় ডাব ও নারকেল ভাঙা প্রভৃতি খেলা যোগের নামে নিছক ফাঁকি দিয়ে যাদুর সাহায্যে দেখিয়ে সরলমতি বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঠকিয়ে নিজেদের যোগী বলে জাহির করে প্রাধান্য অর্জন করা হয়। এই সব খেলার মধ্যে কণ্ঠে বর্শা, চোখে লোহার শিক বাঁকানো, মাথায় ডাব ভাঙা ও লোহা মেরে বাঁকান, সরু দড়িতে ফাঁস খোলা, শিশুরে বুকে দাঁড়ান প্রভৃতি খেলার আবিষ্কারক ও প্রথম প্রদর্শক আমি। এগুলির মধ্যে শিশুর বুকে দাঁড়ান ছাড়া আর কোনটিতে যোগের প্রয়োজন হয় না; শুধু মনকে কেন্দ্রীভূত করা আর শ্বাসকে আয়ত্ত করতে পারলেই এ সমস্ত খেলা দেখান যায়।

হাতি বুকে নেওয়া প্রভৃতি খেলায় কেমন শক্তির প্রয়োজন ও কী শক্তির প্রয়োজন ও ফাঁকি দেওয়া হয়—সে সম্পর্কে আমার মোটামুটি জ্ঞান আছে। এই সমস্ত খেলা নিছক যাদুর সাহায্যে দেখান হয়ে থাকে।

বিদেশীরা যখন এই ফাঁক বুঝতে পারবেন তখন যোগ, যোগী ব্যায়ামীদের সম্পর্কে কী বীতশ্রদ্ধ হবেন না? তাছাড়া এরকম ফাঁকির দ্বারা কি প্রকৃত শক্তিধর ও ব্যায়ামীদের ক্ষুণ্ণ করা হয় না?
—আয়রনম্যান নীরদ সরকার, সালকিয়া, হাওড়া।

কেশগুচ্ছের প্রাচুর্য্যের জন্য...
সলু-রিসর্সিনল
গাস্তর ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিঃ

জাতীয় স্কুল গেমসে পঃ বাংলা

খেলাধুলোর বিভিন্ন বিভাগে স্কুল পর্যায়েও পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের স্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিচের সারিতে। গত ২৮ ডিসেমবর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত শীতকালীন যোড়শ জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার

চিরঞ্জীব

ফলাফল অন্তত তাই বলছে। পশ্চিমবঙ্গের ৮২ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল অ্যাথলেটিকস, ভলি, হকি, জিমন্যাসটিকস ও ব্যাডমিনটনে। এর মধ্যে জিমন্যাসটিকসের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই পদক নিয়ে এসেছে। সারা ভারতে 'বয়েজ' ও 'গারলস' দুই গ্রুপেই এরা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। জিমন্যাসটিকসে নিমাই কানুজি ও আরতি দাস সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায়

বুদ্ধদেব দাস

আর মুখ রাখে অ্যাথলেটিক দল। এবার এ রাজ্য থেকে কেবলমাত্র বুদ্ধদেব দাসের জাতীয় স্কুল রেকরড হয়েছে। সে হাই-জাম্প দিয়েছিল ১.৮৪ মিটার।

কুলটি হায়ার সেকেনডারি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র বুদ্ধদেব গত মারচ থেকে সপ্তাহে দুদিন কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এসে সুজিত সিংহের কাছে কোচিং নিয়ে এই সাফল্য লাভ করল।

বুদ্ধদেব ছাড়াও ত্রিবান্দ্রমে পদকপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের চন্দনা সরকার, রাজেশ্বরী ভট্টাচার্য, নিভা আদক ও অঞ্জলি দে ভারত-সিংহল স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়েছে।

ত্রিবান্দ্রমের ব্যাডমিনটন কোরটে আমাদের মেয়েরা প্রথম রাউনডেই হেরে যায়, ছেলেরা দ্বিতীয় রাউনডে। ভলিবলে হার হয় কেরলের কাছে; পশ্চিমবঙ্গ কোনো পুরস্কার পায়নি। ব্যাডমিনটন ও ভলি বলে আমাদের ছেলেমেয়েদের মান যে নিচু তা অনস্বীকার্য। এজন্য তাদের দায়ী করা চলে। কিন্তু হকিতে তৃতীয় স্থান নিষ্পত্তির খেলায় ত্রিবান্দ্রম শহরে থেকেও মাঠে বাংলার অনুপস্থিতির জন্য দায়ী কারা? বাংলা-দিল্লি খেলার নির্দিষ্ট সময় ছিল সকাল সাড়ে ছ'টা। কিন্তু আমাদের কর্মকর্তারা নাকি ছাত্রদের বলেছিলেন, খেলা হবে সাড়ে আটটায়। তাই বাংলার অনুপস্থিতিতে দিল্লি ওয়াকওভার পেয়ে যায়।

কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অভিযোগের ইতি এখানেই নয়। দলের সঙ্গী ডাক্তার 'ফার্স্ট এড' বাকস না নিয়েই ত্রিবান্দ্রম গিয়েছিলেন। ফলে মাঠে আহত বাংলার খেলোয়াড়দের প্রাথমিক চিকিৎসায় তিনি সাহায্য করতে পারেননি। একাধিক টিম ছিল কোচবিহীন। অথচ খেলার খাতে রাজ্য সরকারের অর্থের ত অনটন নেই! কোচেরও কি অভাব আছে? কর্তাদের দূরদর্শিতার অভাবেও যে ছেলেমেয়েগুলি খেলাধুলোয় পিছিয়ে যাচ্ছে সে কথা এতদিনেও বোঝানো গেল না। এদিকে কর্মকর্তাদের দলে ছিল আত্মীয়-পরিজনে পুষ্ট। তাঁরা ত্রিবান্দ্রমে বেড়াতে গিয়েছিলেন সিঙ্গল ফেয়ার-ডাবল জারনির সুযোগে। যাওয়ার সময় ২৩ ডিসেমবর রাত্রে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে পরদিন ভোর পর্যন্ত প্লাটফরমের মেঝেয় রাত কাটানোর ব্যাপারেও ছেলেমেয়েরা কর্তাদের দায়ী করেছে।

কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও কি একেবারে নির্দোষ ছিল? এগমোর স্টেশনে তামিলনাড়ু পুলিশ কেন তাদের দিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল? যার ফলে একাধিক ছাত্রছাত্রী সংজ্ঞা হারায়। তখন কর্মকর্তারাই বা কোন ভূমিকা নিয়েছিলেন?

পোঙ্গল-এর সুবিরাট উপহার ...

বিশেষ পুরস্কার ৩০ লক্ষ টাকা
একটি বিশেষ ১ম পুরস্কার (১০টি সিরিজ মিলাইয়া) ১০ লক্ষ টাকা
দুটি বিশেষ ২য় পুরস্কার প্রতিটি ৫ লক্ষ টাকা (প্রতি ৫টি সিরিজের জন্য ১টি) ১০ লক্ষ টাকা
পাঁচটি বিশেষ ৩য় পুরস্কার প্রতিটি ২ লক্ষ টাকা (১০টি সিরিজ মিলাইয়া) ১০ লক্ষ টাকা
প্রচলিত পুরস্কার ৩৫ লক্ষ টাকা
মোট পুরস্কার ৬৫ লক্ষ টাকা — ৬১১৮টি পুরস্কার

বিরাট পোঙ্গল র‍্যাফল খেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা জেতবার জন্যে
তামিল নাড়ু সরকার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন
খেলার তারিখ ৮-২-১৯৭১
আজ পর্যন্ত তামিলনাড়ু র‍্যাফল ২০৪ জন লক্ষপতি সৃষ্টি করেছেন!
মাত্র দুটি টাকা খরচ করে আপনিও লক্ষপতি হতে পারেন!
প্রতি টিকেট মাত্র ২, টাকা। টিকেট বিক্রি হচ্ছে! এখনই কিনুন!
তামিল নাড়ু র‍্যাফল
টিকেট কিনুন
ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিসিটি, গভর্নমেন্ট অফ তামিল নাড়ু, মাদ্রাজ-৯ কর্তৃক প্রচারিত।

যে-কোন রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার অপেক্ষা বিরাটতম

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার।

প্রমত্ত যৌবন

আজ বাংলাদেশে উত্তাল যৌবনবন্যার প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সবাই সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। কেউ বা চিন্তায় আকুল, কেউ বা নিন্দায় মুখরিত। আবার অনেকেই তার প্রতিকার বা প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। কিন্তু যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় না হলে তার প্রতিকার যে সম্ভব নয়, সেদিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি পড়েছে বলে মনে হয় না। আশু প্রতিকারের উপায় নির্দেশেই সকলে ব্যস্ত। কিন্তু রোগের বীজ কোথায় তা না জানলে আশু প্রতিকারও সম্ভব নয়। সমস্যার স্বরূপ কি তা যথার্থভাবে উপলব্ধি না হলে সমাধানের পথ নির্দেশ সম্ভব নয়।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, আমি রাজনীতিজ্ঞ নই, রাজনীতির প্রতি আস্থাশীলও নই [illegible] সমস্যা দেখা দিয়েছে তা মূলত রাজনৈতিক নয়, রাজনৈতিক উপায়ে তার সমাধানও সম্ভবপর বলে মনে করি না। অথচ, দেখতে পাচ্ছি এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য সকলেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। আর সরকারের পক্ষ থেকেও এ প্রতিকারের জন্য নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপায় বাতলানো হচ্ছে। অন্ধ পশুবল প্রয়োগ থেকে মধুর নীতিবর্ষণ পর্যন্ত কিছুই বাদ যাচ্ছে না, কিন্তু সর্বকিছুই উদ্বেল বন্যার স্রোতে ঐরাবতের ন্যায় ভেসে যাচ্ছে। যে সমস্যার মূল রাজনীতি ও অর্থনীতির চেয়ে গভীরতর মানব প্রকৃতি এবং সামাজিক চারিত্রনীতির অন্তরে নিহিত, কোনোপ্রকার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রণালীতে তার সমাধান সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সমস্যার আসল স্বরূপটা কী সেটাই প্রথমে ভেবে দেখা দরকার।

মানুষের কোনো সমস্যাই দেশকাল হেতু-নিরপেক্ষ নয়। কাজেই আমাদের বর্তমান সমস্যার স্বরূপটাকে দেশকাল-হেতুর পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখা প্রয়োজন। দেশটা অবশ্য বাংলাদেশ, কালটা বিংশ শতকের অষ্টম দশক। কিন্তু হেতুটা নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের বহুকালব্যাপী ইতিহাসের অন্ধকার গুহায়, আর বাংলা ইতিহাসের শেষ পর্বে তার মূল ধারার সঙ্গে এসে মিশেছে সর্বদেশের ও সর্বকালের ইতিহাসের ছোটবড়ো বহু স্রোতধারা। তাই আমাদের বর্তমান সমস্যার মূল কোথায় তা জানতে হলে বাংলার ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে বহিরাগত ঐতিহাসিক প্রভাবগুলির স্বরূপও ঠিকমত বোঝা চাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বাংলার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙালীর ভরসা নেই—তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য এখানেই। বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। তাই আমরা এখনও অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছি।

একটু নি বি ষ্ট ভা বে দৃষ্টিক্ষেপ করলেই বোঝা যাবে যে, ইতিহাসের কোনো পর্বেই বাঙালির মনস্বিতার ও কর্মশক্তির অভাব ঘটেনি। কিন্তু বাংলার ইতিহাস একাধারে ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা বাঙালিকে চিরকালই স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিরাগত ভেদবুদ্ধি তাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বস্তুত বাংলার ইতিহাসের কোনো পর্বেই উল্লেখযোগ্য সংঘশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। মননশক্তির বিকাশের পক্ষে সংঘবদ্ধতা অত্যাবশ্যক নয়, কিন্তু কর্মকীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সংহতির দৃঢ় ভিত্তিমূল। তাই দেখি ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই বাঙালির মনস্বিতার ও সংস্কৃতির চর্চার অভাব ঘটেনি। কিন্তু সংঘবদ্ধ কর্মকীর্তির অভাব বাংলার ইতিহাসকে নিষ্প্রভ করে রেখেছে।

রামমোহনের জনসমক্ষে আবির্ভাব থেকে সুভাষচন্দ্রের তিরোধান পর্যন্ত কালটুকুর (১৮১৫—১৯৪৫) কথাই বিবেচনা করে দেখা যাক। এই একশো ত্রিশ বৎসরব্যাপী কালটুকুই যে বাঙলার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পর্ব তাতে সন্দেহ

প্রবোধচন্দ্র সেন

নেই। এই পর্বে বাঙালি বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে প্রবেশ করেছে। তাই এ যুগে বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা ও সবলতার একটু পরিচয় নিলেই বর্তমান সমস্যার মূল কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।

আধুনিক বাংলার প্রথম যুগের দুই প্রধান নেতা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মানুষ হয়েছিলেন বাংলার চিরাগত শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও প্রভাবের ক্রোড়ে লালিত হননি। অথচ কেমন সহজে তাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন তা সকলেই জানে। বাঙালি সহজেই আলোর ডাকে সাড়া দেয়, নূতনকে অনায়াসে গ্রহণ করে আপন জীবনসত্তার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র তার প্রথম অপ্রকৃষ্ট নিদর্শন। পরবর্তীকালেও প্রতিস্তরেই তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সে প্রক্রিয়া আজও যে স্তব্ধ হয়ে যায়নি তা নিতাই দেখা যাচ্ছে। তখনকার দিনে প্রধান সমস্যা ছিল বহিরাগত প্রভাব ও জাতীয় বিবর্তনগতির সমন্বয়-সাধন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব মনীষীরই প্রধান জীবনব্রত ছিল কর্ম ও জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ঐ সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। কিন্তু যখনই কোনো না কোনো কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে ইতিহাসের কক্ষচ্যুতি ও বিপর্যয়। তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ অর্থাৎ হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁরা যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে ইতিহাসের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেকাংশেই উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন তা সকলেরই জানা। কেউ কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করে হলেন খৃষ্টান, কেউ বা একেবারে নাস্তিক। কিন্তু হিন্দু কলেজের বাইরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনস্বীদের চেষ্টায় ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। তার ফলে উক্ত ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় সহজেই জাতীয় স্ব-ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

এই পর্বে যুবক সম্প্রদায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবশ্য রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই চেষ্টা প্রবলতা লাভ করে তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক কার্যকলাপের পথে পরিচালিত করতে পারেনি। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, সে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় এখন থেকে একশো বৎসর পূর্বে ১৮৭০ সাল থেকে। ঐ সালেই কবি হেমচন্দ্রের প্রচণ্ড তূর্যধ্বনি বেজে উঠে সমস্ত যুবক সম্প্রদায়কে চমকিত করে তুলল। কবিকণ্ঠের "বাজ রে শিঙা, বাজ এই রবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত

খ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬ জানুয়ারী
২২তম
প্রজাতন্ত্র দিবস
১৯৭১

আনন্দবাজার পত্রিকা

আমাদেরি বঙ্গ রে

১

কোন্ দেশেতে ছেলেবুড়ো
সকল দেশের চাইতে অলস?
কোথায় মুখে জগৎ মারে,
কোথায় কেবল ফুটা কলস?
নিজের নাকটা কেটে পরের
যাত্রা করে ভঙ্গ রে,
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বঙ্গ রে।

২

মাটি খোঁড়ার কী দরকার,
রেল বসবে চাতালে,
কলকাতাই তো (হাওড়াসহ)
যাচ্ছে চলে পাতালে।

৩

আমার পিঠে পড়বে যখন
ছোরা কিংবা কুলিশ,
তখন ছুটে আসিস বাছা
সোনার ছেলে পুলিশ!
আমি যখন অন্যপাড়ায়
করবো 'হালুম হুলুম'
তখন যদি আসিস বেটা,
বলবো তাকে জুলুম।

৪

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যিখানে চর,
তার মধ্যে বসে আছেন
রহমান মুজিবর'

৫

হাটের মাঠের মূর্তিগুলো
দাঁড়িয়ে আছে কবন্ধ,
তাই না দেখে লিখতে বসি
ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।
বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ
সবাই এখন কনিষ্ক;
—কী লিখতে কী লিখলাম,
বড়ই 'অন্যমনিস্ক!'

অমিতাভ চৌধুরী

আজকের বাংলা

বিশ্বাসে অবিশ্বাসে

(১)

আজকের বাংলা দেশের দিকে তাকাচ্ছি, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না। এই সকালটা কুয়াশায় কানা।

শীতকাল—সব হিসাবেই। বছরের ঋতুর হিসাবে তো বটেই, বয়সেরও এটা শীতকাল; যখন মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি, আড়চোখে তাকাই, পাশে কেউ আছে কিনা। নেই। ভয় হয়, আবার ভরসাও পাই। কারও মুখ রেখে, ঢেকেঢুকে কিছু বলতে হবে না।

সখ্য, সান্নিধ্য, সহিতে থাকার অর্থে সাহিত্য—এই বয়সে সব স্মৃতির মতো, মৃত। এ সেই বয়স, যখন বয়স্যও থাকে না। বিশ্বাস-টিশ্বাস সব ভাসিয়ে দিয়ে ঘাটের জলে হাত ধুয়ে বসে আছি।

আজকের বাংলার কথা লিখব? কেন, কিসের প্রয়োজনে? শুনবে কে, আর শুনলেও কে-ই বা মানছে। বর্তমানের কথা লিখতে হলে ভূত আর ভবিষ্যতকেও মেলাতে হয়। ভবিষ্যতের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভরসা রাখি না। আর ভূত মানে যদি হয় আমাদের এই জাতির কোনও মহতী অতীত, সে-বিশ্বাস করেই গেছে।

তবু, জানি না, লিখতে বসে যখন কলম কাঁপছে, তখন প্রাচীন কোনও ভূত আমাকে ভর করেছে কিনা। হাত আমার, কিন্তু কণ্ঠস্বর তার—গাজা-নগরীতে নিশ্চক্ষু সেই নায়কের।

A little onward lend thy guiding hand/to these dark steps/a little further on...

আর্ত আবেগে সে উচ্চারণ করেছিল, "হাত বাড়িয়ে দাও, অন্ধকার এই ধাপের পর ধাপ, আমাকে পথ দেখাও।" এই মুহূর্তে এই লেখক, এবং তার সঙ্গে আরও অনেকে, সেই স্যামসন।

(২)

বিশ্বাস। ভাবনায় বারবার এই শব্দটা ফিরে ফিরে আসছে, কারণ, এই দিনটা ২৬ জানুয়ারি। সেই ত্রিশ-চল্লিশের দশকে মধ্য শীতের এই দিনটির নাম যখন ছিল "স্বাধীনতা দিবস", তখন ঘটা করে, প্রভাতফেরির পরে, সংকল্পবাক্য পড়া হত। ফিরে ফিরে সেই সংকল্পের একটি ধুয়া ছিল—"আমরা বিশ্বাস করি....."

বিশ্বাস, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, এই অঙ্গীকার। সেই স্বাধীনতা নেই কি? আছে। অবশেষে ভোট দেবার অধিকারে এসে ঠেকেছে। এটুকুও কত দিন বজায় থাকবে, বলা শক্ত।

কোন সুরাপায়ী খালি পেটে ঢকঢক কিছু তরল পানীয় গিলে

সন্তোষকুমার ঘোষ

ঘুমিয়ে পড়ত। জেগে উঠে, খিদের জ্বালায়, সে এদিক ওদিক তাকাত। কিছু না পেয়ে সে আবার একটি গ্লাস ঢকঢক গিলে ঘুমোত। নির্বাচন শব্দটা শুনলেই আমার মনে পড়ে সেই পানীয়। উত্তেজক নিঃসন্দেহ। নিদ্রাকর্ষকও। কিন্তু পুষ্টিকর কিছু নেই। স্থায়িত্বের কথাটাও না তোলাই ভালো। কবে থেকে ওটাও যেন কাচের গেলাসের মতো ঠুনকো হয়ে গেছে, তবু থেকে থেকেই ভরা আর খালি করা চলছে।

কার প্রয়োজনে? আগে ভাবতাম, একা রাজনীতিবিদদের। ভোট নেই তো ওঁরাও নেই—বেকার। এখন জানি, তাঁদের সঙ্গে আছেন অন্তত আরও একজন অফিসার, যাঁর পদের পদবী নির্বাচন কমিশনার। সেদিনও তিনি বলেছেন, এই ভঙ্গ বঙ্গদেশ যদি না তলিয়ে যায় বঙ্গোপসাগরে, তবে নির্বাচন হবেই।

ভুলে গিয়েছিলাম। ভোটের লড়াই না হলে ভদ্রলোকের দশা "অকাপেশন-গণ" ওথেলোর মতন।

পোল্-কমিশনার, আর পোলিটিশান। দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাক নাম নেতা। সংসদীয় গণতান্ত্রিক বন্দোবস্ত এঁদেরও এমপ্লয়মেনট একসচেনজ। বয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার—আগে এই গণতন্ত্রের এই একটাই মানে জেনেছি। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে আর একটা: সাবালক হলেই যে শুধু ভোট দেবার অধিকার জন্মায়, তা নয়। ভোটের নেবার অধিকারও অর্শে। হয়তো-বা সাক্ষর না হলেও চলে।

আহেলা বিলাতী ওয়েসট-মিনসটার-মার্কা চীজ আমদানি করেছি কিন্তু কাস্টমস ডিউটি দিইনি। মূল শর্ত না মানার ফলে হালে পড়েছি বিষম মুশকিলে। এই

ঘ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সর্বনাশের ইতিহাস

দেশ ও বিদেশে আজকের বাংলার অন্তহীন কুখ্যাতি। বাস্তবিকই আমাদের রাজ্যের এই কুখ্যাতি রটবেই বা না কেন? সকালে কাগজ খুললেই সব খবরকে ছাপিয়ে যে খবর প্রকট হয়ে চোখে পড়ে তা হচ্ছে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ঠাণ্ডা মাথায় খুন-জখম, গুলি গ্রেফতার ইত্যাদি। এই সর্বনাশা হানাহানি, মারামারিতে শুধু যে যারা জড়িত তারাই শেষ হচ্ছে তা নয়, সমাজের সব ক্ষেত্রের মানুষ ব্যবসায়ী, পুলিশ, সরকারী কর্মী, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, অধ্যাপক এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও শিকার হচ্ছেন।

বাংলার আজকের এই অবস্থা হঠাৎ একদিনে হয়নি, এই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে নানা কারণে, নানাদিক থেকে। প্রায় স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই এর সূচনা। কংগ্রেসের হাতে পুরোপুরি ক্ষমতা আসার পর থেকেই এই রাজনৈতিক দলের এক শ্রেণীর কর্মীরা নিজেদের দলের ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লক্ষ্য রেখে চলেছে, দেশের উন্নতির কথা ভাবেনি। কংগ্রেস অতীত গৌরব ও কৃতিত্বের মূলধন ভাঙিয়ে সরকার যথেচ্ছ শাসন করেছে। মানুষ অনেক আশায় তখন সরকারকে সমর্থন করেছে কিন্তু সরকার মানুষের সেই আশা পূরণ করতে পারেনি। এই রাজনৈতিক দলের নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একদিকে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অযোগ্যতা, শৃঙ্খলার অভাব ও দুর্নীতি ও অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা দেশ সম্পর্কে অবহেলা বছরের পর বছর চলতে থাকে। এর ফলে সৃষ্টি হয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক হতাশা ও অসন্তোষ। রাজনৈতিক ফন্দিবাজরা সেই হতাশা ও অসন্তোষের পুরোপুরি সুযোগ নিতে লেগে গেল। জনগণের দাবি আদায়ের নামে সারা দেশে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু হয়ে গেল।

জনমনের ওই রোষ ফুটে উঠল ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। পশ্চিমবাংলায় ২০ বছর একটানা শাসনের পর কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হল। এর পরে ১৯৬৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হল। কিন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই দুই নির্বাচনে মানুষ ভালবেসে কমিউনিসটদের ভোট দেয়নি। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে মানুষ কমিউনিসটদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। কমিউনিসটদের হাতে ক্ষমতা এসেছে এই কারণে যে এখানে তৃতীয় কোন যোগ্য রাজনৈতিক দল নেই বলে।

কিন্তু লোকের দুর্দশা দূর তো হলই না কমিউনিসট শাসনে বাংলা দেশের অবস্থা আরও খারাপ হল। আইন ও শৃঙ্খলা ক্রমেই ভেঙে পড়ল। ১৯৬৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে "ঘেরাও" আন্দোলন দেখা দিল। ক্রমে কলকারখানা থেকে এই ঘেরাও ছড়িয়ে পড়ল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় কমিউনিসট সরকারে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। বলপূর্বক জমি দখল করতে গিয়ে লাগল যুক্ত ফ্রনটের শরিকে শরিকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। বিশৃঙ্খলা নানা দিক দিয়ে

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ফুটে বের হতে লাগল। বিধান সভার অধিবেশন চলাকালেই এক দল মারমুখী পুলিশ বিধানসভার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে পথে-ঘাটেই সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। সরকার এই সংঘর্ষকে দমন করতে পারল না কিংবা হয়ত ইচ্ছা করেই দমন করল না।

এর পরের পদক্ষেপেই দেখা দিল রাজ্যে চরম অরাজক অবস্থা। আজ সেই হাঙ্গামাকে নকশাল আন্দোলন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলনের লক্ষণীয় দিক হচ্ছে একদল সশস্ত্র যুবকের অতর্কিতে স্কুল-কলেজে হামলা। আক্রমণকারী দলে সামান্য কয়েকজন করে থাকে, তারা হঠাৎ স্কুল-কলেজের উপর চড়াও হয়। চোখের নিমিষের মধ্যেই তারা প্রতিষ্ঠানের কাগজ-খাতা, আসবাবপত্রে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে-ছড়িয়ে উধাও হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে শুধু ধ্বংসস্তূপকেই দেখতে পায়। কর্মকর্তারা সব তার অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এদের আন্দোলনের আর একটা দিক জাতীয় নেতা ও মনীষীদের [illegible]কৃতি ও মূর্তির উপর আক্রমণ। এর স্বরূপ আজ সকলেরই জ্ঞাত। বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। আগের ও পরের হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজের সরকারকে 'অসভ্য', 'বর্বর' প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, আমাদের রাজনৈতিক নীতিবোধ এতই নিচে নেমে গিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী তার পরেও ওই 'বর্বর' মন্ত্রিসভারই পৌরোহিত্য করেছেন।

নকশালপন্থী সর্বশেষ আন্দোলন আজ দাঁড়িয়েছে ঠাণ্ডা মাথায় খুনোখুনিতে। আজ খুন জখম আর শুধু বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রেই। আজ কথায় কথায় আক্রান্ত হচ্ছেন শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী চিকিৎসক, সরকারী কর্মী, ব্যবসায়ী পুলিশ প্রভৃতি।

দেশে এই শ্রেণীর সঙ্কট উপস্থিত হল কেন—এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। কিন্ত স্বীকার করতেই হবে যে আজকের এই সব প্রাত্যহিক খুন জখম হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলার পেছনে অনেক কারণের একটি অন্যতম কারণ যুব সম্প্রদায়ের চরম হতাশা এবং এই হতাশার উদ্ভবের কারণ বাংলাদেশের সার্বিক দুর্দশা। আর এই দুর্দশার পেছনে আছে কংগ্রেস কমিউনিসট এবং রাষ্ট্রপতির অর্থাৎ সকল প্রকার শাসনের ব্যাপক ব্যর্থতা।

বাংলার এই দুর্দশার কিছুটা সারা ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতই। এ সম্পর্কে ভারত সরকার গঠিত একটি কমিশন যে কথা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। এই দুর্দশার কারণ কী এ সম্পর্কে

চ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রমত্ত যৌবন

ক পৃষ্ঠার পর

"শুধুই ঘুমায়ে রয়", এই বজ্রনিনাদ যুবক সম্প্রদায়ের চিত্তে যে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল তার প্রতিধ্বনি বাংলার আকাশকে দীর্ঘকাল মুখরিত করে রেখেছিল। কবি হেমচন্দ্র যুবচিত্তের নিদ্রাহরণ করেই ক্ষান্ত হননি, ইনি তাদের অস্ত্রধারণ করতেও আহ্বান জানালেন, কেননা, 'এসব দৈত্য নহে তেমন'। 'বজ্রশিখা ধরে হও অগ্রসর', কবির এই বাণী তখনকার যুবকদের অশান্ত করে তুলেছিল। এই "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি লেখার ফলে কবিকে রাজরোষেও পড়তে হয়েছিল। বলতে গেলে এ সময় থেকেই আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়।

এই যে নূতন চেতনার বহ্নি তাতে ইন্ধন জোগাবার লোকেরও অভাব হয়নি। শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ অনেকেরই প্রধান লক্ষ্য ছিল যুবক সমাজকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে বীরকর্মের পথে চালিত করা। তৎকালীন ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রধান ঘটনা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডির প্রচেষ্টায় ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতালাভ। এই ঘটনার প্রবল প্রভাবে আমাদের তরুণরাও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই তাদের চোখে ইটালীর আদর্শ তুলে ধরলেন। ম্যাট্‌সিনি ছিলেন একটি বিখ্যাত গুপ্ত সমিতির মহানায়ক। ঐ সমিতির লক্ষ্য ছিল অস্ত্রবলে ইটালীর স্বাধীনতা অর্জন। আমাদের দেশে রাজনারায়ণ বসু ঐ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন যুবকের সহায়তায় 'সঞ্জীবনী-সভা' নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করলেন। বালক রবীন্দ্রনাথও ঐ সমিতির সদস্যরূপে গৃহীত হয়েছিলেন, এ কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, বাংলার ইতিহাসের এই অগ্নিযুগ মূলত বৈদেশিক প্রভাবেরই ফল, স্বদেশের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিণতি নয়। তাকে দেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত করাও সম্ভব হয়নি। ফলে আজ তা একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়। এক সময়ে যে যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করা হয়েছিল দেশের মুক্তিসাধনের জন্য, আজ সে অনলই সহস্র শিখা বিস্তার করে সমগ্র দেশকে পুড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে।

এজন্য যুবক সম্প্রদায়কে দোষী করা যায় না। স্বীকার করতে হবে, এ আমাদেরই কর্মের ফল। ডিরোজিওর আমলে ফরাসী বিপ্লবের যে প্রভাব দেখা দিয়েছিল তা আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, জ্ঞানচর্চা এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার বাইরে তা প্রসারিত হয়নি। তাতে যেটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল তাও অচিরেই প্রশমিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনস্বী ও কর্মনায়কদের প্রভাবে। কিন্তু ইটালীর মুক্তি আন্দোলনের যে ঢেউ এদেশের চিত্তে এসে লেগেছিল তা ক্রমেই প্রবলতর হয়ে বন্যার আকার ধারণ করেছে। তাকে নিয়ন্ত্রিত করার যথোচিত চেষ্টা হয়েছিল বলে ইতিহাসে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই একদিকে দেশের যুবসমাজকে বীরকর্মে প্রণোদিত ও অন্যদিকে সে কর্মকে স্বদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও কল্যাণের সঙ্গে সমন্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এক হাতে প্রবল কষাঘাত করে ও অন্য হাতে বল্‌গা টেনে ধরে স্বদেশের রথকে দ্রুতবেগে অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই রশ্মি সংযমনের প্রয়াস সফল হয়েছে বলে মনে করা যায় না। এই ব্যর্থতার কারণ কি তা বিশেষভাবে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। এই ব্যর্থতার একটি বড় কারণ বোধহয় এই যে, দেশের যৌবনশক্তিকে যুগপৎ উদ্যত ও সংযত করে অভীষ্ট লক্ষ্যপথে চালনা করার ভার নিয়েছিলেন আমাদের চিন্তানায়কেরা। আমাদের কর্মনায়কেরা এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি। দেশের মুক্তিসাধন রূপ মহৎ লক্ষ্যের কথা বিবেচনা করে আমাদের যুবশক্তির অবলম্বিত পথের উপায়ের প্রতি তাঁরা উদাসীন ছিলেন। সে উপায় অনেক সময়ই ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করত। তবু তখনকার অনেক নেতাই তাঁদের রচনায় ও ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে ঐ কর্মপন্থার নিন্দা করলেও পরোক্ষে সমর্থন ও উৎসাহ যোগাতে কুণ্ঠিত হতেন না। এই দ্বৈতাচারের অবসান আজও ঘটেনি। ফলে আমাদের যুবশক্তি আজ যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে তাতে বিস্মিত হবার বা তার প্রতি ভর্ৎসনা বর্ষণ করার কোনো সংগত কারণ নেই।

এই যুবশক্তি যে আজ সমস্ত নীতিবোধের বাইরে চলে গেছে তার আরো নানা কারণ আছে। একে একে তারও কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। একে তো আমাদের নেতারা দেশভক্তির নামে উদ্দীপ্ত যুবশক্তির বহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়ে চলছিলেন তাতে আবার নানাদিক থেকেই বৈদেশিক হাওয়া এসে সেই বহ্নিশিখাকে লেলিহান করে তুলেছিল। ইটালীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারপরেই প্রেরণা আসে রুশজয়ী জাপান থেকে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের ফলে নবোদ্‌বুদ্ধ বাঙালি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'এনেছে জাপান ঊষা এশিয়ার, মধ্যাহ্ন গরিমা স্বাধীন ভারত আনিবে, নিশ্চয় আনিবে', এই মহাগীত বাণী। এই বাণীর মহৎ প্রভাব থেকে আজও আমার হৃদয় মুক্ত হতে পারেনি, সে স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়তন্ত্রীকে স্পন্দিত করে তোলে। জাপানের পরে যে সব বৈদেশিক প্রভাব দেশের চিত্তকে আলোড়িত করে তুলেছিল এবং এখনও তুলছে তার মধ্যে আয়ারল্যান্ড, রুশ এবং চীনের নাম উল্লেখ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের ইন্ধন ও বাইরের বায়ুস্রোত দুইয়ে মিলে যে দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে তাকে প্রশমিত করা যাবে কি উপায়ে? সমগ্র দেশ আজ চিন্তাকুল চিত্তে তাই ভেবে মরছে। আর যে উপায়েই হোক আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায় না, এমন কি ধিক্কার বর্ষণেও না। জেনারেশন গ্যাপ্‌ অর্থাৎ বংশপর্বিক ব্যবধানের কথা ভেবে হাল ছেড়ে দেওয়াও অক্ষমতার স্বীকারোক্তি মাত্র। দ্রুত বর্ধমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যবধান বেড়েই চলবে। জনমানুষের গতিদ্রুতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাজতরণীকে সমান তালে চালিয়ে নেওয়াই কর্ণধারের প্রধানতম কর্তব্য। নতুবা এক বংশপর্বের সঙ্গে আর এক বংশপর্বের সংযোগ রক্ষা কখনই সম্ভব হবে না। এই সংযোগ রক্ষার অক্ষমতাই কি আজ আমাদের দেশে প্রকট হয়ে ওঠেনি? কথিত আছে, অবাধ্য সমুদ্রতরঙ্গ দাম্ভিক রাজনির্দেশকে উপেক্ষা করে সিংহাসনশুদ্ধ রাজাকেই ভাসিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছিল। আজ আমাদের দেশের অশান্ত যৌবনতরঙ্গও কি তেমনি রাজশক্তির সমস্ত আস্ফালনকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র দেশকেই ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করেনি? এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কারা ও তার প্রতিকার কি তাই চিন্তনীয়।

আশা করা গিয়েছিল, পরাধীনতার পরে আমাদের যৌবন সাধনা আরো দুর্জয় গতিতে ও বিচিত্র পথে চরিতার্থতার দিকে প্রধাবিত হবে। কিন্তু দেখা গেল, স্বাধীনতালাভের পর যেন আমাদের যৌবনশক্তির সব কাজই ফুরিয়ে গেছে। আমাদের সর্বগ্রাসী সরকারই দেশের উন্নতি সাধনের সব কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, জনশক্তি ও যৌবনশক্তির জন্য কোনো কর্তব্যই অবশিষ্ট রাখেন নি। বিচিত্র কর্মোৎসুক যৌবনশক্তির এই বেকারত্বই আমাদের দেশের সবচেয়ে সর্বনাশা সমস্যা। মনে রাখতে হবে, শুধু পরীক্ষা পাশ করিয়ে, চাকরি দিয়ে, খাওয়া পরার স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে বা উচ্চহারের বেতন দিয়ে আমাদের অতৃপ্ত যৌবনশক্তিকে শান্ত করা যাবে না। তারা সুখ চায় না, আরাম চায় না, স্বাচ্ছন্দ্য চায় না। চায় দুঃখবরণ, ত্যাগস্বীকার, এমন কি, মৃত্যু সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্য করে অসাধ্য সাধনে কীর্তিলাভ। সরকার বা অন্য কোনো পক্ষ থেকে কোনোপ্রকার উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও আমাদের তরুণতরুণীরা যে দুর্জয় পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ, দুস্তর সমুদ্র উত্তরণ, পদব্রজে দেশ পরিক্রমা কিংবা সাইকেলে চড়ে বিশ্বভ্রমণ প্রভৃতি দুঃসাধ্য সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করছে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা চাই। আমাদের সরকার পরমাণুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে আলোকিত করার ব্রতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু যৌবনশক্তিকে কাজে লাগাবার কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি? যৌবনশক্তি সঞ্জাত আলোক দীপ্তি যে দেশকে বৈদ্যুতিক আলোর চেয়েও বহুগুণে দীপ্যমান করে তুলতে পারে সেদিকে কারো চেতনা নেই। আমরা নদনদীর জলস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে দেশের মাটিকে উর্বরা করে তুলতে ব্রতী হয়েছি। কিন্তু বিচিত্র ভাবধারায় পরিস্ফীত যৌবনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে দেশের মানসক্ষেত্রে যে সোনার ফসল ফলানো যেত, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছি। তাই ঐ যৌবনশক্তি যদি পরমাণু বোমার চেয়েও প্রচণ্ডতর বিস্ফোরণ ঘটায় কিংবা অনিয়ন্ত্রিত জলস্রোতের চেয়েও প্রবলঙ্কর প্লাবন সৃষ্টি করে তাতে বিস্মিত বা রুষ্ট হবার অধিকার আমাদের নেই, একথা স্বীকার করতেই হবে।

এই সরকারী ঔদাসীন্য ও অকর্মন্যতার মূলে আছে দেশের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে সর্বজনমান্য নায়কের শোচনীয় অভাব। তাহলে কি আমাদের এ সমস্যার কোনো প্রতিকার নেই? নেই মনে করা কাপুরুষতার কাজ। সমস্যা থাকলে তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতেই হবে। সে পথের সন্ধান দেওয়া বর্তমান নিবন্ধের অভিপ্রায় নয়। স্বল্পপরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবু দু' একটি মাত্র কথা বলা যেতে পারে। দেশে আজ মহানায়কের অভাব ঘটেছে বটে, কিন্তু চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্যিক বা কর্মীর অভাব নেই। তাঁরা যদি একাগ্রভাবে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তাহলে তাঁদের সেই সমন্বিত প্রচেষ্টা মহানায়কের অভাব অবশ্যই পূরণ করতে পারে। এ বিষয়ে সংবাদপত্র, সাহিত্যিক পত্রপত্রিকা, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতির বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এক-যোগে না হোক্‌, একমনা হয়ে এই সমস্যার প্রতিকারে অগ্রসর হন তাহলে দেশের এই দুর্যোগ কেটে যেতে বিলম্ব হবার কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে দেশ ক্রমঘনায়মান সমস্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকবে। আমাদের অতৃপ্ত ও অশান্ত যৌবনক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করুন, বিচিত্র কর্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে কঠিন তপস্যালভ্য চরিতার্থতার পথ খুলে দিন, সমগ্র দেশের কাছে এই আমার অন্তরের আবেদন। সেসব পথ একবার খোলা হয়ে গেলেই আমাদের তরুণ সমাজ সমস্ত দুর্লঙ্ঘ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে চরিতার্থতা লাভের সন্ধান পাবে, আর তাতেই দেশের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়তা হবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, আমাদের যুবসমাজকে সার্থকতার পথ দেখাবার মুখ্য দায়িত্ব কার? প্রথমেই বলব, আর যারই হোক, সে দায়িত্ব কখনও রাজনৈতিক দলগুলির উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এমন কি, সরকারের উপরেও না। কারণ, সরকারী শাসনযন্ত্রও চালিত হয় একটি বা একাধিক রাজনৈতিক দলের দ্বারাই। সামাজিক চরিত্রনীতির বিচারে যা নিতান্ত গর্হিত ও বর্জনীয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনে তা অনেক সময়ই শুধু গ্রহণীয় নয়, পরম শ্লাঘনীয় বলেও গণ্য হয়। এই প্রয়োজন সিদ্ধির পথ কল্যাণের পথ নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমানে নিজেদের দলগত স্বার্থ মেটাবার কাজে ব্যস্ত। ফলে দেশের কল্যাণ অকল্যাণের কথা বিবেচনা করার অবকাশ বা মনোবৃত্তিও তাদের নেই। আমাদের যুবচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে চরিতার্থতার পথে চালিত করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে। সখেদে স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলি সে দায়িত্ব পালনে একান্তই ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তমান সমাজের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে কালোপযোগী রূপদানের ক্ষমতাও হারিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন আমাদের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ধিক্কারের ভাষায় গোলামখানা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ এই গোলামখানাকেই নরশার্দূল আশুতোষ অনেকাংশে দেশের মুক্তি সাধনার অজেয় দুর্গে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের আমল থেকে আশুতোষের সময় পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়গুলি যে ডায়নামিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্ররূপে দেখা দিয়েছিল আজ তা প্রায় নিঃশেষে বিলুপ্ত। আজ আমাদের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু নিষ্ফল শিক্ষা ও ডিগ্রিদানের কারখানাঘরে, বড়জোর বলা যায় নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় জ্ঞানচর্চার বিলাস কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যুবচিত্তের স্বাভাবিক বিপ্লবক্ষুধা মেটাবার সামর্থ্য সেগুলির নেই। বোধকরি এই ব্যর্থতার জন্যই আমাদের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিই ক্ষুব্ধ যুবক সমাজের আক্রোশের মুখ্য লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার প্রতিবিধানের প্রধান উপায় আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে পরিবর্তমান কাল ও সমাজের উপযোগী নূতন ডায়নামিক শক্তির কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি ও জনমত নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলি এই মূল সমস্যার সমাধানে আশু উদ্‌যোগী হোন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আওয়াজে দরাজ! দামেও মনের মত!

এইচ-এম-ভি ট্রপিকানা

৪ ব্যাণ্ড ডিলাক্স পোর্টেব্‌ল ট্র্যানজিস্টার

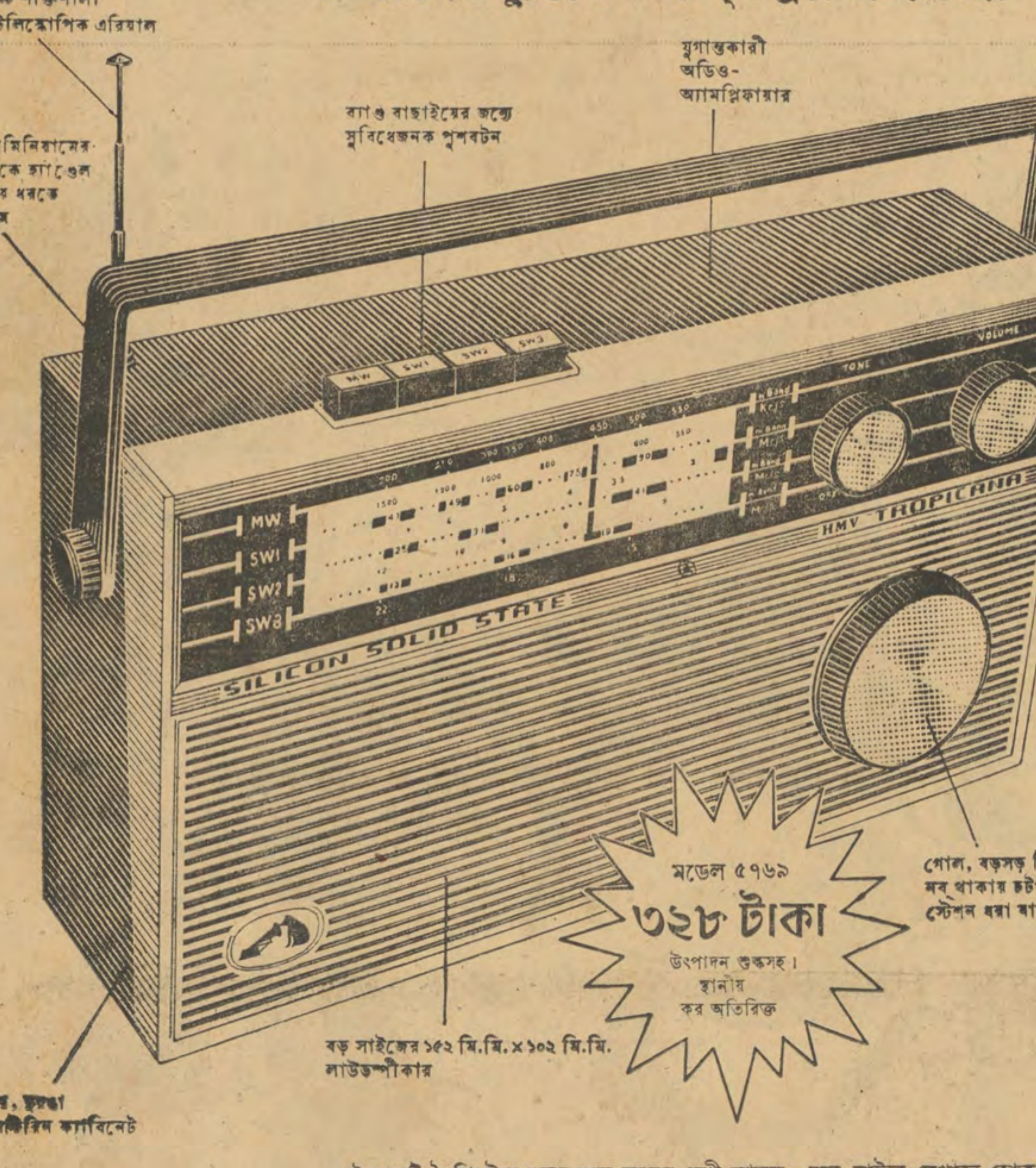

এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের দরুন শুনে অনেক বেশী আনন্দ—ঘরে বাইরে যেখানে হোক নিঝ্‌ঞ্ঝাটে দুনিয়ার যে কোন স্টেশন পরিষ্কার শোনা যাবে।
এইচ-এম-ভি ট্রপিকানা এমন ভাবে তৈরী যে সারা জীবন চলে।

সংগীতরসিকের পছন্দ
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
ধ্বনি ও সঙ্গীতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী

GC 6362 BEN

প্রিন্সের রুটী

প্রিন্স বেকারী
৬৮, দিলখুসা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭
ফোন: ৪৪-০৯১৯, ৩৪-৪২২৯

২৬শে জানুয়ারি — ১৯৭১

আমরা আমাদের দ্বাবিংশতিতম প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যপ্রভাতে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাই এবং সেইসঙ্গে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কঠোর শ্রমের সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।

*

অরবিন্দ হোসিয়ারী মিলস্‌
কলিকাতা—৫

* অরোফাইন * আওয়ার ইণ্ডিয়া * ইভনিং প্যারিস * নাইলন * মখমল * ব্রিলিয়াণ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গেঞ্জীগুলির প্রস্তুতকারক।

"আমি তোমাদেরই লোক"—

ভেবে দেখুন, আপনার আর আমাদের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। একই দেশের মানুষ, একই জন্মভূমির সন্তান আমরা। হয়তো আমাদের জীবিকা অথবা আমাদের পোষাক-এক নয়। এমনও হতে পারে আপনারা যখন বিশ্রাম কিম্বা নিদ্রামগ্ন, আমরা তখনও কাজ করে চলেছি। কারণ, আমাদের কাজ চলে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় অবিরাম। এই-ই জীবন আমাদের। ■ তা ছাড়া আমরাও আপনার মতই মানুষ। যন্ত্র নই। যন্ত্রও কখনো কখনো বিকল হয়—যার উপরে আমাদের হাত নেই। আপনার যাত্রা নির্বিঘ্ন করায় আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তা হতে পারে। ■ এমনও নয় যে, দেরিতে ট্রেণ চললে আমাদের আনন্দ হয়। এই দেরি আমাদের হাতের বাইরে। এলার্ম চেন টানাটানি, তামার তার চুরি কিংবা হঠাৎ কোনও যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া—কত কারণেই না ট্রেনের দেরি হয়। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তা ঘটতে পারে। ■ এসব যখন ঘটে তখন আপনি বিরক্ত হন। আমরাও কম দুঃখিত হইনা। কারণ, আমাদের সুনামে দাগ পড়ে এতে। আর, আপনারই মত আমরাও মাথা উঁচু রেখেই চলতে চাই। ■ মানবিক অথবা যান্ত্রিক কোনও অনিবার্য ত্রুটি যেমন আমাদের কোনও গৌরব বাড়াবেনা, তেমনি এটাও সত্য যে ক্রোধের তাণ্ডব প্রকাশ থেকেও লাভ হয়না কারুরই। ■ আপনাদের অকুণ্ঠ সেবা করা যেমন আমাদের লক্ষ্য, তেমনি আপনার সহানুভূতি এবং সহযোগিতাও আমাদের একান্ত কাম্য।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সম্মুখের দিকে তাকিয়ে আছে গভীরতর আস্থা নিয়ে

ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
কৃষক ও ক্রেতাসাধারণের সেবায় নিয়োজিত

PAM-FC-92

বঙ্গবাণী

যে ব্যক্তি যে-দেশে
জন্মগ্রহণ করে, সে-দেশের
হিতসাধনে সাধ্যানুসারে
সচেষ্ট ও যত্নবান
হওয়া তাহার পরমধর্ম্ম ও তাহার
জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম্ম।
—ঈশ্বরচন্দ্র

এ-দেশে একজাতি
লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন,
তাঁহারা দেশ হিতৈষী
বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি
শিমুল ফুল ভাবি।
যখন ফুল ফুটে, তখন
দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—
বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা,
গাছ আলো করিয়া থাকে।
কিন্তু আমার চক্ষে
নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল
দেখায় না।...
যদি ফুল ফুটিয়া ফল ধরিল
তখন মনে করিলাম,
এইবার কিছু লাভ হইবে।
কিন্তু তাহা বড় ঘটে না।
কালক্রমে চৈত্রমাস আসিলে

রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু
ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া ওঠে
তাহার ভিতর হইতে
খানিক তুলা বাহির হইয়া
বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।
—বঙ্কিমচন্দ্র

যুগ প্রতিকূল,
বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ
করে আপন পতাকা
আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে
রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।
কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর
সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা
শক্তির পরিচয়
বলে ভুল না করি।
—রবীন্দ্রনাথ

অপর কাহাকেও
অনুকরণ করিতে যাইও না।
অপরের সভ্যতা উন্নতির লক্ষণ
নহে।...বরং উহা মানবের ঘোর
অধঃপতনের চিহ্ন।
যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা
করিতে আরম্ভ করে
তখন বুঝিতে হইবে তাহার উপর
শেষ আঘাত পড়িয়াছে;
যখন সে নিজ
পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে
লজ্জিত হয়,
তখন বুঝিতে হইবে,
তাহার বিনাশ আসন্ন।
—বিবেকানন্দ

মানুষকে সাহায্য কর,
কিন্তু তাদের হীনবীর্য করো না।
মানুষকে পথ দেখাও,
শিক্ষা দাও,
কিন্তু দেখো তাদের কর্মপ্রবর্তনার
সামর্থ্য, তাদের স্বকীয়তা
যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। সকলকে
তোমার নিজের মধ্যে
তুলে নাও, কিন্তু পরিবর্তে
দাও তাদের প্রত্যেকের
আপন আপন পূর্ণ দেবত্ব।
এ-কাজ যিনি করতে পারেন
তিনিই হলেন
দিশারী, তিনিই গুরু।
—শ্রীঅরবিন্দ

জনসাধারণের শক্তিবলই
নেতার শক্তি
সেই শক্তির পাশে দাঁড়াও,
আমি তোমাকে
নেতার অর্ঘ্য প্রদান করিব
কিন্তু আদর্শ হইতে যদি একচুল
ভ্রষ্ট হও, তবে সেখানে
আর তোমার স্থান নাই।
—চিত্তরঞ্জন

আজ বাঙ্গলার সর্বত্র কেবল
ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে
যার ক্ষমতা আছে—
সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই
ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই
সে ক্ষমতা কাড়িবার
জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই
বলিতেছে দেশোদ্ধার যদি হয়
তবে আমার দ্বারাই
হউক, নয়তো হইয়া কাজ নাই।
এই ক্ষমতা-লোলুপ
রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ
ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ
করিয়া যাইতে পারে,
এমন কর্মী কি
বাঙ্গলায় আজ নাই?
—সুভাষচন্দ্র

এই কালসন্ধ্যায়

তরুণ দত্ত

প্রশ্ন একটাই: যদি মেনে নেওয়া যায় বাংলা দেশের আজ নিদারুণ দুর্গতি, তাহলে কী-করে এখান থেকে আমরা উঠে আসতে পারি, যদি আদৌ পারি। আরো বহু প্রশ্নের মতোই এই প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন থেকে যায় আরেকটি প্রশ্নের মধ্যে: এই নরকে আমরা কী-করে পৌঁছুলাম। কোনো জাতির জীবনের ঠিকানা বা বিকার পর্যালোচনা করে এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসে না পৌঁছুনো কঠিন যে, যেহেতু এমনটা ঘটলো সুতরাং এমনটাই ঘটা অনিবার্য ছিল; অর্থাৎ একটি বিশেষ অবস্থায় জাতি একটি বিশেষ ব্যবহার করে এই কারণে যে তার সামগ্রিক চরিত্রলক্ষণ তাকে ওইরূপ ব্যবহার করতে বাধ্য করায়। বাঙালীরা যদি পাঞ্জাবীদের মতো শ্রমিক, মারবাড়ীদের মতো ব্যবসায়মুখীন বা তামিলদের মতো নিয়মনিষ্ঠ হতো বা হঠাৎ হয়ে ওঠে তাহলে নিশ্চয় বাঙালী জীবনের অনেক বর্তমান সমস্যা অনুপস্থিত থাকতো (এবং অন্য কিছু সমস্যা হাজির হতো); কিন্তু এই আপ্তবাক্য কিছুমাত্র শেখায় না, কেননা আমাদের অনুসন্ধান ও তোলপাড়ের চারদেয়াল বাঙালী সংস্কৃতি ও জীবনধারণার উপস্থিত রূপরঙগুলি।

এই কালসন্ধ্যায় কুয়াশার মধ্যে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে যে-সংস্কৃতির হিংস্র হরিধ্বনিত অন্তর্জলীযাত্রা আমরা দেখছি তার বয়স দুশোরও কম, তার চরিত্র ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের এবং তার প্রধান খাদ্য এডওয়ার্ডীয়—ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের ধ্যানধারণা। যাকে আমরা কায়দা করে বলি বেঙ্গল রেনাসাঁস, বাংলার নবজাগরণ, তাকে শুধু জাগরণ বলাই উচিততর। কেননা উনিশ শতকের এই আলোড়ন কোনো সনাতন সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার করেনি, আমাদের আজকের সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। এই জাগরণ এসেছিল ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের এবং ফলত, মধ্যবিত্তের সামনে কেরানি ও শিক্ষকের চাকরির দরোজা খোলার সাথে সাথে। এই জাগরণ উৎসারিত হয়েছিল তৎকালীন সাহেবি সভ্যতার যুক্তিপূজারী আইন-বাদী কেতাগুলি থেকে—যে সব কেতার পর্দার আড়ালে শিল্প বিপ্লবের রক্তাক্ত দাম দিচ্ছিল মথিত শ্রমিকেরা। রাজধানী ও গ্রামের মধ্যে সকল দেশেই গভীর সাংস্কৃতিক তফাৎ ও সেই কারণের বিদ্বেষ থাকে কিন্তু উনিশশতকী বাঙালী সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের হাতে। তাই বাঙালী সংস্কৃতি শুধু আর সব সংস্কৃতির মতো শহরে বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি ও গ্রামের উপর আরোপিত নয়: এই সংস্কৃতি নিজের উৎস হতেই চিরতরে নির্বাসিত, কালাপানির ওপারের পিতাদের দিকে তাকিয়ে চিরবিরহী।

পিতাকে ধ্বংস না করে যেমন সন্তান বর্ধমান হয় না, সাহেবি শিক্ষার অনিবার্য ফল বাংলাদেশে প্রথমে সমাজ-সংস্কার, পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সমাজ সংস্কারের রূপটা ছিল কী-রকম? একদিকে ইংল্যাণ্ডের প্রধান ধর্ম প্রোটেস্টাণ্টিজমের সঙ্গে গুরুবাদ মিশিয়ে ব্রাহ্মধর্ম, যার অমূল্য দান এদেশে স্ত্রীশিক্ষা। অন্যদিকে তৎকালীন হিন্দু সমাজের যৌনবিকারগ্রস্ত নিপীড়নের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচানোর চেষ্টা। তখনকার দিনের বিরোধী আলোড়নগুলির কথা ভাবলে কোনোটিকেই তুচ্ছ করা পরম আহাম্মকি হবে কিন্তু এও ভুললে চলবে না যে ব্রাহ্মধর্ম বাংলাদেশে আজ মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যে কুণ্ঠিত এবং যদিও সতী আমরা আর পোড়াতে পাই না, বিধবা মেয়ের বিয়ে আজো, এই শহরেও, সামাজিক সাহসের দুর্লভ চূড়া। অর্থাৎ যা বাইরে থেকে, আইন করে, পুলিশ দিয়ে কার্যকরী করা যায় তা টিঁকে গেল; যার উৎস আমাদের মনের ইচ্ছায়, জীবনধারণায় তা আজ সম্ভব কিন্তু স্বাভাবিকতার বাইরে। আর, কী ছিল সেই বাঙালীর জাতীয়-বাদী আন্দোলনের চেহারা? মূলতঃ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সাহস, শৌর্য ও বিশাল উচ্চাশার। দুয়েরই উৎস ইংরাজি বইয়ের পাতা ইংরেজ মাস্টারের বক্তৃতা।

প্রবলতর সংস্কৃতি সব সময়েই প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বল সংস্কৃতিকে গ্রাস করে; এবং সংস্কৃতি প্রবলতর হয় বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-যুদ্ধবলে নয়, নিহিত জীবন সম্ভোগী প্রবণতায়। অসুবিধা এই যে তৎকালীন সমাজ ও সাহেবদের সভ্যতার আঘাত হয়েছিল কোনাকুনি, কিছুক্ষণের জন্য, মাত্র বইয়ের মধ্য দিয়ে: পাশাপাশি সহবাসের তুমুল টানাপোড়েন আমাদের সমাজ সহ্য করতে বাধ্য হয়নি। সাহেবদের দিয়ে পাওয়া সংস্কৃতি তাই এত অগভীর, অনেকাকার, ছায়াচ্ছন্ন, যৌবনে গোমাংসাহার ও বার্ধক্যে ভার্যাপ্রহার যার দুই অদ্ভুত মেরু।

সাহেবরা যখন একদিন নানা কারণে চলে গেল তার অনেক আগেই এই সংস্কৃতি একটা মারাত্মক আঘাত খেয়েছে। সেটা হলো ইংরাজি শিক্ষা-ব্যবস্থার রুদ্ধশ্বাস অধোগতি। যে সংস্কৃতির জন্ম বইয়ের পাতায়, ও পুষ্টি বইয়ের পাতা থেকে, বাড়বার আগেই তার খাদ্য আস্তে আস্তে শুকিয়ে এল। প্রথমে গেল ইংরাজি শিক্ষার মান, এবং যেহেতু আত্মনির্ভর সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি, সঙ্গে সঙ্গে গেল সঠিকভাবে শিক্ষার মান।

দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাত এল, বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রধান উপজীব্য কেরাণী ও শিক্ষকের চাকরি যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওই শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ বস্ত্রটুকুও কেড়ে নিল।

বাংলার উনিশ শতকী জাগরণের ঢেউ এমনি করে আজ নিস্তেজ ও বদ্ধ হয়ে এসেছে। একদিন অধিকতর প্রাণ-শক্তিবান সংস্কৃতির অভিঘাতে ও উচিত খাদ্যে বাংলাদেশে দেবসভার মতো বুদ্ধিজীবীদের শোভা দেখা গিয়েছিল। এখন বিকারগ্রস্ত বামনের যুগ। দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই অথচ নাস্তিকও নয়, একই সাথে উদারনৈতিক ও কুসংস্কারা-চ্ছন্ন, অসবর্ণ বিবাহে বিশ্বাস করে কিন্তু নিজের ছেলের বিবাহে কোষ্ঠী দেখে, সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করে কিন্তু বিপদে কালীবাড়ী যায়, অপরের আলস্যে উত্তেজিত কিন্তু নিজে কর্মবিমুখ, বাংলা ভাষার জন্য ভালোবাসা কিন্তু ইংরাজিনবিশের প্রতি বিস্মিত শ্রদ্ধা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অতি সচেতন কিন্তু কর্তব্য ব্যাপারে একেবারেই নয়, অন্যের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আবেগ অথচ নিজের ন্যায়-অন্যায় বিশ্লেষণে অশেষ অপরাগতা—এই হচ্ছে সাহেবদের দান করে-যাওয়া অশ্বতর কালচারের চেহারা।

অসামান্য দারিদ্র্যের আঁচ লেগে আজ এই চেহারার শরীর সংস্থান খুব দৃশ্যমান ভীষণ হয়ে উঠেছে। বন্ধ কারখানা, নেহাতই নির্বোধ বা নিছক ধূর্ত রাজনীতি, অকর্মণ্য আমলাতন্ত্র, ভূপাতিত শিক্ষা ব্যবস্থা, ছুরি হাতে ছুটন্ত বখা বালক ও দরোজা বন্ধ ঘরে ঘরে আতঙ্কিত মানুষ—এই এখন বাংলাদেশের মোটামুটির চেহারা। ক'বছর আগেও লোকের বিশ্বাস ছিল এই সমাজ ব্যবস্থায়, ভাবতো দল বদলালে ভাগ্য বদলাবে। পরপর দুটো নির্বাচন এই মোহে বিষ মিশিয়ে দিল। আজ নকশালী ছেলেরা বলছে নির্বাচনে শোষক বদলায়, শোষণ বদলায় না; সমাজতাত্ত্বিকেরাও প্রায় এক কথা বলছেন, দল, জোট সব বাদ দিয়ে কাজে নামো; অর্থাৎ নির্বাচন রাজনীতি ইত্যাদি আত্মভুক ও বিভ্রান্তিকর। যা দরকার তা হোলো কাজ, গঠন।

যে কারণে গুণ্ডামি গলাবাজি ও দলাদলিই এখন এদেশের রাজনীতির মূল সুর, সেই কারণেই 'আর দলাদলি নয়, এবার বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে' এই ডাক সমাজের কাছে গ্রাহ্য নয়। ঘটনাপ্রবাহে সামাজিক চরিত্র গড়ে ওঠে; এবং সমাজ তাই করে যা তার চরিত্র তাকে করায়। তার চরিত্রবিরোধী কাজ করার ডাক দিলে সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না—যতক্ষণ না চরিত্রই সমা-ঘটনার রসায়নে অলক্ষ্যে পাল্টাতে থাকে। তাছাড়া, সামাজিক উন্নতি ভেতর থেকে হতে পারে একমাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ দল পাকিয়ে, অনেকের সমর্থন নিয়ে এবং প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করে। আর হতে পারে বাইরে বা উপর থেকে—একনায়কতন্ত্র যেমন আরামদায়ক ব্যবস্থা আনতে সক্ষম হলেও হতে পারে। যদি একনায়ক-তন্ত্রের মধ্য দিয়ে আচম্বিতে উন্নতি আমরা নীতিগত কারণে না চাই তাহলে সম্বল থাকে রাজনীতি, দল, ভোট।

যে রাজনীতির খেলা আজ এখানে এমন জমে উঠেছে তা হঠাৎ মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে আসেনি। এর খেলোয়াড় বাঙালী মধ্যবিত্ত, উৎসাহী করতালিময় দর্শক বাঙালী মধ্যবিত্ত। এই খেলাই আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বিকাশ। আমি মনে করি বিকার, মনে করি ক্ষতিকারক কিন্তু আমি মানতে বাধ্য গত দু'শ বছর ধরে বেঁকে চুরে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের প্রবণতাগুলি আজ এইরূপ হয়ে পৌঁছুচ্ছে। এই রূপ শোধরাতে গেলে যা দরকার তা হয়ত সেই কথিত কল, যা ঘোরালে আমরা এক'শ বছর পেছনে বেয়ে আবার পৌঁছুতে পারি, গত এক'শ বছরের ভুল ভ্রান্তিগুলি শুধরাবার দ্বিতীয় সুযোগ পাই।

অথচ বিকারগ্রস্ত সমাজের সম-কালীন সাক্ষী হয়ে একথাও মেনে বেঁচে থাকা অসম্ভব যে নিশ্চয়ই এরূপ ঘটা অনিবার্য ছিল, নয়ত ঘটছে কেন। এইটাই মানুষের ইতিহাসের গূঢ়তম প্রশ্ন: সমাজ যেরূপ ব্যবহার করে সে কি তার পারিপার্শ্বিকের অলক্ষ্য রসায়নের দ্বারা অমোঘভাবে নির্ধারিত? সমাজের ভবিষ্যত ও বর্তমান কি তার অতীতের অপরিবর্তনীয় উত্তরাধিকার, যাতে কোনো হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য নয়? বারুদ আবিষ্কার করেছিল চীনদেশ—এবং চীনের তৎকালীন সংস্কৃতি তাকে ওই বিপুল আবিষ্কার ব্যবহার করিয়েছিল বাজি তৈরীর আমোদে। অথচ ওই আবিষ্কার জানা মাত্র ইউরোপ তাকে ব্যবহার করলো যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে। টারবাইন-মুভমেণ্ট আবিষ্কৃত হয় তিব্বতে এবং তিব্বতী সংস্কৃতি তৃপ্ত থাকতে বাধ্য ছিল প্রার্থনা-চক্র ঘোরাবার কাজে এই আবিষ্কার ব্যবহার ক'রে। আজ আমরা স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে পারি গত কয়েক 'শ বছরের ইতিহাস কী বিচিত্র হতো যদি এই ঘটনাগুলি না ঘটতো। যেহেতু ঘটে গেছে সহজ সিদ্ধান্ত এই যে ওই ঘটা অনিবার্য ছিল। এবং ইতিহাস যেহেতু কোনো ঈশ্বর প্রণীত নাটকের মঞ্চরূপ নয় তাই যা চোখের সামনে ঘটছে সে যে আমাদের নিয়ন্ত্রণা-ধীন নয় এ কথা মানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বেঁচে থাকারই বিরোধী, সত্য হলেও, নিশ্চিন্ত ধারণা যা বলে সমাজ তাই পায় যা সে পাওয়ার যোগ; অর্থাৎ তার চরিত্র লক্ষণগুলি বিকারকে ডেকে এনেছে এবং এখন ওই বিকার তার চরিত্রকে পুরোপুরি নিজের পৃষ্ঠ-পোষক করে নিয়েছে। এই নিরাশা অলৌকিক ও সেইজন্য অসহনীয়। আমরা আশা করতে বাধ্য যে মানুষের স্বভাব পাল্টানো যায়, বিকারকে স্বরূপে চেনানো যায়, আপাতদৃষ্টিতে সমাজ যে পথমুখী সেখান থেকে তাকে ফেরানো যায়। এবং এই পরিবর্তনের পথ খোঁজার দায়িত্ব ও বাধকতা প্রত্যেক সচেতন লোকের বেঁচে থাকার দায়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে।

প্রশ্ন এই একটাই: বাঙালী মধ্য-বিত্তের চরিত্র ও জীবনধারণা কিসে বদলাবে? স্কুল কলেজের শিক্ষা থেকে শুরু করে? সেখানে কারা শিক্ষক হয়ে আসবে? তাদের কে আগে শেখাবে? কে বা কী আমাদের হঠাৎ—অথবা ভেতরে ভেতরে—বদলে দিয়ে যাবে? এই ভীষণ খুনোখুনি, দুর্যোগ ও বদ্ধতাই কী সেই অজানা লক্ষণ-বিরহিত সন্ধিক্ষণ?

উজ্জ্বল ও আনন্দময় ভবিষ্যতের পথে...

আজকের এই দিনে, আমাদের দেশের তরুণ,
প্রবীন, ছোট, বড়—সমস্ত লোকের জন্যে আরো উজ্জ্বল,
আরো আনন্দময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে
আমরা আবার নিজেদের উৎসর্গ করছি!

স্টেট ব্যাঙ্ক — ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির সেবায় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

AIYARS-S, 199 BN

ভিভা
স্বাস্থ্যকর পানীয়, কাজ করে দু'ভাবে
সারাদিন দেয় শক্তি অফুরান...
সারারাত নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

ভিভা খান—গরম বা ঠাণ্ডা যেমন চান—জলে বা দুধে মেশান। পুরো স্নেহপদার্থযুক্ত দুধে ভরপুর ভিভা'তে আছে মল্ট, গম আর প্রোটিন—যা শরীরের কোষ সতেজ করে, স্নায়ু শান্ত রাখে, পেশীগুলোকে আরাম দেয়।
ভিভা সকালে খান—সারাদিন অফুরন্ত শক্তি পাবেন!
আর শোবার সময় খেলে—সারারাত অঘোরে ঘুমান!
ভিভা সহজপাচ্য খাবার—যাঁরা অসুস্থ বা অসুখ থেকে সদ্য উঠেছেন তাঁদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।

স্বাদ অনেক ভালো—মেশে আরো শিগ্‌গীর

ভারতে তৈরি করেছেন
জগৎজীত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি
হোম প্রোডাক্টস মার্কেটিং-এজেন্সী

Shilpi J.I. 4-71 Ben

(ক পৃষ্ঠার পর)

নিয়ম যোগ্যতমকে জয়টীকা পরাবেই, এমন-কোনও কড়ার করে না। ততদিন কোনও গোল ছিল না যতদিন নেতারা ছিলেন শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে সাধারণের তুলনায় উন্নততর।

Where are the leaders of yester-year? Ah, where are they?

গতকালের নায়কেরা প্রায় সকলেই বিগত বা বিতাড়িত। জনতার জয়ধ্বনির ঢেউয়ে চড়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অনেকেরই বিদ্যাস্থানে ভয়ে ব-চ। সততা আর চরিত্রও তথৈব। সেরা জিনিসই সব সময় বহুর ভোট শিরোপা পায় না। তা হলে সাহিত্য সংস্কৃতি বিচারের মাপকাঠি আলাদা

বিশ্বাসে অবিশ্বাসে

হত। পপ্-আর্ট বা পপ্-মিউজিক কি শ্রেষ্ঠ কলা অথবা শ্রেষ্ঠ সংগীত? পপ্‌পলিটিকসও অবিকল সেইমতো। আমরা রুচিবিকারের, ভুলবিচারের মাশুল গুনছি।

কলকাতা করপোরেশনে স্বায়ত্ত-ব্যবস্থা পেয়ে আমরা যে কেরামতি দেখিয়েছিলাম, কালক্রমে সেটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা মুলুক কলকাতা করপোরেশন হয়ে গেছে। —এ-কথা যাঁর, তিনি লাখ কথার এক কথা বলেছেন, তাঁর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

(৩)

তবু, আসুন, যেহেতু আজ প্রজাতন্ত্র দিবস, তাই এই সকাল-বেলাতে সবাই মিলে সেদিনের সেই "বিশ্বাস করি..." বয়ানটাই একটু ঘুরিয়ে পড়ি। বলি যে—

আমাদের এই যে শাসনযন্ত্র এর নাম প্রজাতন্ত্র। প্রজাতন্ত্র অবশ্যই, যেহেতু রাজা নেই। রাজা নেই কিন্তু রাজতন্ত্রের একটি কুললক্ষণ—যার নাম উত্তরাধিকার—তাকে কি বিদায় দিতে পেরেছি? এদিক ওদিক তাকিয়ে পরখ করুন, এই চিহ্নটি দিব্য বর্তমান। তবু—

—বিশ্বাস করি। আর কিসে। আমরা বাঙালীরা মনে-মেজাজে ফরাসী, এই ধাপ্পাতে। যেন ফ্রান্স মানে শুধুই একটু মিঠি মিঠি দিঠি, একটু রোমানটিক চাহনি আর কিছু না। যেন ফরাসীজাতি সেদিন অবধি দুনিয়ার অন্যতম পরাক্রান্ত জাতি ছিল না। যেন তারা বিজ্ঞানে, কল-কারখানা গঠনে, উৎপাদনে, সমুদয় কারু ও চারু শিল্পে অগ্রণী বা পথিকৃতের ভূমিকা নেয়নি।

না, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, আপনাদের সবাকার ধারণার সঙ্গে গলা মেলাতে পারছি না। অহেতুক আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করে করে হয়রান আমি তো হব না।

ভাঙা আর গড়া, বিপ্লব আর সংগঠন—প্রাণবান ফরাসী জাতির এই দ্বিবিধ ভূমিকার কথাই এই অধম বিদিত আছে কিনা!

আমার কলহ আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে। আপনি বিচক্ষণ অধ্যাপক ও মনীষী, যিনি বাংলার অবক্ষয়ের আলোচনায় কথায় কথায় রোমান, ফরাসী, রুশ, ব্রিটিশ ইত্যাদি নজির আর তুলনা ধরে টান পাড়েন। ওতে আপনার পাণ্ডিত্য কণ্ডুয়িত হয়—আর কিছু না।

আমার বিশ্বাস — কিংবা অবিশ্বাস—জাতি হিসাবে আমরা সামগ্রিকভাবে আত্মহননের পথে। কিন্তু এইটুকু লিখেই একটু থামতে হচ্ছে। যে আত্মহত্যা করে, সে অন্তত নিজ দায়িত্বেই করে, লিখে যায়, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।"

আমরা কি তা-ও করতে পারছি?

না তো। দোষ দিচ্ছি অন্যকে। বরাবরের অভ্যাসে।

ভিতরে তাকাই না, অধঃপাতের কারণ খুঁজি বাইরে। কারণ কী? অধঃপাতের সূত্রপাত কবে থেকে? যবে কলকাতার বদলে রাজধানী হল নয়াদিল্লি, তবে থেকেই কি? কিন্তু বোম্বাই তো কস্মিনকালে রাজধানী ছিল না, হয়নি। বোম্বাই তবে কলকাতাকে কলকাতাতেই ফেলে এগিয়ে গেল কী-রূপে।

আসলে আমাদের কাল হল পলাশি—যেটা ঐতিহাসিক একটা আকস্মিকতা বৈ আর কিছু না। তারপর থেকে একটা লম্বা ইনিংস খেলেছিলুম বটে, দস্তুরমতো গ্লোরিয়াস ইনিংস, কিন্তু উইকেট-গুলি অনেক কাল উপড়ে গেছে। চেয়ে আছি।

আর কারণ কী। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের ঘাটি ছিলাম বলে আমাদের জীবন, মূল্যবোধ সব বিপর্যস্ত হয়ে গেছে? কিন্তু আসল লড়াই হয়ে গেছে দুনিয়ার যে-সব মুলুকে, তারা ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল কী করে?

তবে কি দেশবিভাগ নামে শোকাবহ ঘটনাই এই সর্বনাশের হেতু? প্রত্যয় হয় না। বিভক্ত হয়েছে জার্মানি, কোরীয়া এবং পানজাবও। এমত দশায় আর কেউ পড়েনি। আজ তাই কবে ঘি খেয়েছি, নাকের কাছে আঙুল এনে সেই স্মৃতির ঘ্রাণ নিচ্ছি। পাল যুগ ছিল স্বর্ণযুগ, এই নিরর্থক অভিমানে যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত গাইছি।

(৪)

লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আর বাড়াব না। আপনার সঙ্গে তর্কটা তবে মুলতুবি থাক, হে সাজাত্য-অভিমানী এবং সব কিছুর কারণ-সন্ধানী! দেখছেন না, আজ চারপাশে যা ঘটছে তাই দেখে আমরা উভয়েই চুপ করে আছি, চুপসে গিয়েছি। আপনি যিনি আগাগোড়া বসার ঘরে বসে সব কিছুকে নস্যাৎ করেছেন, আর আমি। তফাৎ এই, একটা শেখানো বুলিতে আপনার বিশ্বাস হাজার আছে, হাজারো অনাচার দেখেও টলেনি, আর আমি অবিশ্বাসী। আপনার কষ্ট আরও বেশি।

দয়া করে তবে নীরবই থাকুন—আঠারো বছরের কুশাসন সব কিছুর মূলে, এই নিয়ে বাগাড়ম্বর করবেন না। কুশাসন যদি পতনের কারণ হত, তবে অন্তত মাদ্রাজে বা পানজাবে পালাবদল ঘটত না। জানেন তো, কেউ কেউ হয়তো দেখেও এসেছেন, ওই দুই মুলুকের চেহারা বিলকুল ফিরে গেছে। কারণ—"ওরা কাজ করে।" কাবুলি-ওয়ালার মিনির মতো কেবলই কথা বলে না।

বরং হৃদয়ে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করে ভাবুন, আগেকার আঠারো বছরে জীবন এমন সমূলে টলে গিয়েছিল কিনা। সঠিক এবং সৎ-উত্তর পাবেন। সামান্যতম আশ্বাসের ছায়াও আজ সরে যায়নি কি? গেছে। কার নিন্দা করি? এ আমাদের প্রত্যেকের পাপ।

ফাঁক আগে তো ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ফাঁকের বদলে ফাঁকি, তা-ও নিজেকে? হয় না। প্রতিমূর্তি ভাঙা যদি ঠেকাতে না পারেন, তবে অন্তত মূর্তি ভাঙাকে যুক্তি দিয়ে খাড়া করতে যাবেন না। ঠকবেন। আপনার সন্ততিদের বিশ্বাসে নিঃস্ব করে দিয়েছেন আপনারা। স্তব্ধ হয়ে রুদ্ধ-শ্বাসে তাই বরং দেখুন, যুক্তি দিয়ে মেলাতে যাবেন না, গালগল্প ছড়াবেন না। যা ঘটছে, তা কি প্রাচীনের উপরে আঘাত? তাই যদি হত, তবে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহগুলি ধরেও টান পড়ত, কেন না পৌত্তলিকতা আরও পুরনো সংস্কার—শুধু মৃত মানুষদেরই নিগ্রহ হত না।

মৃতের জন্য শোক বৃথা, যখন কে মৃত, কে জীবিত, তাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। দ্বাদশ শতকে ইংলণ্ডে এক ক্যাথিড্রালের হত্যা-কাণ্ড ওই দেশের বিবেককে শিহরিত করেছিল, এ-দেশে তার চেয়েও ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু জনচিত্তে বিশেষ আলোড়ন জাগেনি, প্রায়শ্চিত্তের কথা তো ওঠেই না। এক ম্রিয়মাণ সন্ধ্যার ধূসর পরিবেশে বসে আছি—বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত, আমি আপনি, আমরা সকলে। ভাবছি, এর পরে কী, পরেকার পালা কার। চলতি এক বিদেশী নাটকের নাম "ওয়েটিং ফর গোডো"। আমাদের অপেক্ষা কিসের? —নিশ্চুপ, নিষ্ঠুর কোনও ছুরিকার?

লেখাপড়ার পুনর্বাসন

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

এবার অনেক স্কুলে নিয়ম মাফিক টেসট পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। তাই নিয়ে কত জল ঘোলা হল। এবং শেষে পরম তৃপ্তিতে সেই জল পান করা হল। টেসট পরীক্ষার আলোচনায়, একটা কথা এর মধ্যে অনেকেরই মন থেকে মুছে গেল। এবার অনেক স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষাও হয়নি। আরও একটু পিছনে তাকান। দেখবেন, ষান্মাষিক পরীক্ষাও হয়নি। দোহাই আপনাদের, হতাশ হয়ে এখান থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। তাহলে ছায়া দেখে ফিরে যাবেন। তার চেয়ে বরং আরও একটু এগোন। কায়াকে দেখুন। হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছেন। বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সত্যিই, এবার এ রাজ্যের বেশির ভাগ স্কুল কলেজে, পরীক্ষার যে নেপথ্য আয়োজন, পড়াশুনা, তাই হয়নি। তাহলে একটা নির্মম কথা শোনাই। এবার হয়নি। কিন্তু অনেকদিন থেকে, হয় না।

কেন হয় না। এর সোজা হিসেব, কিছুকাল আগে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় দিয়েছিলেন। ছাত্রেরা পড়ে না, শিক্ষকেরা পড়ান না।

ছাত্রেরা পড়ে না কেন? পড়ে না, এইজন্যে যে, বেশির ভাগ ছাত্র, আমরা 'সাধারণ' বললেও, আসলে সাধারণ মানের অনেক নিচে। স্কুল কলেজে যে যে বিষয়, যে-ভাবে পড়া হয়, তা তাদের ভাল লাগবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, পড়াশুনা করা, পাশ করবার মুখ্য এবং একমাত্র সর্ত নয়। কিছু সাজেশান, কিছু বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর, কিছু অসাধুতা, পরীক্ষকের কিছু দাক্ষিণ্য শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্রকে পাশ করিয়ে দেয়। বাকি পঞ্চাশজন, তারা নিজেরাও জানে, দেবতার অসাধ্য। তাছাড়া, ছাত্র-দের কাছে এই সত্য আজ আর গোপন নেই যে, পাশ করে কোন লাভ নেই।

টরচের আলো এবার অন্যদিকে ঘোরানো যাক। শিক্ষকরা পড়ান না, তার প্রথম কারণ, বোধহয়, ছাত্রের সংখ্যাধিক্য। বেশির ভাগ ক্লাসে, তাই পড়াতে গিয়ে চেঁচাতে হয়। যাঁরা প্রকৃত শিক্ষক, চীৎকার করা তাঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। ছাত্রের মানের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কে না জানে যে, এক হাতে তালি বাজে না। তাছাড়া, সকাল সন্ধ্যা কৃচ্ছ্রসাধনের পর শিক্ষক যখন দুপুরে ক্লাসে আসেন, তখন তাঁর দম থাকে না। শেষ কথা বোধহয় এই যে, নিয়মিত দায়িত্ব পালন, কি চাকরি রক্ষা, কি পদোন্নতি, কোনটারই অপরিহার্য সর্ত নয়।

এ রাজ্যে লেখাপড়ার পুনর্বাসন ঘটাতে গেলে, বড় কিছু করতে হবে না। শুধুমাত্র, ধবলীকে গোহালে ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্রদের পড়ায়, শিক্ষকদের পড়ানোয়, ফিরে আসতে হবে।

কি করে তা সম্ভব হবে, এক কথায় তা বলা মুশকিল। কি করলে হবে না, সেই কথাটাই আগে বলা যাক। বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে, যত্রতত্র বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, এবং পরে চার-দিকের আন্দোলনের চাপে তার দরজায় ভারি তালা ঝুলিয়ে, এ কাজ করা যাবে না।

অথচ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমরা যা করেছি, করছি, তার সারমর্ম তো এই। বড় বাড়ি আর বড় পরিকল্পনা, আমাদের সব চিন্তা, সব চেষ্টাকে গ্রাস করে আছে। এখানেও দুটিকে আমরা সমান চোখে দেখিনি। পরিকল্পনা শুরু করেছি, কিন্তু শেষ করিনি তাই নয়, শেষ করবার কথা ভাবিও নি। বাড়ি তৈরির বেলা আমরা কিন্তু বসে থাকিনি। স্বরাজ আগে, না শিক্ষা আগে, এ নিয়ে এদেশের নেতারা একদিন ভেবেছিলেন। বাড়ি আগে, না লেখাপড়া আগে। দেখেশুনে মনে হয়, দেশের যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের মনে এ নিয়ে কোন তর্ক নেই।

তাঁদের নেই, কেননা শিক্ষার এই ছেঁড়ামাদুর চেহারার সঙ্গে তাঁদের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ জড়িত নয়। কিন্তু আমরা যারা, দুধমাছের বরাদ্দ কমিয়ে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার মাশুল গুণি, এই ব্যবস্থার বাইরে যাবার কথা ভাবতেও পারি না, আমাদের মনে এ সম্পর্কে শুধু তর্কই নেই, বিলক্ষণ সিদ্ধান্তও আছে। আমরা মনে করি, বড় বাড়ি, এ রাজ্যে, ঠিকাদারের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে নয়।

শিক্ষার স্বার্থে কি? এর উত্তর খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। পড়া এবং পড়ানো।

কিন্তু যাঁরা পড়বেন, যাঁরা পড়াবেন, কেউ-ই যে তাঁদের কাজ করতে চান না।

চান না, কিন্তু করতে হবে। কেননা এর কোন বিকল্প নেই। কে করবেন? দুজনে এক সঙ্গে?

অতটা সৌভাগ্য আশা করি না। কিন্তু ছাত্রদের একজা অবশ্যই শুরু করতে হবে।

তাঁরা যে জেনে গেছেন যে, এ পড়া-শুনায় কোন লাভ নেই? তাঁদের জানায় কোন ভুল নেই। বোঝায় কিছুটা ত্রুটি আছে।

কি রকম?

তাঁদের বুঝতে হবে যে, এ পড়া-শুনায় কোন লোকসান নেই, বরং একদিক দিয়ে কিছুটা লাভ আছে।

সেটা কোন দিক?

চাকরির দিক নয়। তার চেয়ে বড়। জীবনের দিক। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে, জেনে রাখা ভাল যে, মার খেতে হবে। সে মার কখনও সুখের হাতে, কখনও দুঃখের। পড়াশুনা মারের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, কিন্তু মার সহ্য করবার শক্তি জোগায়। এটাই কি কম লাভ?

এ দিকটা আগে ভাবিনি। এখন ভেবে দেখব। দেখবেন, যে কোন কাজেরই প্রথম পাঠ, চিন্তা। ছাত্রেরা যদি ঠিকমত চিন্তা করে, তাহলে তাদের কাজও ঠিক হবে। আর সেই মুহূর্তে, শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে পালানোর পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ, আপনি বলছেন, পড়া যদি হয়; তাহলে পড়ানোও হবে।

হ্যাঁ, অসংখ্য হাত যদি এগিয়ে আসে, মুষ্টিমেয় হাতও পিছিয়ে থাকবে না।

ভূমিকম্পের মুখোমুখি

পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে যে আলোড়ন চলছে, যে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে, তাকে ভূমিকম্পের আলোড়ন ও বিপর্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভূমিকম্পে যেমন বড় বড় পুরনো বাড়ি ফেটেফুটে চৌচির হয়ে নড়বড় করতে থাকে, পশ্চিম বাংলায় বর্তমান আলোড়নে তেমনি সুপ্রাচীন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বনিয়াদের উপর গড়ে তোলা নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো ফেটেফুটে চৌচির হয়ে ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় মানুষ যেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাগলের মত এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে, চোখের সামনে সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেও তা রক্ষার জন্য এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না, পশ্চিম বাংলার মানুষও তেমনি আজ চোখের সামনে জাতীয় জীবনের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস হোতে দেখেও অসহায় পঙ্গু দর্শকের মত তাকিয়ে রয়েছে।

পশ্চিম বাংলার বর্তমান বিপর্যয়ের পিছনে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থনৈতিক।

পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ যুবক আজ বেকার। বেকার জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি তাদের সুস্থ ধারণা ও সহজ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাদের ভবিষ্যত আশা ভরসা নিঃশেষিত, জীবনবোধ বিপর্যস্ত। এই অবস্থা তাদিকে সহজেই চরম পন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালী তরুণ-তরুণীদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সীমিত, গত ক' বছরে তা আরও সঙ্কুচিত হয়েছে।

গত ১৯ মারচ, পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ৫২টি শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এগুলির মোট কর্মিসংখ্যা ৫২ হাজার। পশ্চিমবাংলায় রেজেস্ট্রীকৃত কারখানা-গুলিতে মোট কর্মিসংখ্যা ৯ লক্ষ। এই পরিসংখ্যানের কথা মনে রাখলে দেখা যায়, রাজ্যে কারখানায় কর্মরত প্রতি ৩ জন কর্মীর মধ্যে ১জন বেকার হয়ে বসে আছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে সারা ভারতে কর্ম সংস্থানের হার বেড়েছে ৩.৪ শতাংশ। সেই ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় বেড়েছে ১.৬ শতাংশ।

এ হচ্ছে সরকারী হিসাব। গত এক বছরে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ২৫ শতাংশ। কেরানীর কাজের প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য হাজার হাজার বেকার যুবকযুবতী কলকাতায় এমপ্লয়-মেনট একসচেনজে নাম লিখিয়েছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে সারা পশ্চিম বাংলায় এমপ্লয়মেনট একসচেনজগুলিতে রেজিস-ট্রীকৃত নাম ৫ লক্ষের চেয়ে বেশি। এমপ্লয়মেনট একসচেনজের পরিসংখ্যান বোঝা যায় না। এমপ্লয়মেনট একসচেনজে নাম লেখায়নি, এমন বেকার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৫ লক্ষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এরা ছড়িয়ে আছে পশ্চিম বাংলার গ্রামে ও সহরাঞ্চলে। পশ্চিম বাংলায় বেকার সমস্যা যে কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে একটা উদাহরণ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে সবচেয়ে বিপজ্জনক চাকরি পুলিশের। কিছু দিন আগে পুলিশ বিভাগে কিছুসংখ্যক লোক নেওয়া হয়। ঐ সব পদের জন্য হাজার হাজার যুবক দরখাস্ত করেছিল। বেকার জীবন অসহ্য হওয়ায় হাজার হাজার ছেলে যে আজ যে-কোন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ করতে চাইছে, ঐ ঘটনা থেকে তা সুস্পষ্ট।

পশ্চিম বাংলার বর্তমান বিপর্যয় কার্যকরীভাবে রুখতে হলে অতি দ্রুত এই রাজ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এ দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্রকে। পশ্চিম বাংলার সর্ব-নাশা বিপর্যয় রুখতে না পারলে, সারা দেশকে তা গ্রাস করবে। পশ্চিম বাংলা না বাঁচলে কেউ বাঁচবে না। —ইন্দ্রনীল

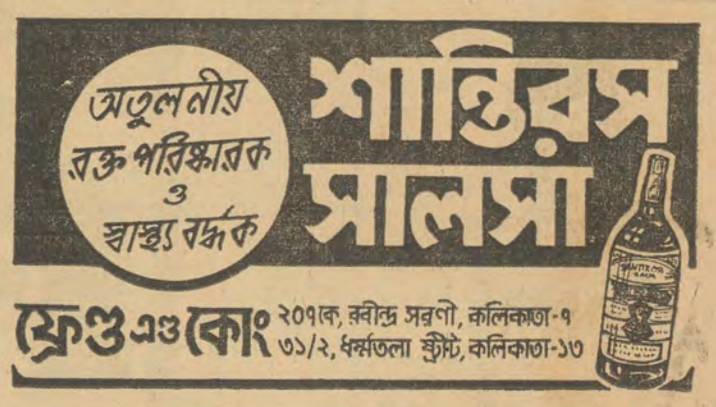

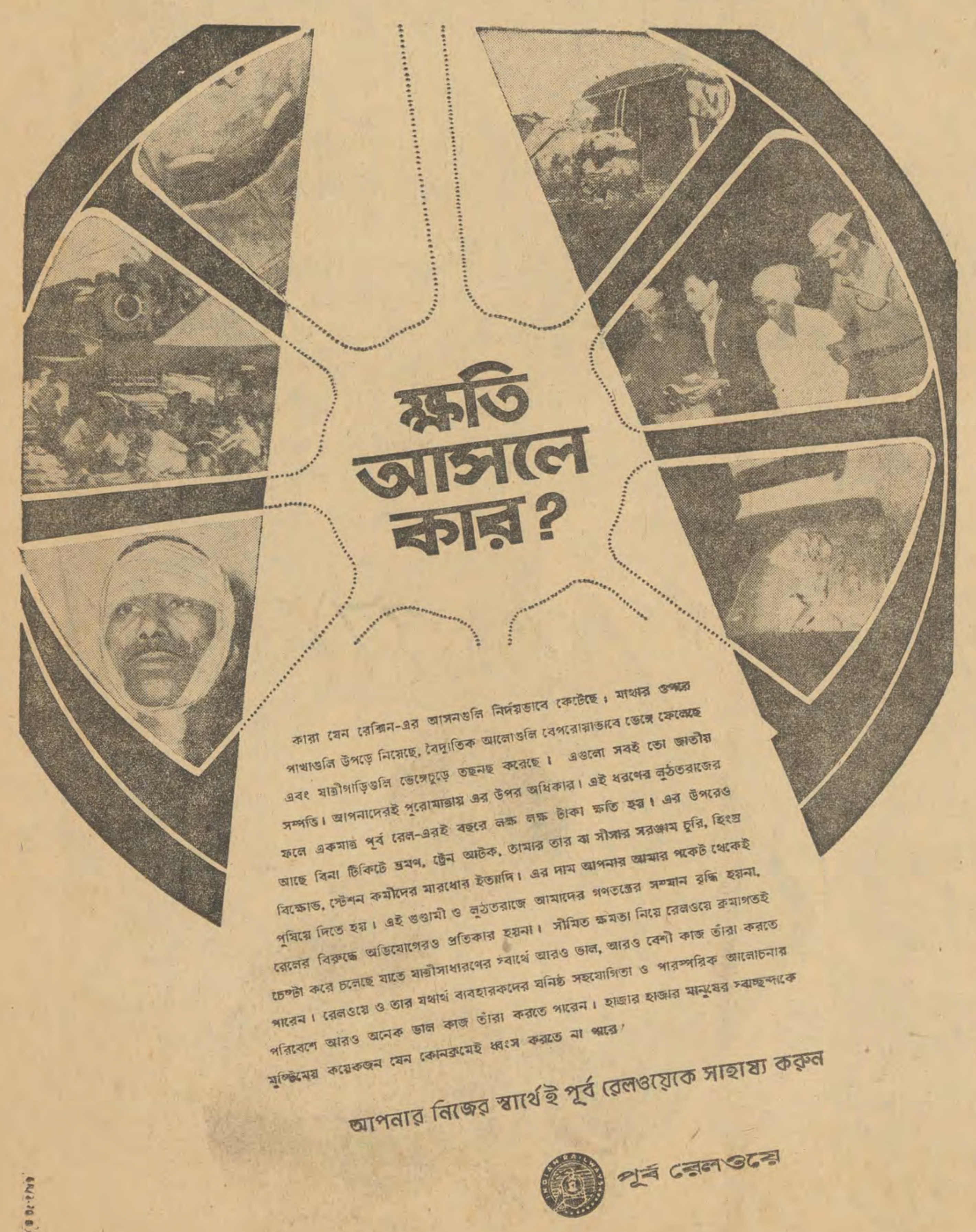

শিক্ষিত সমাজের সংকট

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনে একটি আত্মরক্ষার আস্তরণ আছে। চতুষ্পার্শ্বের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজের মধ্যে নিজে ডুব মেরে থাকতে পারে। একে বলে কর্মঠবৃত্তি—কচ্ছপের মত মাথাটি শক্ত খোলটার ভেতরে ঢোকাতে পারলেই নিজেকে নিরাপদ মনে করে। বিলিতি ইডিয়মে বলে উট পাখির স্বভাব, ঝড়ে দুর্যোগে চোখ বুজে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলেই ভাবল বিপদ কেটে গেল। পোশাকী ভাষায় আমরা বলি পলায়নী বৃত্তি। সাদাসিধে আটপৌরে ভাষায় বলতে গেলে ব্যাপারটা আসলে বুদ্ধিজীবীর নির্বুদ্ধিতা। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এত যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন, 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে,—চোখে যা দেখছি, কানে যা শুনছি এ সমস্তই মায়া কিম্বা ক্ষণস্থায়ী। দু দিনেই চুকে যাবে কাজেই এ নিয়ে অত্যধিক বিচলিত হওয়া কোন কাজের কথা নয়। চুকে যাবে, একথা ঠিক। সব তোলপাড়, সব শোরগোলই একদিন শান্ত হয়, কিন্তু সমাজকে, জাতীয় চরিত্রকে অনেকখানি জখম করে দিয়ে তবে শান্ত হয়। কখনো কখনো জাতিকে রীতিমত পঙ্গু করে দিয়ে যায়।

আজকে বাংলা দেশে যে আগুন জ্বলছে অদূর ভবিষ্যতে তা নিবে যাবে। নিজেই ক্লান্ত হয়ে শান্ত হবে। কিন্তু তার আগেই ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের ভিতসুদ্ধ নড়ে উঠেছে। মানুষ অনেক সময় অমানুষিক কাজ করে, কিন্তু সেটা নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম। মানুষকে পিটিয়ে মারা, কুপিয়ে মারা সুসভ্য সমাজে অস্বাভাবিক ব্যাপার। কোথাও কখনো ঘটলে সমগ্র সমাজ আতঙ্কিত বোধ করে। কিন্তু মাসের পর মাস যখন এ ব্যাপার চলতে থাকে, খুন খারাবি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝতে হবে যে, সমাজ জীবনের মানবিক উপাদানে বেশ বড় রকমের কোন ঘাটতি ঘটেছে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমাদের চিন্তায় ভাবনায় জীবনযাত্রায় এমন কোন দৈন্য দেখা দিয়েছে যে, এসব ক্রিয়ার খুব বড় রকমের কোন প্রতিক্রিয়া আজকের সমাজে নেই।

বলা বাহুল্য, আজকের এ সংকট শিক্ষিত সমাজের সংকট। শিক্ষিতরাই এ নাট্যের নায়ক। যার সংকট মাথা ব্যথাটা তারই হওয়া উচিত। কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই এ নিয়ে ভাবতে হবে, এর মূল অনুসন্ধান করতে হবে। বাঙালী চরিত্রে একটি সহজাত শিষ্টতা ভব্যতা এবং ঔচিত্যবোধ ছিল যে জন্যে বাঙালী কখনো কোন ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না। এককালে অবশ্য একটা কথা প্রচলিত ছিল যে—বাঙালীর মার দুনিয়ার বার। কথাটার মধ্যে কোন প্রকার ভয়ংকরের ইঙ্গিত কিছু ছিল না। আবেগপ্রবণ জাতি বলে কোন বিষয়ে জেদ চাপলে সেটা না করে ছাড়ত না। বাঙালীর চরিত্রবল এবং সংকল্পের দৃঢ়তা সম্পর্কেই কথাটা বলা হয়েছিল। সেই 'বাঙালীর মার' এখন অত্যন্ত উগ্র এবং কদর্য আকারে দেখা দিয়েছে। রুচিবোধ বাঙালী চরিত্রের সবচাইতে বড় গুণ, সেটিই তার রক্ষা কবচ। এখন সে গুণে ঘুন ধরেছে।

অনেক কাল আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সময় যেন ক্রমে ইতর হইয়া আসিতেছে।' কথাটা তিনি অনেকটা কৌতুকচ্ছলেই বলেছিলেন কারণ ইতরতা তখনও একটা সামাজিক ব্যাধি হিসাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু এখন সে ইতরতা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত। মানুষের আচারে ব্যবহারে ক্রিয়াকলাপে একটা প্রচণ্ড স্থূলতা দেখা দিয়েছে। অল্পবিস্তর স্থূলতা সব সমাজেই থাকে, আমাদের সমাজেও ছিল। কিন্তু সমস্তটা মিলিয়ে শিক্ষিত বাঙালীর ভাবনায় চিন্তায় কাজে কর্মে একটা শ্রী ছাঁদ ছিল। এখন সেটি আর নেই, কেমন একটা চোয়াড়ে ভাব এসে গিয়েছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে।

আজকে যা ঘটছে তা কালকের ঘটনারই প্রতিক্রিয়া। কাজেই বর্তমান অবস্থাটা সম্যক বুঝতে হলে একটু পেছন ফিরে তাকানো আবশ্যক। আজ থেকে দেড় শ বছর আগে যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এল তখন তার ধাক্কায় সমাজে একটা তোলপাড় দেখা দিয়েছিল। অন্ধ বিদেশী অনুকরণ, বিজাতীয় ভাব ভঙ্গি, স্বদেশী সব কিছুর প্রতি তাচ্ছিল্য, অত্যধিক মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোষের অনুশীলনে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব এসে গিয়েছিল। সুখের বিষয়, তখন সমাজে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ছিল না, সে জন্যে সমাজের ভেতর থেকেই একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পেরেছিল। সে প্রতিরোধ বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে ব্রাহ্ম সমাজের পিউরিটনে আন্দোলন, অপরদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন, হিন্দু মেলায় দেশাত্মবোধের চর্চা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, পরে এসেছে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং নতুন করে চারুকলার চর্চা। কিন্তু সব ছাপিয়ে যা এসেছে সে হল বঙ্কিমচন্দ্রে রস নিবেদন আর রবীন্দ্র সাহিত্যের অপূর্ব সমারোহ। কিছু আধ্যাত্মিক, কিছু সাংস্কৃতিক, কিছু সাহিত্যিক, কিছু নান্দনিক—সমস্ত মিলিয়ে এটি এক বিরাট কালচারেল মুভমেণ্ট এ পরিণত হয়েছিল।

দেখা যায় কালচার আদি কাণ্ডে যা দেয়, উত্তর কাণ্ডে তা কেড়ে নেয়। যে কালচার আজ তাকে দুর্বল করেছে, তারই অনুশীলন এককালে বাঙালীকে এতখানি শক্তি যুগিয়েছিল যে, সর্ব ব্যাপারে সে নিজেকে ধনুর্ধর প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু নৈয়ায়িকের দেশ তো, বলে বিক্রমের কঠোর বাস্তবের চর্চা ছেড়ে দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণেই দিন কাটিয়েছে; ক্রমে খুব স্বাভাবিক কারণেই গাণ্ডীব উত্তোলনের ক্ষমতা সে হারিয়েছে. যে-কোন ব্যাপারে উৎকর্ষ যখন বিশেষ একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছয়, তখনই সমাজে তার একটা উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতি সূক্ষ্মের প্রতিক্রিয়া আত্যন্তিক স্থূলতায় প্রকাশ পায়। আজকের জীবনে সেই স্থূলতা দেখা দিয়েছে। স্থূলে সূক্ষ্মে দ্বন্দ্ব কিছুদিন এখন চলতে থাকবে। দু-এর সংঘাতে ক্রমে একটা মধ্যপন্থা নির্ণীত হবে, একালের ভাষায় যাকে বলে সিনথেসিস, তখন সমাজ ধাতস্থ হবে। ইতিমধ্যেই কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হবেই।

এক কাল গিয়ে আরেক কাল যখন আসে, তখন পালা বদলের সময়ে একটা তোলপাড় ঘটেই থাকে। ইংরেজ আগমনে যা ঘটেছিল, ইংরেজের গমনেও তাই ঘটছে। বিদেশের অনুকরণ, বিজাতীয় ভাবভঙ্গি, দেশের সব কিছু অগ্রাহ্য, দেশজ কোন কিছুরই মূল্য নেই কেননা—সবার উপরে মার্কস সত্য তাহার উপরে নাই। নিজের বুদ্ধিতে চলতে জানিনে। এতকাল ইংরেজ ছিল অভিভাবক, এখন আবার অভিভাবক চাই। অতএব চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। রাজনীতির দিক থেকে আমরা খুব যে একটা সাবালক হয়েছি, এর মধ্যে তার প্রমাণ নেই।

তথাপি বলব আজকের নব্যবঙ্গ অস্থিরমতি হতে পারে, কিন্তু তার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। এ'রা একটা পরিবর্তন চাইছেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। এইমাত্র স্থূলতার কথা বলছিলাম। এ'দের উদ্দেশ্যটাকে কেউ স্থূল বলবে না, কর্মপদ্ধতিটাকেই স্থূল বলেছি। বলে নেওয়া ভাল যে, গুণ্ডা শ্রেণীর কিছু লোক বর্তমান বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিচ্ছে। আমার এ আলোচনায় তাদের কোন স্থান নেই। আমার আলোচ্য বিষয় বাঙালী শিক্ষিত সমাজের নবীন এবং প্রবীণ—এই দুই শ্রেণী। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যাঁরা সমাজ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, দুর্বৃত্তের অস্ত্র এবং বীরের অস্ত্র এক হতে পারে না। কর্মপদ্ধতি এক হওয়ার দরুন উভয়কে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে সমাজবিরোধী। সমাজবিরোধী কথাটাকে 'ক্রিমিনেল' অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটাও একটা মস্ত বড় ভুল। আজকের যে সমাজব্যবস্থা তার বিরোধিতা করা কোন মতেই অন্যায় কাজ নয়। বলতে গেলে বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই আজ সমাজবিরোধী। আমরা যারা বয়সে প্রবীণ—সমাজের অনেক অন্যায় অবিচারকে চোখ বুজে মুখ বুজে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। আজকের নবীনরা আর তা মেনে নিতে রাজি নন। আমরা মেনে নিয়েছিলাম বলেই এ'দের চোখে আমরা আর মাননীয় নই। আমাদের নির্বিকার মনোভাব, পোশাকি বুদ্ধিচর্চার প্রতি এ'দের দারুণ বিতৃষ্ণা। এ'দের জীবনে আমাদের জীবনে, এ'দের চিন্তায় আমাদের চিন্তায়, এ'দের কর্মপন্থায় আমাদের কর্মপন্থায় মস্ত বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সারা দেশে একটা মন্থন ক্রিয়া চলছে। বিষ এবং অমৃত দু-ই তাতে উঠবে, এ জানা কথা। অমৃতের দেখা নেই, কিন্তু বিষ উঠেছে প্রচুর। সে বিষ যাঁরা কণ্ঠে ধারণ করেছেন, তাঁরা নীলকণ্ঠ কিনা জানিনে। আপাততঃ দেখা যাচ্ছে তাঁরা অতিশয় তীব্রকণ্ঠ। সেটা প্রতি মুহূর্তে টের পাওয়া যায়। আজকের যুবক সম্প্রদায় সম্পর্কে এখানেই আমাদের আপত্তি। তাঁরা যদি ধ্বনিমুখর না হয়ে কর্মমুখর হতেন, তাহলে স্বাধীনতার পর যেটুকু গঠনকর্মের সূচনা হয়েছিল, সেটুকু ক্রমে বিস্তার লাভ করে বৃহত্তর মানুষের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারত। তা না করে যেটুকু গড়ে উঠেছিল, সেটুকুও তাঁরা ভেঙে দিচ্ছেন। সমাজে ভাঙা গড়া একসঙ্গে চলবে, এই নিয়ম। এক বাঙলা দেশেই দেখা গেল নিছক ভাঙার পালা। নিজেও কাজ করব না, অপরকেও করতে দেব না। Generation gap-এর কথা আগে বলেছিলাম। ওটি ছাড়া আর একটা gapও আছে, সেটা নেতৃত্বের gap। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের পরে বাঙলা দেশে নতুন কোন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়নি। এজন্যে বাঙলা দেশের যৌবন এত উৎসাহ উদ্যম শক্তি নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও আজ দিশেহারা। আরো একটি কথা আছে। আজকের যুবক সম্প্রদয়ের মনে কারো প্রতি, কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই। যে কোন বড় জিনিসকে পেতে হলে শ্রম এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই পেতে হয়। বিপ্লবকে শ্রদ্ধার দ্বারা আবাহন করতে হবে। যিনি বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ করতে চান, আমাদের শাস্ত্রে তাকে শ্রদ্ধাবান হতে বলেছে। যিনি বিদ্যার চাইতে ঢের বড় জিনিস—মানুষের মুক্তি কামনা করেন, তাঁকে নিঃসন্দেহে আরোই বেশি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। বাঙলা দেশে বৃহৎ এবং মহৎ-এর সাধনা অনেক হয়েছে। তাই দিয়েই বাঙালীর পরিচয়। এ'রা তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাননি, তার অবমাননা করেছেন। এই অপকর্মের মূল্য এ'দের দিতে হবে, হয়তো বা এরই জন্যে এ'দের সকল প্রচেষ্টা বিনষ্ট হবে। সমাজে বিপ্লব আনতে গেলে সকল মানুষকে ভালবেসে শ্রদ্ধা করে কাছে টেনে নিতে হয়। কিন্তু এ'দের দয়ামায়াহীন শ্রদ্ধাহীন কার্যকলাপে এরই মধ্যে বহু লোকের মনে একটা বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছে। বিপ্লবের পথে এটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই পথে চলতে থাকলে এ'রা যেমন বাঙলা দেশের বৃহৎকে এবং মহৎকে ভূমিসাৎ করেছেন, এ'দের বিপ্লব প্রয়াসও তেমনি ধূলিসাৎ হবে।

চাষীদের মনের খুসি নির্ভর করে ক্ষেতভরা সবুজ নকলকে ফসলের ওপর।
এরকম ভরপুর ফসলের সাথী হচ্ছে 'ডিপকো' ডিজেল ইঞ্জিন আর পাম্পসেট। চলে ভালো, চালাতেও সহজ।
খরচ কম আর কাজেও নিঝঞ্ঝাট।

DIPCO

ডিপকো—চাষীর প্রকৃত বন্ধু!
নির্মাতাঃ সিগিল (ইণ্ডিয়া) সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ
পোস্ট বক্স নং, ৯৫২, বোম্বাই—১
(৬২৩১ এ)

আত্মজিজ্ঞাসা

পান্নালাল দাশগুপ্ত

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য অনেকে বলবেন এ দিনটি হলো উৎসবের দিন, স্বাধীনতার জন্য জাতীয় উৎসবের দিন। উৎসব হবে, পতাকা উড়বে, সমাবেশ সমারোহ হবে, সবই সত্য। কিন্তু সর্বভারতে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়, যে সব গুরুতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, দিকে দিকে যে ভয়াবহ অসন্তোষ ও সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, তাতে স্বাধীনতাতে আমরা কী পেয়েছি এ প্রশ্নের চেয়ে কী পেলাম না, এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কী হলো এই স্বাধীনতায়, কী পেলাম আমরা—এ প্রশ্ন আজ ঘরে ঘরে। অশান্তি দেখা দিয়েছে প্রায় সর্বত্র। উৎসবের চেয়ে আত্মজিজ্ঞাসা আজ অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পুরো একটি জেনারেশনের পরে আজ তাই আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। রাজ্যে রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, খণ্ড খণ্ড অসন্তোষ যেভাবে ভারতের জনমানসকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে, সেখানে খণ্ডচিন্তা ও খণ্ডবিচার দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতির সুস্থ পুনর্বাসন সম্ভব নয়।

আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রাম

আজকের প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল্যায়ন আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বেশি তীব্রভাবে অনুভূত হতে বাধ্য। এই মূল্যায়ন হতে চলেছে পুঁথিপত্রের পাণ্ডিত্য বিচারবিতর্ক দিয়ে নয়, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ না-ও হতে পারে—রক্তক্ষয়ী নির্বাচন হবে বলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েই শঙ্কিত। সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে গ্রামে, শহরে বন্দরে নির্বাচনী বুথগুলিকে পাহারা দেবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। এ যেন নির্বাচন নয়, যেন একটি যুদ্ধের আয়োজন। নির্বাচন যেন গৃহযুদ্ধে ফেটে না পড়ে তারই জন্য এক যুদ্ধাবস্থার আয়োজন!

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, জাতীয় এই ভয়াবহ সংকটের দিনে নির্বাচন করা কেন, যে নির্বাচনে মানুষ নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে না হয় তো? এই নির্বাচন রাজনৈতিক সংকট ও গৃহযুদ্ধ দূর করে না দিয়ে আরও ডেকে আনবে না কী? উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, হয়তো আর কোন বিকল্প ছিল না। নির্বাচন আরও কয়েক মাস পরে হয়তো করা যেতো কিন্তু নির্বাচন এড়ানো সম্ভব ছিল না। কেবল সংবিধানের প্রয়োজনেই নির্বাচন দরকার তা নয়, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ও আকাশ পরিচ্ছন্ন করার জন্যই সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে। গৃহযুদ্ধকে এড়াবার জন্যই নির্বাচন, সংবিধানকে সম্মান করার জন্যই নয়। কিন্তু ঝুঁকিটা বড় কম নয়। যদি আমরা নির্বাচনকে সেভাবে না দেখি, উপরন্তু বৃহত্তর ও গভীরতর গৃহযুদ্ধের উপায় ও পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবহার করি—সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, তবে দেশ কোথায় যাবে কে বলতে পারে? অবশ্য গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সংকট বা ক্রাইসিসের একটা আবহাওয়া থাকেই, কিন্তু আজকের সংকট বা ক্রাইসিস সাধারণ সংকট নয়, যার জন্য আজকের নির্বাচনও অন্যান্যবারের মত মামুলি নির্বাচন নয়, এ যেন জীবনমরণ সংগ্রাম—সমগ্র জাতির জন্য। বড় দরের একটা মোকাবিলার মধ্য দিয়েই আমাদের এই জাতীয় সংকটকে পার করতে হবে। গৃহযুদ্ধকে এড়াতে হলে, নির্বাচনের এই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকা দরকার। কিন্তু সে সাহস আসতে পারে তখুনি যখন আমরা বুঝতে পারবো, এ সংকট কেন এবং এ সংকট থেকে উৎরে যাবার উপায় কি? অতএব এই নির্বাচনে কোন দলকে ভোট দেবো, এটা বড় কথা নয়, কিসের জন্য ভোট দেবো সেটাই বড় কথা। এবং তারই জন্য চাই সকলের কাছে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থিত করা।

সংবিধানের সংশোধন

স্থিতাবস্থা বজায় রাখা আজ যে আর সম্ভব নয়, এ কথা বোধ হয় আজ সর্বজনস্বীকৃত। আমরা পিছনে ফিরে যেতে পারি না, যেমন আছি সেটাও অসহ্য, অতএব আমাদের দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু যে সংবিধান আমাদেরকে এগিয়ে যেতে দেবে না, সে সংবিধানের পরিবর্তন একান্তই দরকার। সংবিধানকে সনাতন অনড় করে তুললে সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। মৌলিক অধিকারের (fundamental rights) পরিবর্তন করার অধিকার লোকসভার নেই যদি বলি, তবে জনসাধারণের একটা মৌলিক অধিকার থেকে জনসাধারণকেই বঞ্চিত করা হয়। নির্বাচনের মারফৎ জনসাধারণ তাদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে যদি লোকসভাতে প্রয়োজনীয় আইনকানুন পাশ করাতে না পারে, তবে জনসাধারণ করবে কি? গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার মামলায় সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়ে বসেছেন সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করার কোন অধিকার লোকসভার নেই, তাতে ভারতের সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তির অধিকার যদি শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের অধিকারে পরিণত হয়, এবং সে অধিকার খর্ব করার ক্ষমতা সংবিধানে না থাকে এবং সংবিধান পরিবর্তন করার নিয়ম না থাকে সংবিধানে, তবে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য। যে গণপরিষদ এই সংবিধান রচনা করেন, সে গণপরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা হয়নি, সেদিন ভোটের অধিকার প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ১৯টি মাত্র ব্যক্তির ছিল। পরাধীন ভারতেই সেদিনকার গণপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। শতকরা ১৯টি লোকের বিচার ও তাদের দেওয়া সংবিধান চিরকালের জন্য দেশবাসীদের বেঁধে রাখবে কেন? কেন প্রতিটি যুগের জনসাধারণ স্বাধীনভাবে তাদের ভাগ্য তাদের পথ তারা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে না? তাছাড়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে কে? কোর্ট না জনমত?

নতুন গণপরিষদের দাবি

অতএব আজ যদি গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে আবার সুপ্রীম কোর্টই বদলে না দেন, অর্থাৎ এই প্রশ্নের পুনর্বিচার করে পার্লামেণ্টকে সংবিধান সংশোধন করার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তবে এ সংবিধানে যে চলবে না তাই বোঝা যায়। তবে সংবিধান সংশোধন করার অধিকার কি জনসাধারণের থাকবেই না? তবে তো বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন পথই থাকে না। তখন দেখা যাবে সংবিধান দিয়ে বিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে বরং বিপ্লবকেই অনিবার্য করে তোলা হয়েছে।

তখন প্রশ্ন উঠবে, আবার একটা গণপরিষদ ডাকা যায় কি না। কিন্তু কে ডাকবে, কার গণপরিষদ ডাকার অধিকার আছে? পার্লামেণ্টের গণপরিষদ ডাকার অধিকার নেই, প্রেসিডেণ্টের নেই। সংবিধানেও গণপরিষদ ডাকার কোন বিধি দেওয়া হয়নি। তখন উপায়? তবে কি এক সার্থক বিপ্লবের অন্তেই জনসাধারণকে আবার গণপরিষদ ডাকতে হবে? বিপ্লবী জনতার স্যাংশন নিয়েই গণপরিষদ ডাকতে হবে এবং এক এমন সংবিধান করতে হবে যাতে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন জনসাধারণের নির্বাচিত সদস্যরা পার্লামেণ্টের সাহায্যেই করে নিতে পারবেন? অতএব এই নির্বাচনে জনসাধারণকে বলতে হবে, তারা সংবিধানের সংশোধন করতে চান কি না, গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার সংক্রান্ত রায় মেনে নেবেন কি না, সুপ্রীম কোর্টের অধিকার জনমতের অধিকারের চেয়ে বড় বলে মানতে রাজী থাকবেন কি না, নতুন গণপরিষদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি না, ইত্যাদি। এই সব মৌলিক প্রশ্নগুলি জনসাধারণের বিচার-বিবেচনার জন্য আজ উপস্থিত করা উচিত।

কেন্দ্র বনাম রাজ্য

তারপর, এ প্রশ্নও আজকের এই সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির উপস্থিত করা উচিত—রাজ্য বনাম কেন্দ্রীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের রায় কি? কিছু দিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যগুলির ক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায়। তামিলনাড়ু রাজ্যে ডি এম কে দল স্বরাজ্য দাবি করেছেন, নিজেদের জন্য আলাদা পতাকা পর্যন্ত দাবি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কার্যত দিন দিন এতো বেড়ে গেছে যে, রাজ্যগুলির নিজস্ব ক্ষমতা ও শক্তি আজ অতি সামান্য। সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছু বলাও হয়নি, সত্যি ভারত ফেডারেল—না ইউনিটারি। এককেন্দ্রিকতা রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রায় কেড়ে নিয়েছে। আর রাজ্যগুলির রাজনৈতিক দলগুলি এমনভাবে রাজ্যের রাজনীতিকে অচল করে ফেলেছে, যে,ঘন ঘন রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে আসছে। যদি প্রতি বছরেই রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে আসে, তবে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ থাকবে কী করে?

আবার যে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, শান্তি ফিরে পেতে চাই, সেই কেন্দ্রীয় শক্তিতেই দেখা দিয়েছে এতদিনে প্রকাণ্ড ফাটল। বহুকাল এক পার্টি তথা এক-কংগ্রেসই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির একচেটিয়া রাজত্ব করে এসেছিল। রাজ্যগুলিতে যে একচেটিয়া অধিকার আজ আর নেই, কেন্দ্রেও সে একচেটিয়া অধিকার আজ টলমল। এই নির্বাচনে যদি কেন্দ্রে কোন একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে, তবে শুরু হবে কেন্দ্রেও ভাঙন, দলছুট আর দল ত্যাগের হিড়িক। আজ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, কেরালাতে যা হচ্ছে, তাই হবে কেন্দ্রেও।

এই সার্বিক বিচার বিবেচনার প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলিকেও নিজেদেরকে সংশোধন ও পুনর্গঠন করা দরকার। কেবল সংবিধান পালটালেই কিছু হবে না, নিজেদের রাজনীতিরও সংশোধন করা দরকার। নিজেদের রাজনীতি যদি সংশোধিত না হয়, তবে কোন সংবিধান দিয়েই কাজ চলবে না। আজ সর্বভারতীয় দল বলতে বোধ হয় আর বিশেষ কিছু থাকবে না। এক কংগ্রেস আজ তিন-চার কংগ্রেসে বিখণ্ডিত, এক কমিউনিজম আজ পাঁচ-সাত দলে বিভক্ত, এক সোসালিজম আজ তিন-চার খণ্ডে খণ্ডিত।

এই সব মৌলিক প্রশ্ন ও তার সমাধানের বিচার-বিতর্ক আজ এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সততার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার—কেবল উৎসব পালন করা বা ছুটি উপভোগ করার মধ্যে যেন তা পালিত না হয়।

আমরা এখন আর যখের ধন আগলাইনা!

সেসব দিন আর নেই যখন লোকে মনে করতেন আমরা যক্ষপুরী। আজ সমাজকল্যাণে আমরা এক অর্থনৈতিক সংস্থা—আমরা সঙ্কল্প করেছি লক্ষকোটি দেশবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছোবার ভূমিকা আমরাই নেব।

টাকার লেনদেন ছাড়া আরো অনেক কর্ত্তব্য আমরা করি। আমাদের ৯০০রও বেশী শাখা সারাদেশের লোকের ভালোভাবে বেঁচে থাকবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রচেষ্টার দিকে আজ সাদরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের কর্মীরা আজ কাঁধে কাধ মিলিয়েছেন দেশের লোকের সঙ্গে—তাঁদের জানছেন, বুঝছেন, রাস্তা দেখাচ্ছেন, সাহায্য করছেন। আমরা সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছি,—সে ক্ষেতখামারেই হোক আর নতুন কলকারখানাতেই হোক! আমরা কাজ করি বন্দরে বন্দরে—যেখান থেকে ভারতে তৈরি জিনিষপত্র বিদেশে গিয়ে রোজগার করে আনে মহামূল্য বৈদেশিক মুদ্রা। আমরা উৎসাহ দিচ্ছি উচ্চশিক্ষায়, শিল্পবিদ্যা অর্জনে,– কারণ এতেই দেশের পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি! এইরকম নানান্ ক্ষেত্রে কাজ করে আমরা বুঝেছি টাকাই সব নয়—আর এটাই হল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের বৈচিত্র—তার চিন্তায়; তার লক্ষ্যে!

জাতিগঠনের এই মহান কাজে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে যোগ দিন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেডঅফিস: মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই-১ □ কাস্টডিয়ান :—এন. রামানন্দ রাও

এ ব্যাঙ্ক এগিয়ে যায়—সবার কাছে সব জায়গায়

PNB-CBI-116-70 BN.

বিচক্ষণ বেকার কি বলতে চায় শুনুন॥

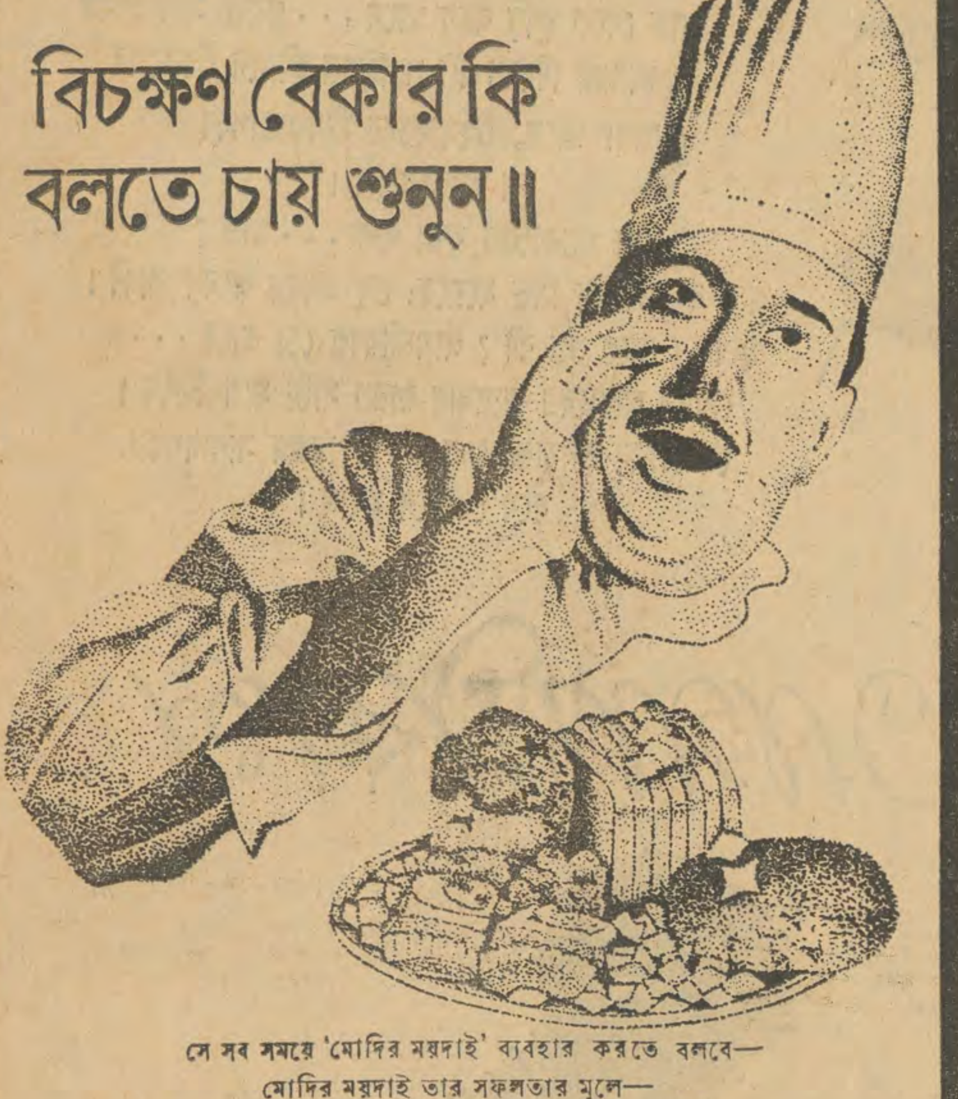

সে সব সময়ে 'মোদির ময়দাই' ব্যবহার করতে বলবে—
মোদির ময়দাই তার সফলতার মূলে—
সর্ব্বোত্তম গম ও অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিধি—
এই দুইটিই আপনার কেক, প্রেষ্ট্রি, রুটি, বন এবং অনেক কিছুকে—সুস্বাদু ও উপাদেয় করে।

যত গম তার চেয়ে বেশী রুটি মোদির ময়দা থেকে পাবেন।

মোদি ময়দা

মোদি ফ্লাওয়ার মিলস্
নিউদিল্লী-২০

INTERADS

সর্বনাশের ইতিহাস

ক পৃষ্ঠার পর

কমিশন বলছেন : 'আজ সমস্ত জাতি ক্ষুধা, বেকারত্ব, অস্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যের এমন এক চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ছে যা এর আগে কোন দিন প্রত্যক্ষ করা যায়নি।'

এ সকল ছাড়াও বাংলা দেশের এমন কয়েকটি বিশেষ অভিযোগ রয়েছে যা এই হতাশা ও বিক্ষোভের আরও ইন্ধন যোগায়। বেকার সমস্যা সারা ভারতের একটি বড় সমস্যা কিন্তু বাংলা দেশে শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশ বেশি। এর একটা কারণ হচ্ছে অন্যান্য রাজ্য কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে নিজ নিজ রাজ্যবাসীর যে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, বাংলা দেশের কখনই তা দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয়ত বাংলা ও বাঙ্গালীর অসন্তোষ ও ক্ষোভের একটা বড় কারণই হচ্ছে রেশন ব্যবস্থা। এমন খারাপ ব্যবস্থা ভারতে অন্য কোন রাজ্যে নেই। পশ্চিমবঙ্গে রেশনে যেমন খারাপ খাদ্যশস্য দেওয়া হয় তেমনি পরিমাণেও অনেক কম দেওয়া হয়। এই রেশন ব্যবস্থা বছরের পর বছর ধরে একইভাবে চলে এসেছে। বাস্তবিক রেশনের প্রয়োজন আছে কিনা, এর ফলে কি অসুবিধা হচ্ছে, তা দূর করার উপায় কি—এ সকল গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে কোন তদন্ত করান সরকার দরকার মনে করেন না।

পূর্ব বাংলার হিন্দু উদ্বাস্তুদের যে চরম দুর্দশা ঘটেছে তাও আজকের বাংলার সংকটের আর একটি মুখ্য কারণ। দেশকে স্বাধীন করার মূল্য দিতে গিয়ে যে এক কোটি মানুষ তাদের জমিজমা সম্পত্তি পূর্ব পাকিস্তানে ফেলে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ঠিক ঠিক ক্ষতিপূরণ দেয়নি—পুনর্বাসনের যথোচিত ব্যবস্থা করেনি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার কোন কার্পণ্য করেনি। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার পেয়ে আসছে, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের মনোভাব তার যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গালীর মনে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা ক্ষোভ ফেটে পড়ে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের সময়। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সেই জনরোষ আরও ব্যাপক রূপে দেখা দিল কংগ্রেসের নিদারুণভাবে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন একটুকরো খরকুটো দেখলেও বাচার জন্য তাকে আঁকড়িয়ে ধরে তেমনি বাংলার মানুষ বাচার তাগিদে কংগ্রেসকে ত্যাগ করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে আঁকড়ে ধরল। কিন্তু পর পর দুটি যুক্ত ফ্রন্ট সরকার বাংলাকে তো বাঁচালোই না বাংলার আরও দুর্গতি ঘটালো। দুই যুক্ত ফ্রন্ট সরকারেই মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি ছিল বড় শরিক। এই দল দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রশাসন যন্ত্রকে পুরোপুরি কাজে লাগালো। বিশেষ করে পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস এবং শিক্ষা দফতরে সি পি এম-এর দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে বহু চেষ্টা করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুলিশের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়ায় পুলিশ আদর্শ ও কর্তব্যচ্যুত হল। আর বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিগুলিকে অন্যায়ভাবে বাতিল করে রাজনৈতিক দলের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে দিয়ে সি পি এম শিক্ষা ব্যবস্থাকে গোল্লায় পাঠিয়ে দেওয়ার পথ করে দিল।

জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার নামে যুক্ত ফ্রন্টের শরিক দলগুলি সবচেয়ে বেশি করে ছাত্রদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিছু ছাত্র আগেও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আসত কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষণা ত তখন ছিল না—এবার সেটা দেখা দিল। অন্যদিকে মানুষের অসন্তোষ ও হতাশা কাটার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের মনে ইতিমধ্যে বিপ্লব চেতনার বীজও বপন হয়ে গিয়েছে। ক্রমান্বয়ে কংগ্রেস, কমিউনিসট ও রাষ্ট্রপতির শাসনের ব্যর্থতা সেই বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটাবার নতুন পথ খুলে দিল। জনমনে এই ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল যে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সুতরাং এ পথে আর নয়, অন্য পথ ধরতে হবে। এই চিন্তাধারা ও প্রচার-প্রচারণার অশুভ পরিণামই হল রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি—সম্প্রতি যে সন্ত্রাসকে আমরা নকশালী আন্দোলন বলে আখ্যা দিচ্ছি। এই আন্দোলনের লক্ষ্য, আদর্শ এবং নীতি যে ঠিক কী, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই আন্দোলনের পিছনে যে একটি বড় রকমের সংগঠন রয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আমার মতে বর্তমান সংকট মূলত একটা রাজনৈতিক সঙ্কট, এটাকে সাময়িক আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার একটা প্রশ্ন বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং আজ রাজনৈতিক নেতাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে যে বাংলা দেশে—তথা ভারতে—স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। আমি একজন সক্রিয় রাজনীতিক নই সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার আমার নেই। তবে এটুকু মনে হয় যে যে শ্রেণীর গণতন্ত্র শাসন গত বিশ বছরের বেশি আমাদের দেশে চলছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এখন বর্তমান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না করলে বর্তমান সঙ্কট ক্রমশই বাড়তে থাকবে এবং দেশের চরম সর্বনাশ হবে। ছোটখাট শাসন সংস্কারে কোন লাভ হবে না, শাসনের কাঠামোই বদলাতে হবে।

২৬শে জানুয়ারি — ১৯৭১

আমাদের দ্বাবিংশতিতম প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাই এবং কঠোর শ্রমের দ্বারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।

*

সিদ্ধেশ্বরী হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

১১৩, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

বিখ্যাত 'সিদ্ধেশ্বরী কেলিকো' গেঞ্জীর প্রস্তুতকারক

নিখুঁত ফিলটার নেইকো জুড়ি
স্বাদ পাওয়া যায় পুরোপুরি

উইল্‌স ব্রিস্টল ফিলটার

আপনার মন মজাবে
যেমন স্বাদটি খাঁটি তেমনি টেনে আরাম

সর্বাধিক দাম ৫৮ পয়সায় ১০টি*

* স্থানীয় কর স্বতন্ত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার